মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৫ ॥ ৩০ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৭ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর কারিগরি শিক্ষা হবে মূল বিষয়: ড. দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম (এসডিজি)-এর আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মূল বিষয়। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) অফিসে 'বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংস্কার চিন্তাভাবনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

রাখাইনে 'মানবিক করিডোর' নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার হয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের 'মানবিক করিডোর' স্থাপন নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে একটি পোস্টের মাধ্যমকে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন তিনি।

যুদ্ধের দানা বাঁধছে, আগামী দু-তিন দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। হামলার পর সীমান্তে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে পাঁচবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় বাহিনী তল্লাশির নামে শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। এমন অবস্থায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। ইতোমধ্যে দিল্লি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বকেয়া ৪৭৮ কোটি টাকা

ইউনাইটেড গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৭৮ কোটি টাকা বিল বকেয়ার কারণে ইউনাইটেড গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে এই বকেয়া আদায়ে বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও বিল না দেওয়ায় সোমবার দুপুরে ঢাকা ইপিজেডে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিতাস গ্যাস সূত্র জানিয়েছে, ইউনাইটেড গ্রুপ ২০২২ সালের দিকে বকেয়া কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল। কোর্ট বকেয়া টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য আদেশও দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও তারা কোনো টাকা পরিশোধ করেনি। অভিযোগ আছে, ইউনাইটেড গ্রুপের দুটি

২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৫ উপক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশ সদস্যদের পদক প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। -পিআইডি

প্রাথমিকে ৮ হাজার সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য, শিগগির বড় বিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আট হাজারেরও বেশি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। তাছাড়া ৩০ হাজার সহকারী শিক্ষক দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদোন্নতি পেয়ে প্রধান শিক্ষক হবেন। সেক্ষেত্রে এ পদগুলোও শূন্য হবে। শূন্য এসব পদে নিয়োগ দিতে শিগগির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে চায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন হলেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ৮ হাজার ৪৩টি শূন্য পদ রয়েছে। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। এছাড়া ৩০ হাজার সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পাবেন। ফলে সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। কবে নাগাদ বিজ্ঞপ্তি হতে পারে- এমন প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। এ জটিলতা নিরসন এবং নতুন নিয়োগ বিধিমালা বাস্তবায়নের পর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। আশা করছি, চলতি বছরেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিধিমালায় কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে- এমন

২-এর পাতায় দেখুন

প্রচ্ছায়া লিমিটেডের ৮ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ অনুসন্ধান চলমান থাকায় প্রচ্ছায়া লিমিটেডের আট পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন, প্রচ্ছায়া লিমিটেডের পরিচালক বুশরা সিদ্দিক, শেহতাজ মুন্নাসী খান, শহিদ উদ্দিন খান, শাহিন সিদ্দিক, শফিক আহমেদ শফিক, পারিজা পাইনাজ খান, নওরিন তাসমিয়া সিদ্দিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা আনজুম। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম এ আবেদন করেন। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজিব আহমেদ ওয়াজেদ (জয়), তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছোট বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকী ও

২-এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধাবস্থায় আছি, পুলিশকে সজাগ থাকতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমরা একটি ন্যায্যতার ভিত্তিতে গঠিত, বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। আমরা 'দ্বিতীয় বাংলাদেশ' গঠনের স্বপ্ন দেখছি। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৫'-এর উদ্বোধন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এবং তা বজায় রাখবে। এই স্বপ্ন পূরণে আপনাদেরড়বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীরড়ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের কর্মকাণ্ড ও জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক দেখেই সারা দুনিয়া আমাদের সভ্যতার মাত্রা বিচার করে। আমরা চাই, সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে যেতে। এই লক্ষ্য অর্জনে আপনারা মূল চালিকাশক্তি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি আমার প্রত্যাশা- আপনারা যেন দেশের মানুষের কাছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও প্রশংসিত হন। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশ সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি পুলিশ সদস্যরাই প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এটি আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে-এটাই যুগ যুগ ধরে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, স্বৈরাচারী শাসনামলের ১৫ বছরে পুলিশ বাহিনীকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছিল, যার ফলে গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছিল। অবৈধ, অন্যায় আদেশ পালন করতে গিয়ে পুলিশ ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়ে। অনেক সৎ সদস্যকেও এর মাশুল দিতে হয়। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, গত আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল ভঙ্গুর। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। সরকার সে পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছে। সড়ক-মহাসড়কে বিশৃঙ্খলা নিরসন, বিশেষ অভিযান পরিচালনা, অংশীজনদের সঙ্গে পুলিশের আন্তঃসম্পর্ক জোরদারসহ মনোবল বৃদ্ধিতে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা, বিশ্ব ইজতেমা, ঈদুল ফিতর, বাংলা নববর্ষসহ নানা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। অপরাধ সংঘটনের পর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রেও পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এজন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশ বাহিনীর শক্তিশালী ভূমিকা দরকার। আমি আহ্বান জানাইড় আপনারা যেন সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতা নিয়ে কাজ করেন। সকল শ্রেণি-পেশার নারীরা যেন পুলিশের হটলাইনে ফোন করে দ্রুত সহায়তা পানড়এটি নিশ্চিত করতে হবে। নারী-শিশু নিরাপদ হলে বুঝবো, দেশ নিরাপত্তায় অনেক দূর এগিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অপর্যাপ্ত জনবল, সরঞ্জামের অভাব ও বাজেট সীমাবদ্ধতা থাকলেও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলোড় বিগত ১৬ বছরে পুলিশ-জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব ঘোচানো এবং পুলিশের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। আমি বলবো, এটা কঠিন নয়। আন্তরিক পরিবেশ তৈরি হলেই এই বন্ধন দৃঢ় হবে। সমাজকে সুশৃঙ্খল

২-এর পাতায় দেখুন

ভয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিলো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। হামলার পর সীমান্তে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এমন অবস্থায় নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে ফের হামলার আশঙ্কা করছে দেশটির সরকার। সেই ভয়ে কাশ্মীরের ৪৮টি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দিল দেশটির রাজ্যের সরকার। ঝুঁকি এড়াতে কাশ্মীরের মোট ৮৭টি পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রেরে বরাত দিয়ে আনন্দবাজার জানায়, আবারও হামলার পরিকল্পনা করছে সন্ত্রাসীরা। গত কয়েক দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসীদের একাধিক 'স্লিপার সেল' সক্রিয় হয়েছে। এ অবস্থায় জনপ্রিয় কোনো পর্যটনকেন্দ্রে হামলা হতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই ৪৮টি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

৪৫তম বিসিএস

লিখিত পরীক্ষার ফল মেলেনি ১৫ মাসেও, চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় মো. রাফিউল আলম। পরীক্ষা ভালো হওয়ায় বেশ আত্মবিশ্বাসী তিনি। শুরু করেন মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি। কিন্তু ১৫ মাসেও সেই লিখিত পরীক্ষার ফল মেলেনি। এতে হতাশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করা এ চাকরিপ্রার্থী। এক বিসিএসের আশায় আড়াই বছরের বেশি সময় কাটিয়ে চাকরির বয়সসীমা শেষের দিকে তার। এখন তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় দিন পার করছেন। রাফিউল বলেন, 'যখন ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল ২৯ বছর ৩ মাস। এটাই শেষ বিসিএস ধরে আবেদন করেছিলাম। প্রস্তুতি ভালো থাকায় প্রিলিতে টিকে যাই। লিখিত পরীক্ষাও ভালো দিয়েছি। সেজন্য মৌখিক পরীক্ষা পর্যন্ত যেতে পারবো ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু এখন আমার বয়স প্রায় ৩১ বছর ৮ মাস। এ বিসিএসে না টিকলে আমার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। এটার আশায় অন্য ছোট চাকরিগুলোও করিনি। দিন যত যাচ্ছে, হতাশ হয়ে পড়ছি। কপালে কী আছে, কিছুই বুঝছি না।' শুধু রাফিউল আলম নন, ৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ১৩ হাজার চাকরিপ্রার্থী হতাশ হয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপ চালুর দাবি ফ্রিল্যান্সারদের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ের অভাবে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতায় পড়ছেন। এই সংকট নিরসনে বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবীরা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে 'বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ও আইটি প্রফেশনাল কমিউনিটির' ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার ও আইটি উদ্যোক্তা রয়েছেন। যারা প্রতি বছর একটি বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা

২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কোরিয়ায়ন ভাষা পরীক্ষায় রোস্টারভুক্ত ভিসা প্রার্থীরা বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন করে।

সামাজিক সুরক্ষায় যুক্ত হচ্ছে আরও ৬ লাখ ২৪ হাজার উপকারভোগী

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে আরও ৬ লাখ ২৪ হাজার সুবিধাভোগী। একই সঙ্গে আসন্ন বাজেটে সব ধরনের ভাতা সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ একশ টাকা বাড়িয়ে ৬৫০ থেকে ৯০০ টাকায় উন্নীত করা হচ্ছে। সম্প্রতি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে উল্লিখিত এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ এসব প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানিয়েছে, আগামী বাজেটে ১২ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ থাকছে ১৯ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ আছে ১৭ হাজার ৯৫৭ কোটি

২-এর পাতায় দেখুন

১৪০০ প্রাণের বিনিময়ে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ এসেছে: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় ১৪০০ প্রাণের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম সবাই মিলে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) ঢাকায় সংসদ ভবনের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আলোচনার শুরুতে এমন মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, স্বাধীনতার পর প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম সবাই মিলে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে কমপক্ষে ১৪০০ লোকের প্রাণের বিনিময়ে। যাদের প্রাণের বিনিময়ে এই সুযোগ তৈরি হয়েছে তাদের কাছে আমাদের দায় আছে। এই দায় ও অঙ্গীকার থেকেই যেন আমরা সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারি। গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের চর্চা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতপার্থক্য থাকবে। আমাদের সবার ভাষা এক নাও হতে পারে। কিন্তু, আমাদের লক্ষ্য এক। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আরও বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করতে চাই। সেই অভিপ্রায় থেকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছি। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্যের ওপর নির্ভর করছে, আমরা কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারবো। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এ আলোচনায় অংশ নেয়। এতে দলটির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা জামালী, আকবর খান, আবু হাসান টিপু, আনছার আলী দুলাল, মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, মাহমুদ হোসেন ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাশিদা বেগম, সাইফুল ইসলাম ও শেখ মোহাম্মদ শিমুল

২-এর পাতায় দেখুন

স্বস্তিতে ধান কাটতে পারছেন না কৃষকরা

বজ্রপাতে প্রাণহানির শঙ্কা নিয়েই ধান কাটায় ব্যস্ত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : বৈশাখ মাসের শুরু থেকেই কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলে বোরো ধান কাটার ধুম লেগেছে। কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন জেলার কৃষকরা। তবে স্বস্তিতে ধান কাটতে পারছেন না তারা। বজ্রপাতে প্রাণহানির আতঙ্ক তাড়া করছে তাদের। কেননা প্রায় প্রতিদিনই বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে দুই কৃষক, এক কিষানি ও একজন শ্রমিকসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে হাওর উপজেলা অষ্টগ্রাম ও মিঠামইনে তিনজন রয়েছেন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিঠামইন উপজেলার শান্তিগঞ্জ হাওরে খড় শুকাতে গিয়ে ফুলেছা বেগম (৬৫) নামের এক কিষানি বজ্রপাতে মারা যান। এর দুই ঘণ্টা পর সকাল ১০টার দিকে জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার হালালপুর হাওরে ধান কাটার সময় ইন্দ্রজিত দাস (৩৬) ও কলমা হাওরে ধান কাটার সময় স্বাধীন মিয়া (১৪) নামের দুই কৃষক নিহত হন। এছাড়া হাওরে ধান কাটার সময় স্বাধীন মিয়া (১৪) নামের এক কৃষক মারা যান। একইদিন দুপুরেও বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। জেলার বাজিতপুর উপজেলার হিলচিয়া ইউনিয়নের দৌলতপুর হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে আব্দুল করিম (৩৭) নামে একজনের মৃত্যু

২-এর পাতায় দেখুন

১০ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির আভাস, সতর্ক সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ১০ জেলার ওপর দিয়ে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) দিনগত রাত ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য দেওয়া এক পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা

২-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চিকিৎসাধীন অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে শিশুসহ পাঁচ জন দগ্ধের ঘটনায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমা আক্তার (৩০) মারা গেছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুই জন মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালের দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ফিমেল এইচডিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নারীর মৃত্যু হয়। রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসন থানার মোগরখাল এলাকার একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। চিকিৎসাধীন পারভীনের (৩৫) শরীরের ৩২ শতাংশ, তানজিলার (১০) শরীরের ৯০ শতাংশ এবং শিশু আয়ানের (দেড় বছর) শরীরের ২৮ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে এইচডিইউতে চিকিৎসা চলছে। তাসলিমা আক্তার শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার কাসেম আলীর মেয়ে। সে ওই এলাকায় দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্বামী হোসেন আলীর সাথে ভাড়া থাকতেন। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) বাসন থানার ওসি শাহীন খান জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসকের বরাত দিয়ে বলেন, গাজীপুরে বাসায় রান্নার সময় গ্যাস লিকেজ থেকে দগ্ধ অবস্থায় নারী ও শিশুসহ পাঁচ জনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। এদের মধ্যে তাসলিমার শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমা আক্তারের মৃত্যু হয়। এর

২-এর পাতায় দেখুন

হজযাত্রীদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা সৌদির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আসন্ন হজ মৌসুমে অনুমতি ছাড়া হজ পালন থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি আরব সরকার। এ নির্দেশনা না মানলে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অননুমোদিত হজযাত্রীদের পাশাপাশি তাদের সহায়তাকারীরাও এই শাস্তির আওতায় পড়বেন জানানো হয়েছে সতর্কবার্তায়। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হজের অনুমতি ছাড়া এতে অংশগ্রহণকারীদের এবং যারা এমন

২-এর পাতায় দেখুন

পুতুলের গুলশানের ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের গুলশানের একটি ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। যার মূল্য ধরা হয়েছে, ৫৭ লাখ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম ফ্ল্যাট জব্দের আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। মামলা নিস্পত্তির আগে এ

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ৩০ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৭ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে বছরে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বিলিয়ন ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে বছরে বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। মূলত পুরনো পাইপলাইন, লিকেজ, চুরি ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে কারিগরি ত্রুটিতে এ ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। দেশে ৬টি কোম্পানি পাইপলাইনে গ্যাস বিতরণ করে। ওসব কোম্পানির মধ্যে তিতাসের গ্রাহক সংখ্যাই বেশি। কোম্পানিটির আওতায় মোট ২৮ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি গ্রাহক রয়েছে। গ্রাহক ও গ্যাসের ব্যবহার ভেদে কোম্পানিটির সিস্টেম লস জানুয়ারির হিসাবে ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। আর এর বাইরে বাকি পাঁচটি কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা সীমিত। জ্বালানি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে গ্যাসের ব্যবহার ও গ্রাহক বিবেচনায় বিতরণ পর্যায়ে এখন ১১ শতাংশের কাছাকাছি সিস্টেম লস। যদিও বিতরণ কোম্পানি সংশ্লিষ্টদের দাবি- সিস্টেম লস এখন গড়ে সাড়ে ১০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশে গ্যাসের সিস্টেম লস ভারতের তিন গুণ ও পাকিস্তানের দ্বিগুণ। পাকিস্তানের গ্যাস খাতের সিস্টেম লস এখন ৫ শতাংশের কিছু বেশি। আর ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ খাতে সিস্টেম লস গড়ে ৩-৪ শতাংশের বেশি নয়। দেশের গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস অভাবনীয় হারে বেড়ে যাওয়ায় গ্যাস খাতে প্রতি বছর ১ বিলিয়ন

ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। সূত্র জানায়, চলতি বছর বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সিস্টেম লস যথাক্রমে ১০ দশমিক ৫৩ ও ১৩ দশমিক ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। মূলত সিস্টেম লসের নামে এ গ্যাসের সিংহভাগ চুরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কারিগরি ত্রুটি ও অপরিকল্পিত পাইপলাইন নির্মাণের কারণেও গ্যাস খাতে সিস্টেম লস কম নয়। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার আর দক্ষতা নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশে সিস্টেম লস ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব। সম্প্রতি জ্বালানি বিভাগের প্রকাশিত রোডম্যাপে দেশের গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে তিতাস ও বাখরাবাদ কোম্পানি এ উদ্যোগের বাইরে থাকছে। যদিও পুরনো পাইপলাইন ও অবৈধ সংযোগ বিবেচনায় তিতাস ও বাখরাবাদের সিস্টেম লস সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, গ্যাস খাতের সিস্টেম লসে সরকারের প্রতি বছর আর্থিকভাবে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। ওই ক্ষতির কারণে এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কারিগরি ক্ষতির নামে গ্যাস অপচয় হয়েছে ১৩৭ কোটি ঘনমিটার। এলএনজি আমদানি ও সরবরাহে পেট্রোবাংলার খরচ ৭-এর পাতায় দেখুন

চমেক শিক্ষার্থী আবিদ হত্যার ১২ আসামিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১১ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) ছাত্রাবাসে ছাত্রদলকর্মী সন্দেহে ৫১তম ব্যাচের ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবিদুর রহমান আবিদ হত্যা মামলায় খালাস পাওয়া ১২ আসামিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আসামিরা ছাত্রলীগের তৎকালীন চমেক শাখার নেতাকর্মী। ওই মামলার বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেন ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। রুলে বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়েছেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অজি উল্লাহ ও আইনজীবী আজিমুদ্দিন পাটোয়ারি। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। আসামিরা হলেন- তৎকালীন ছাত্রসংসদের ভিপি মফিজুর রহমান জুম্মা, চমেক ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল পারভেজ সুমন, সাধারণ সম্পাদক বিজয় সরকার, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিমেল চাকমা, ফেরদৌস রাসেল, শান্ত দেবনাথ, মাহাফুজুর রহমান ধীমান, নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, মোস্তফা কামাল, রাশেদুর রেজা সানি ও সালমান মাহমুদ রাফসান। ছাত্রদল চমেক শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমেদ দাবি করেছিলেন, আবিদ তাদের সক্রিয় কর্মী ছিল। আবিদসহ ছাত্রদল কর্মী ফয়সাল, নাজিম ও মাসুমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ছাত্রলীগ। পরে আবিদ ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে: নজরুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে কেবল জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বিবেচনায় নিলে হবে না। এনআইডির পাশাপাশি পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা, অনেকের এনআইডি নেই। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রবাসীদের ভোটদান পদ্ধতি নির্ধারণে আয়োজিত এক সেমিনারে অংশ নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে তিনি এসব কথা বলেন। নজরুল ইসলাম খান বলেন, ২০১৪ সালে যখন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিল ইসি, তখন আমরা প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার সুযোগের প্রস্তাব করেছিলাম। ২০১৭ সালের ভিশন থার্টি ঘোষণা, ২২ সালের ২৭ দফাতেও প্রবাসীদের ভোটের কথা বলেছি। ২০২৩ সালের ৩১ দফার রাষ্ট্র সংস্কারের সময়ও এই বিষয়টি বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। প্রবাসীদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্যোগের প্রতি বিএনপির পূর্ণ সমর্থন আছে। তিনি বলেন, সেমিনারে প্রবাসীদের ভোটিংয়ের জন্য তিন প্রস্তাব (অনলাইন, প্রক্সি ও পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতির ভোটিং সিস্টেম) উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা আমাদের দলে আলোচনা করে মতামত দেবো। কোনটা সবচেয়ে ভালো হয়, সে মতামত দেবো। এই দুনিয়ায় কোনো সিস্টেমই ফুলপ্রুফ না। কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুলপ্রুফ না। ফুলপ্রুফ হলে সংস্কার, বিপ্লবের প্রয়োজন হতো না। আমরা বিবেচনা করবোঃসবচেয়ে যেটা সহজ, বোধগম্য হবে, সবচেয়ে যেটা গ্রহণযোগ্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে, যেটা সবচেয়ে সাশ্রয়ী হবে, সেই প্রক্রিয়ার প্রতি আমরা সম্মত হতে পারবো বলে আশা করি। তিনি আরও বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে পার্সেন্টেজের কথা বলা হচ্ছে, এটার কোনো নির্ভরযোগ্যতা আছে কি না বলা যাবে না। একটা উপস্থাপনায় বলা হয়েছে, যেমন সবচেয়ে বেশি ২৯ লাখ আছে ভারতে। আসলেই এটা সঠিক? ভারতে কি এত মানুষ আছে? ইউটিউবের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো সূত্র নেই। বাংলাদেশ থেকে কত মানুষ প্রবাসে স্থায়ী হতে যায়, এই তালিকা কোথাও নেই। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা বিএমইটিড়কোথাও নেই। কত প্রবাসী ফিরে এসেছে, সেই তালিকাও নেই। কাজেই এসব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়। বিএনপির এই খ্যাতিমান শ্রমিক নেতা বলেন, আমেরিকার নাগরিক বাংলাদেশে এলে তাদের দূতাবাসে রিপোর্ট করতে হয়। আমাদের দেশের নাগরিকদের ৭-এর পাতায় দেখুন

এবার এস আলমের স্টিল ও ব্যাগ উৎপাদন কারখানা নিলামে

স্টাফ রিপোর্টার : এবার ৮২ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদায়ে এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এস আলম স্টীলস, এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকার চারতলা দালানসহ ৪১ দশমিক ৭৫ শতাংশ জমি নিলামে তুলেছে ইসলামী ব্যাংক। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ নিলাম ডাকে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা। চট্টগ্রামের স্থানীয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখার বিনিয়োগ গ্রাহক এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এস আলম স্টীলস লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল আলম মাসুদ, চেয়ারম্যান মো. আবদুস সামাদ, শেয়ারহোল্ডার মো. রাশেদুল আলম, মাসুদ সাহেবের স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার ফারজানা পারভীন, মো. আবদুল্লাহ ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন ছাড়া কিছুই বাস্তবায়ন হবে না: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন ছাড়া কোনও কিছুই বাস্তবায়ন হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক সেমিনারের শুরুতে এ কথা জানান তিনি। সিইসি বলেন, আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের

ভোটাধিকার নিশ্চিত করা আমাদের ওয়াদা। সবার দাবিও এটা আমাদের কাছে। আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি। তিনি বলেন, দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও শিক্ষা সব কিছু পর্যালোচনা করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। রাজনৈতিক নেতারা সমর্থন না দিলে কোনো কিছুই বাস্তবায়ন হবে না। মানুষের আস্থা যেন থাকে, কম খরচে যেন বাস্তবায়ন করতে পারি সেই পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া চালু করতে চাই। এ এম এম নাসির উদ্দিন আরও বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে আউট অব কান্ট্রি ভোটিং আছে। আমরা এটি চালু করতে চাই। অনেক দেশ এটি শুরু করেও পারেনি নানা সমস্যায়। পাশের দেশ ভারতও এখনো এটি চালু করতে পারেনি। কিন্তু, আমরা চাই, সীমিত পরিসরে হলেও শুরুটা অন্তত হোক। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসীরা ভোট দিতে না পারলে ভোটের কাস্ট হারে প্রভাব পড়ে। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে দৃঢ়? প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নির্বাচন কমিশন। আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট চাই। এই উৎসবে প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সেমিনারে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি গণমাধ্যম সম্পাদক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ এ সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছেন।

মোহাম্মদপুরে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেপ্তার ১৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গত সোমবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মেহেদী হাসান বলেন, গত সোমবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ কর্তৃক সাঁড়াশি অভিযানে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন- জানু (২৫), রবিউল (২০), ঝোটন (১৯), রবিন (১৯), সুমন (২১), মোস্তাকিম (১৯), কামরুল (২৪), রিয়াজ (২০), মোজাম্মেল (৩০), শহীদুল (২৮), রমজান আলী (৫২), মনির (২২), আরমান (১৯) ও মাজহারুল ৭-এর পাতায় দেখুন

বনশ্রীর মেরাদিয়ায় কোরবানির পশুর হাট বসবে না: হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী কোরবানির ঈদ উপলক্ষে রাজধানীর বনশ্রীর মেরাদিয়ায় এবার গরুর হাট বসানো যাবে না বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে সোমবার (২৮ এপ্রিল) হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) রিটকারীর আইনজীবী জহিরুল ইসলাম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন। স্থানীয় এক বাসিন্দার করা রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী লিটন আহমেদ, ব্যারিস্টার খন্দকার খুররম জাহ মুরাদ ও অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম। আইনজীবী ব্যারিস্টার খন্দকার খুররম জাহ মুরাদ জানান, আবাসিক এলাকায় গরুর হাট বসানো যায় না। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এ নিয়ে রিটের পর সোমবার হাইকোর্ট মেরাদিয়া বাজারের পূর্বপাশে খাল পাড়ের খালি জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর ওপর তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এবং রুল জারি করেছেন। রুলে ঈদুল আযহা-২০২৫ এ ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীদের অবশ্যই ভোটাধিকারের বাইরে রাখা যাবে না: রাশেদ খান

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসীদের অবশ্যই ভোটের অধিকারের বাইরে রাখা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেন, প্রবাসীদের ভোটদানের জন্য আমরা সবসময়ই সংগ্রাম করেছি। প্রবাসীদের ভোটের আওতায় না আনলে আমরা মানবো না। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক সেমিনার শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। রাশেদ খান বলেন, প্রবাসীদের ভোটের ক্ষেত্রে প্রক্সি সিস্টেমটা আগামী নির্বাচনে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে আমরা গণধিকার পরিষদ থেকে সবসময় সংগ্রাম করেছি। আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বলেছি, এই অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা কীভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি আরও বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের তালা

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানটির সব একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল দাবি হলো, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশ কোটা বাতিল; জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির রায় বাতিল; ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদবি পরিবর্তন; মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত করা; ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের নিয়োগ বাতিল ও বিতর্কিত নিয়োগবিধি অবিলম্বে সংশোধন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. মোস্তাফিজুর রহমান খানকে ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীর বাগানগুলোতে বিভিন্ন জাতের গাছের ডালে ডালে ঝুলছে আম। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বেশি ফলন পাওয়ার আশা করছেন স্থানীয় আম চাষীরা। ছবিটি মঙ্গলবার মেহেরচণ্ডী এলাকা থেকে তোলা।

দণ্ডের ১৭ বছর পর আদালতে আত্মসমর্পণ, জামিন পাননি খালেদা জিয়ার ভাগনে তুহিন

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও কর ফাঁকির পৃথক দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক সংসদ সদস্য শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনের জামিন মেলেনি। এদিন আদালতে কর ফাঁকির মামলায় তার জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। এদিকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলাতেও রুদ্ধদ্বার শুনানি শেষে তার জামিন নামঞ্জুর করেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি আদালতে আসেন। এসময় তার সাথে বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মীদের দেখা যায়। এর মধ্যে কর ফাঁকির মামলায় ঢাকার বিশেষ জজ-১০ কবির উদ্দিন প্রামাণিকের আদালতে তার আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেন। এদিকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রকল্প কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি

এলজিইডির প্রধান কার্যালয়সহ ৩৬ কার্যালয়ে দুদকের অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ কাজে দুর্নীতিসহ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রধান কার্যালয়সহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ৩৬ অফিসে অভিযান পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) দুদকের প্রধান কার্যালয়সহ দেশের জেলা অফিস থেকে ওই এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যেসব জায়গায় অভিযান পরিচালনা হচ্ছে- ঢাকার আগারগাঁওয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান কার্যালয় ও চট্টগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, রাজশাহী, দিনাজপুর ও জামালপুর নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকার কেরাণীগঞ্জ এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, বরিশালের মুলাদী, বগুড়ার শিবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর, কক্সবাজারের রামু, কমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, চট্টগ্রামের আনোয়ারা, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ, গাজীপুর সদর, গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়া, যশোরের বাঘারপাড়া, মাগুরার শ্রীপুর, খুলনার বটিয়াঘাটা, কিশোরগঞ্জ সদর, কুড়িগ্রামের উলিপুর, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, শরীয়তপুরের জাজিরা ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, নোয়াখালীর কবিরহাট, নওগাঁ সসদর, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, পটুয়াখালী সদর, পিরোজপুরের নাজিরপুর, গাইবন্ধার ফুলছড়ি, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, টাঙ্গাইলের ভুঞাপুর, পঞ্চগড়েরর তেঁতুলিয়া ও রাঙামাটির কাপ্তাই এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। অভিযোগের বিষয়ে জানা যায়, এলজিইডির কার্যালয়ের আওতাধীন গ্রামগঞ্জের ৭-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় লাগাম দেবে কে?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০১৭ সালের ২৮ এপ্রিল, নিজের প্রথম শাসনামলের ৯৯তম দিনে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসের সঙ্গে আইন পাসের জটিলতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, ‘এটি একেবারে পুরোনো আর কঠিন এক ব্যবস্থা।’ এই ঝামেলা এড়িয়ে চলা ‘জাতির জন্য কল্যাণকর’ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এখন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্প সেই ‘পুরোনো ব্যবস্থাকে’ দূরে রাখার

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম ১০০ দিনেই ট্রাম্প দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতার জোরে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম বড় শুল্কবৃদ্ধি, ফেডারেল প্রশাসনের ব্যাপক ছাঁটাই ও বিরোধীদের দমন-নীতির মাধ্যমে তিনি নিজের ক্ষমতার দৃশ্যমান ব্যবহার করেছেন। যদিও উল্লেখযোগ্য কোনো আইন পাস হয়নি, তবুও বিশ্লেষকদের মতে, আধুনিককালে কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম ১০০ দিন এতটা প্রভাববিস্তারকারী হয়নি। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের এই স্বেচ্ছাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে উত্তাল লড়াই চলবে। ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডের বিআরটিসি কাউন্টারের পেছনে ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পৃথক ঘটনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাদের দুজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে রেলওয়ে থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে তাদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে রেলওয়ে থানা পুলিশ। বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. বজলুর রশিদ জানান, আমরা খবর পেয়ে সন্ধ্যা সাতটার দিকে কুড়িল বিশ্বরোডের বিআরটিসি কাউন্টারের পেছনের রেললাইন থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করি। আমরা স্থানীয়দের কাছে জানতে পারি নিহত ব্যক্তি রেললাইনে হাঁটার সময় সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহত অন্য ব্যক্তির বিষয়ে তিনি ৭-এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধের দামামা, ইমরান খানকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে সর্বদলীয় ঐক্যের আহ্বান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে চরম অবনতি ঘটেছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের। ঘটনার পর থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে দুদেশ। তার ওপর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর হুমকি-ধমকিতে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা। এরই মধ্যে পাঁচ দফায় কাশ্মীর সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলওসি) গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে। একদিকে

কয়েক দফায় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত, অন্যদিকে পারমাণবিক হামলার হুমকি দিয়ে রেখেছেন পাকিস্তানের একাধিক শীর্ষ নেতা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যেকোনো সময় বড় ধরনের সংঘাতে জড়াতে পারে দুই দেশ, বাজছে যুদ্ধের দামামা।এ অবস্থায় পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে মুক্তি দেওয়ার দাবি তুলেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল পিটিআই। এ ছাড়া ইমরানকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক আয়োজনের দাবিও জানিয়েছে দলটি। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ডন।পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটি বলছে, সোমবার (২৮ এপ্রিল) পাকিস্তানের সিনেটে সর্বদলীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছে পিটিআই। অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন (মাল্টি-পার্টি কনফারেন্স) আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে দলটি, যেখানে ইমরান খানের উপস্থিতি নিশ্চিতের ৭-এর পাতায় দেখুন

আবু সাঈদ হত্যায় সংশ্লিষ্ট ৪ শিক্ষার্থীর হলের সিট বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদ হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শহীদ মুখতার ইলাহী হলের চার শিক্ষার্থীর সিট বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রশাসন। গত সোমবার রাতে হল প্রভোস্ট ড. মো. কামরুজ্জামান সই করা এক অফিস আদেশের মাধ্যমে তাদের সিট বাতিল করা হয়। সিট বাতিল হওয়া ওই চার শিক্ষার্থী হলেন- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মানিক চন্দ্র সেন, একই বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এস এম লাবু ইসলাম, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান মিরাজ এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সেজান আহম্মেদ ওরফে আরিফ। ?অফিস আদেশে বলা হয়, ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু সাঈদ ৭-এর পাতায় দেখুন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় অবৈধভাবে মাটি কাটার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিক মাইনুদ্দিন রুবেলের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘটনার চার দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনও আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ঢেউ’-এর আয়োজনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, গণমাধ্যমকর্মী ও শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

এফিডেভিট

আমি মোসাঃ সুমাইয়া খাতুন (৩৬), পিতা-শ্রী স্বপন, গ্রাম-শ্যামপুর মিয়াপাড়া, ডাকঘর-ভবানীপুর, থানা-শিবগঞ্জ,জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ধর্ম-মুসলমান, জাতীয়তা-বাংলাদেশী। আমি এই ঘোষণার পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলাম। বর্তমানে আমি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্মের প্রতি চরম অনুগত হওয়ায় আমার পূর্বের ধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত হইয়া একজন পেশ ইমাম সাহেবের মাধ্যমে পবিত্র কালেমা পাঠ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে আমার নাম ছিলো শ্রীমতি সুন্দরী। বর্তমানে আমার জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিববন্ধনসহ সকল কাগজপত্রে আমার নাম মোসাঃ সুমাইয়া খাতুন হইবে। যাহা গত ১৬/০৭/২০১৭ইং তারিখ নোটারী পাবলিক চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবরে ১৫৪৩নং এফিডেভিটের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। -মোসাঃ সুমাইয়া খাতুন।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

হজযাত্রীদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা

কাজকে সহায়তা করেন, তাদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। এই বিধিনিষেধ যিলক্বদ মাসের প্রথম দিন থেকে যিলহজ্জ মাসের ১৪ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে; অর্থাৎ হজ মৌসুমের পুরো সময়কালজুড়ে এটি প্রযোজ্য থাকবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কেউ অনুমতি ছাড়া হজ করার চেষ্টা করলে বা হজ করলে তাকে ২০ হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ লাখ টাকা) জরিমানা গুনতে হবে। এই জরিমানা সব ধরনের ভিজিট ভিসাধারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যদি তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমতি ছাড়া মক্কা বা পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ করেন বা অবস্থান করেন, তবে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। অন্যদিকে, যারা এই নিয়ম ভাঙায় সহায়তা করবেন তাদের জন্য শাস্তি হবে আরও কঠোর। কেউ যদি এমন কাউকে স্পন্সর করেন যিনি হজের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, তাহলে তাকে এক লাখ রিয়াল (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩০ লাখ টাকা) পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। যারা অবৈধ হজযাত্রীদের মক্কা বা পবিত্র এলাকায় নিয়ে যাবেন, আশ্রয় দেবেন বা আবাসনের ব্যবস্থা করবেন, হোটেল, ভাড়া বাড়ি বা হজের জন্য নির্ধারিত আবাসন ব্যবস্থায় থাকতে দেবেন, তাদের ওপর এই জরিমানা প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া যদি কোনো অবৈধ অভিবাসী বা ভিসার সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি হজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে তাদের সৌদি আরব থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং পরবর্তী ১০ বছর সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন না তারা। পাশাপাশি, যেসব যানবাহন এই ধরনের অননুমোদিত যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হবে, সেগুলো জব্দ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে যদি সেগুলো পরিবহনকারী বা সহায়তাকারীর মালিকানাধীন হয়। সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো হজের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করা। এ ছাড়া হজসংক্রান্ত নিয়মনীতি পুরোপুরি মেনে চলতে নাগরিক, অভিবাসী এবং বৈধ ভিসাধারীদেরও অনুরোধ করেছে সৌদি সরকার।

১০ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির

হয়েছে। এদিকে, বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ সময়ে রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

পুতুলের গুলশানের ফ্ল্যাট জব্দের

সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে অনুসন্ধানে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকানা যেন পরিবর্তন বা স্থানান্তর কিংবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করতে না পারেন; এজন্য ফ্ল্যাটটি জব্দ করা প্রয়োজন। এর আগে গত ১১ মার্চ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে থাকা ধানমন্ডির 'সুধা সদন' বাড়িটি জব্দের আদেশ দেন আদালত। একইসঙ্গে শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহেনা সিদ্দিক, রেহেনার সন্তান রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের নামে থাকা জমিসহ বাড়ি ও আটটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেয়া হয়। এসব সম্পদের বাজার মূল্য ৮ কোটি ৫২ লাখ ৫ হাজার ৩২০ টাকা। পাশাপাশি শেখ হাসিনা ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ১২৪ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে ৪ মার্চ পুতুলের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সূচনা ফাউন্ডেশনের ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়। গত ১৮ মার্চ শেখ হাসিনা, বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ৩১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে ৩৯৪ কোটি ৬০ লাখ ৭২ হাজার ৮০৫ টাকা রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজিব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১৬ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকাসহ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে

আগে গত সোমবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে ৯০ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে সীমা আক্তার ফিমেল এইচডিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।

বজ্রপাতে প্রাণহানির শঙ্কা

হয়। বিকেলে জেলার কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া ইউনিয়নের চাতল বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান মো. শাহজাহান (৪২) নামের এক জেলে। ইটনা হাওরের কৃষক মুকুল মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ?'ভোর থেকে কাজ শুরু করি। এখন হাওরে কাজ করতে খুবই ভয় লাগে, শুধু আকাশের দিকে দেখি। বজ্রপাত শুরু হলে আশপাশে আশ্রয় নেওয়ারও জায়গা নেই।' ইটনা হাওরের বাসিন্দা আইনজীবী শেখ মোহাম্মদ রোকন রেজা বলেন, হাওরের কিষানি-কিষানি ও শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা আকাশের নিচে ধান কাটা, বহন করা, গাদায় তোলার কাজ করেন। এসময় ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে কোথায় আশ্রয় নেবেন, তা নিয়ে পড়তে হয় দুশ্চিন্তায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আশ্রয় নেওয়ার মতো নিরাপদ কোনো স্থান থাকে না। ফলে বজ্রপাতের সময় তারা খোলা মাঠেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যান। এতে হতাহতের ঘটে। হাওরের কৃষিশ্রমিক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বজ্রপাতের ভয় থাকলেও হাওরে কাজ করতে হবে। কাজ বন্ধ হলে টাকা পাবো না। টাকা না পাইলে পেটে ভাত জুটবে না। ভাগ্যের ওপর ভরসা করেই কাজ করি। কারণ আমরা গরিব মানুষ।'অষ্টগ্রামের সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, হাওরে বজ্রনিরোধক ছাউনি স্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বজ্রপাতে 'প্রাণহানির শঙ্কা' নিয়েই ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষক আবহাওয়াবিদদের মতে, হাওর উন্মুক্ত ও জলাভূমি অঞ্চল হওয়ায় সেখানে বজ্রপাতের প্রবণতা বেশি। কিশোরগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. বদরুদ্দোজা জানান, বজ্রপাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে দাফন-কাফনের জন্য ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তবে বজ্রপাত নিরোধের কোনো প্রকল্প আমাদের নেই।

১৪০০ প্রাণের বিনিময়ে রাষ্ট্র

উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর ওপর রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট মতামত জানাতে অনুরোধ করে সুপারিশগুলোর স্প্রেডশিট আকারে ৩৯টি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়। ইতোমধ্যে সংস্কার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩৫টি দলের কাছ থেকে মতামত পেয়েছে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি এ পর্যন্ত ২১টি রাজনৈতিক দল কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষায় যুক্ত হচ্ছে আরও

টাকা। অর্থাৎ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নতুন অর্থবছরে এক হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্র মতে, আসন্ন বাজেটে নতুন করে যুক্ত করে ৬ লাখ ২৪ হাজার জনকে বিভিন্ন ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। এটি চলতি অর্থবছরের তুলনায় কম। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ভাতার আওতায় নতুন করে আনা হয়েছে ১০ লাখ ২৬ হাজার জন সুবিধাভোগী। ফলে ওই হিসাবে চলতি অর্থবছরের তুলনায় আগামী অর্থবছরে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বেষ্টনীতে নতুন সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা কমানো হচ্ছে। অর্থ বিভাগের হিসাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নতুন করে ৯৯ হাজার জনকে যুক্ত করে আগামী বাজেটে ৬১ লাখ বৃদ্ধকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হবে। এ কর্মসূচিতে ভাতার অঙ্ক ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৬০০ টাকার স্থলে ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বরাদ্দ থাকছে চার হাজার ৭৯১ কোটি ৩১ লাখ টাকা। চলতি বাজেটে বরাদ্দ আছে চার হাজার ৩৫০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এদিকে, বিধবা ভাতাভোগী ক্যাটাগরিতে নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে এক লাখ ২৫ হাজার জন। এই কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৭ লাখ ৭৫ হাজার জন থেকে বেড়ে ২৯ লাখে উন্নীত হচ্ছে। এই খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকছে ২ হাজার ২৭৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। চলতি বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ আছে এক হাজার ৮৪৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা। তবে ভাতার অঙ্ক একশ টাকা বাড়িয়ে ৬৫০ টাকা করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ভাতার কার্যক্রমও বাড়ছে। উপকারভোগী ৩২ লাখ ৩৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হচ্ছে। ভাতার অঙ্ক ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৯০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে তিন হাজার ৭৫২ কোটি টাকা, চলতি অর্থবছরে এ খাতে তিন হাজার ৩২১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা আছে। সূত্রমতে, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে দরিদ্র মাকে ভাতা দেওয়া হয়। আগামী অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে এক লাখ ১৫ হাজার ৯২০ জনকে নতুন করে যুক্ত করা হবে। এতে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১৭ লাখ ৭১ হাজার ২০০ জন। তাদের ভাতার অঙ্ক ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৮৫০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ৩৩ লাখ বয়স্ক ও ২৫ লাখ বিধবা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বে ভাতা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে, প্রায় ৩০ শতাংশ বয়স্ক ও ৩৩ শতাংশ বিধবা ভাতা পাওয়ার অনুপযোগী হওয়া সত্ত্বে নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন। এতে করে তাদের পেছনে বছরে দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এ টাকা দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ বয়স্ক ও বিধবাকে ভাতার আওতায় আনা সম্ভব। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী, দেশের ১৬ কোটি ৯৮ লাখ মানুষের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ বা প্রায় তিন কোটি ১৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও শহর ও গ্রামের মধ্যে বড় পার্থক্যের কথা জানা গেছে। শহরের দরিদ্রদের মাত্র ৫০ শতাংশ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত আছেন। অন্যদিকে, গ্রামের ক্ষেত্রে এ হার ১৫০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তায় মোট এক লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বয়স্ক, বিধবা, পেনশনভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, বেদে, হিজড়াসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এক কোটি ৩৮ লাখ ৬৪ হাজার ব্যক্তিকে নগদ ভাতা দিতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৩ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে আট লাখ নন-ক্যাডার সরকারি কর্মচারী পেনশনভোগীদের জন্য বরাদ্দ ২৭ হাজার ৪১৩ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ, মাত্র ৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ উপকারভোগী এ খাতে মোট বরাদ্দের ৬৩ দশমিক ১৮ শতাংশ পাচ্ছেন।

এছাড়া দুই লাখ ১৯ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাতা হিসেবে পাঁচ হাজার ১৭৬ কোটি ৭১ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ, নগদ বিতরণ খাতের ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ উপকারভোগী এ খাতে বরাদ্দের ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ অর্থ পাচ্ছেন। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, মা ও শিশু সুবিধা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও বেদে সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী বাছাইয়ে সম্পৃক্ত থাকেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও পৌরসভার মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরা। এ কর্মসূচির আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা এক কোটি ২৪ লাখ ৪৫ হাজার জন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন জানিয়েছেন, আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বাড়ানো হচ্ছে ভাতার পরিমাণও। সব বছর সমান হারে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়াতে হবে এমন তো কোনও কথা নাই। দেখতে হবে মনোনীত সুবিধাভোগী মানুষটি প্রকৃত সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা?

ভয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিলো ভারত

হয়েছে। এর আগে, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলার পর পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। আটারি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানিদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে। সব ধরনের ভিসা বাতিল হয়েছে। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তানও। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতে ভারতের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আকাশসীমা নিষিদ্ধ, সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইসলামাবাদ। দুই দেশের সরকার প্রধান ও মন্ত্রীদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যেকোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার আশঙ্কা রয়েছে। তবে, বিশ্লেষক এবং কূটনীতিকরা বলছেন, পাকিস্তান যে কাশ্মীরে হামলা চালিয়েছে, তার জোরালো প্রমাণ এখনও দেখাতে পারেনি ভারত। এ অবস্থায় দিল্লি কোনো পদক্ষেপ নিলে বিশ্ব মঞ্চে তার ন্যায্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যদি বাড়তে থাকে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।

বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও

রেমিট্যান্সে যুক্ত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু এখনও বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো জনপ্রিয় পেমেন্ট সেবাগুলো চালু হয়নি, যার ফলে দেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বহু ধরনের সীমাবদ্ধতায় পড়ছেন। এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্বব্যাপী রিমোট কাজের সুযোগ বাড়লেও বাংলাদেশে পেমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এদেশের ফ্রিল্যান্সাররা পিছিয়ে পড়ছেন। এসময় তারা বর্তমান সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালুর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলন শেষে ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবীরা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেবেন বলে জানানো হয়। 'স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও আইটি খাতের অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেমের সহজলভ্যতা এখন সময়ের দাবি বলে উল্লেখ করা হয়।' এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবী এমরাজিনা ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাহা, এম ওসমান শাকিল, গোলাম কামরুজ্জামান, আতিকুর রহমান, সুমন সাহা, মিনহাজুল আসিফ, রাসেল খন্দকার ও সাজিদ ইসলাম প্রমুখ।

লিখিত পরীক্ষার ফল মেলেনি ১৫

পড়েছেন। প্রিলিমিনারি শেষে প্রায় দেড় বছর পার হলেও লিখিত পরীক্ষার ফল পাননি তারা। এরপর মৌখিক পরীক্ষা ও তার ফল তৈরি করে চূড়ান্ত সুপারিশ করতে আরও দেড় বছর লেগে যেতে পারে। ফলে এ বিসিএস শেষ করতে সাড়ে চার বছর কিংবা তারও বেশি সময় লাগতে পারে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি)। এ নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা বিরাজ করছে। লিখিত পরীক্ষা দেওয়া চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন, দফায় দফায় তারিখ দিয়েও লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারেনি না পিএসসি। চারটি বিসিএস নিয়ে সময়সূচির জটিলতায় সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে ৪৫তম বিসিএস। তারা দ্রুত এ বিসিএসের লিখিত ফলাফল ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তবে পরিকল্পনামাফিক 'কিছুই করতে না পেরে হতাশ' পিএসসি কর্মকর্তারাও। তারা বলছেন, যে পরিকল্পনা তারা সাজিয়েছিলেন, তাতে দ্রুত বিসিএসের জট কাটানো যেতো। কিন্তু প্রার্থীরা কোনো বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলেই আন্দোলনে নামছেন। এতে তাদের সাজানো পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে পড়ছে। এমনটা চলতে থাকলে জট আরও বাড়বে। ৪৫তম বিসিএস শেষ করতে পাঁচ বছরও লেগে যেতে পারে। প্রিলির ফল প্রকাশে রেকর্ড, লেজেগোবরে লিখিত! ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ওই বছর বিসিএস একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছিল। রোডম্যাপ অনুযায়ী৩৩২ দিনে বিসিএস শেষ করা হবে। রোডম্যাপ অনুযায়ী প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ ও কম সময়ে ফল প্রকাশ করে দেখিয়ে দিয়েছিল। রীতিমতো বাজিমাত করেছিল পিএসসি। কিন্তু এরপর সবই এলোমেলো। এক দফা লিখিত পরীক্ষা পেছানো এবং পরীক্ষার পর ফল প্রকাশে দীর্ঘসময় নেওয়ায় সব ভেস্তে গেছে। পিএসসির তথ্যমতে, আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে ২০২৩ সালের ১৯ মে ৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষা নেওয়ার ১৭ দিনের মাথায় প্রিলির ফল প্রকাশ করা হয়। এতে পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন প্রার্থী। এরপর একই বছরের ২৭ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে প্রার্থীরা তখন পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানান। প্রার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা পিছিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নেওয়া হয়। ২৩ জানুয়ারি লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। এরপর প্রায় ১৫ মাস পার হলেও ফল প্রকাশ করা হয়নি। যে কারণে ফল প্রকাশে এত দেরি ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে কমিশনের অধীনে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর পিএসসিতেও পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বলে গুঞ্জন শোনা যায়। তাছাড়া বিসিএসের প্রশ্নফাঁস নিয়েও চাঞ্চল্যকর তথ্য ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কার্যক্রম অনেকটা বন্ধ রাখে তৎকালীন কমিশন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় তিন মাস পর চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন সোহরাব হোসাইন। এরপর অন্য সদস্যদের সরিয়ে দেয় সরকার। ৯ অক্টোবর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেমকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৫ জন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়।

সোহরাব কমিশন থাকাকালে পিএসসি জানিয়েছিল, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন শেষের দিকে। জুলাই-আগস্টের দিকে ফল প্রকাশ করা হতে পারে। সেভাবে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ওই কমিশনের বিদায়ের পর মোবাশ্বের মোনেমের কমিশন দায়িত্ব নিয়ে 'অধিকতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখার স্বার্থে' লিখিত পরীক্ষার সব খাতা তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত এ কারণে লিখিত পরীক্ষা ফলপ্রার্থীদের মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষার খাতা এখন কোথায়? বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার খাতা সাধারণত দুজন পরীক্ষক দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। দুজনের দেওয়া নম্বর আবার নিরীক্ষক সময় মিলিয়ে দেখা হয়। সেখানে নম্বরের বেশি পার্থক্য থাকা খাতাগুলো তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে যায়। তবে ৪৫তম বিসিএসের ক্ষেত্রে সব খাতাই তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখানে মূল্যায়ন শেষে খাতা আরও কিছু প্রক্রিয়ার পর ফলাফল তৈরি করা হবে। ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার খাতার সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে পরীক্ষা শাখার (ক্যাডার) একজন পরিচালক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে সব খাতা চলে গেছে। এখন সেগুলো নিরীক্ষার কাজ চলছে। নিরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক আরও কিছু কাজ শেষে সব ঠিক থাকলে জুনের শেষ দিকে অথবা জুলাইয়ে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে।' যেসব সমস্যায় চাকরিপ্রার্থীরা ৪৫তম বিসিএসে যে ১২ হাজার ৭৮৯ জন প্রার্থী প্রিলিতে উত্তীর্ণ হন, তারা লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন। ফল প্রকাশে দেরি হওয়ায় নানামুখী সমস্যায় পড়ছেন তারা। কারও বয়স শেষের দিকে। ফলে তারা বিসিএসের অপেক্ষায় থাকবেন নাকি অন্য চাকরিতে যোগ দেবেন; তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভর্তি হন আখতারুল ইসলাম তৈয়ব। তিনি চারটি বিসিএসে অংশ নিয়ে সবশেষ ৪৫তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন।

আখতারুল বলেন, 'সামনে আর কোনো বিসিএসে আমি আবেদন করতে পারবো না। শুধু ৪৭তম বিসিএসে পরীক্ষা দিতে পারবো। ৪৬তম বিসিএসে আমি প্রিলিতে উত্তীর্ণ হতে পারিনি। ৪৫তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। এটা নিয়ে এখন সব আশা-ভরসা।' আখতারুল বলেন, 'দশম গ্রেডের দুটি চাকরি পেয়েছিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে সেগুলোতে যোগ দেইনি। কারণ চাকরিতে যোগ দিলে মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারবো না। শুধু বিসিএসের আশায় আছি। বেশি দেরিতে ফলাফল প্রকাশিত হলে মানসিক যে অবস্থা, তা স্বাভাবিক থাকে না। প্রস্তুতি নিতে নিতে আমরা হাফিয়ে উঠেছি। দ্রুত লিখিতের ফলাফল এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হোক।' লিখিত পরীক্ষা দেওয়া সাবিনা আক্তার বলেন, 'লিখিত পরীক্ষা দিয়েই ভাইভার পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছি। প্রথমে জোরেশোরে প্রস্তুতি নিই। কিন্তু ফলাফল না পাওয়ায় ধৈর্য ধরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি। যত দেরিতে লিখিত পরীক্ষার ফল হবে, ততই লক্ষ্য থেকে আগানো কঠিন হবে। সেজন্য দ্রুত লিখিতের ফল প্রকাশ এবং ভাইভা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি আমরা।' জুনের মধ্যে লিখিতের ফল, ডিসেম্বরের মধ্যে ভাইভা শেষ চাকরিপ্রার্থীদের হতাশা-ক্ষোভের বিষয়টি অবগত রয়েছেন বলে জানান পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম। তিনি বলেন, 'আমরা জানি যে, পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় দীর্ঘসময় পার করাটা খুবই অস্বস্তিকর। মানসিক চাপ থাকে। সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এমনটা হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ শুরু করেছি নভেম্বরে। সেই হিসেবে আমরা কিন্তু বেশি সময় নিচ্ছি না। দ্রুতই ফল প্রকাশ করে ভাইভা নেওয়া হবে।' কবে নাগাদ ফল প্রকাশ করা হতে পারে এবং ভাইভা শুরু হবেএমন প্রশ্নে পিএসসি চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা ৩০ জুনের মধ্যে ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার চেষ্টা করবো। আর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিসিএসের ভাইভা শেষ করা হবে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে ৪৫তম বিসিএসে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ করতে পারবো বলে আশা করছি।'

যুদ্ধাবস্থায় আছি, পুলিশকে সজাগ

সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক মজবুত করা জরুরি। মানুষ যেন পুলিশকে বন্ধু হিসেবে দেখার সুযোগ পায়। তিনি বলেন, মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে সব স্তরে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পুলিশ বাহিনীকে কাজ করতে হবে। সরকারের দায়িত্বড়সেই পথ সুগম করা, যা আমরা করছি। পুলিশ সংস্কারের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের কল্যাণে কিছু বিষয়েও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার একাধিক ভাষণে বলেছি, চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা আপনাদের দায়িত্ব। প্রতিটি প্রার্থী যেন সমান আচরণ পান এবং ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। মনে রাখবেন, কেউ যদি অন্যায় বা অনিয়মের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়, তার দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই কোনো পক্ষ যেন আপনাদের ব্যবহার করতে না পারে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যেন পুলিশ বাহিনীকে আর কখনো দলীয় বাহিনী হিসেবে বা অন্যায় কাজে ব্যবহার করা না যায়, তার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে সময়টা খুবই স্পর্শকাতর। পরাজিত শক্তি যেন দেশকে অস্থিতিশীল করতে না পারে, সেদিকে আপনাদের সতর্ক নজর রাখতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন ন্যায্য ও অন্যায্য দাবিতে মানুষকে রাজপথে দেখা গেছে। এসব পরিস্থিতিতে আপনারা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি, ভবিষ্যতেও একই ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাবেন। 'পুলিশ জনগণের বন্ধু'ড়এই ইমেজ গড়ে তুলতেই হবে। এটা কঠিন, কিন্তু ন্যায্য এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো এবারের পুলিশ সপ্তাহে ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানতে পেরেছি। এতে জনসাধারণের মধ্যে পুলিশের প্রতি প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা হবে। আমার প্রত্যাশাড়এই বৈঠক যেন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। শুধু পুলিশ সপ্তাহে নয়, নিয়মিতভাবেও এমন বৈঠকের প্রয়োজন রয়েছে। এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া স্পষ্ট হয় এবং জনগণ-পুলিশের দূরত্ব কমে আসে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. বাহারুল আলম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রচ্ছায়া লিমিটেডের ৮ পরিচালকের

অন্যান্যদের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের নামে প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা লোপাট বা আত্মসাত সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাত সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানের বরাত দিয়ে আবেদনে বলা হয়েছে, প্রচ্ছায়া লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডাররা সপরিবারে গোপনে দেশ ত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। বিধায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ যাত্রা রোধে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিকে ৮ হাজার সহকারী শিক্ষক

প্রশ্নের জবাবে এক কর্মকর্তা জানান, নারী ও পোষ্য কোটা বাতিলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শুধু ৭ শতাংশ কোটা থাকবে। খসড়া বিধিমালা এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন। জনপ্রশাসনের মতামত পাওয়ার পর নীতিমালা জারি করা হবে। এরপর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌনে চার লাখের মতো শিক্ষক আছেন। তাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের বর্তমান বেতন গ্রেড ১১তম। আর সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ১৩তম।

ইউনাইটেড গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের

বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্যাসের দাম নিয়ে নজিরবিহীন পক্ষপাত দেখিয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটির বিষয়ে সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ইউনাইটেড।জানা গেছে, ঢাকা ইপিজেড এলাকায় ৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি যেহেতু সরকারের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে না, তাই ক্যাপটিভ বিবেচনায় গ্যাসের দাম ঘনমিটারপ্রতি ৩১.৫০ টাকা নির্ধারণ করে বিইআরসি। এ সময়ে আইপিপির (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার) জন্য গ্যাসের দর ছিল ১৬ টাকা। ইউনাইটেড গ্রুপ কেন্দ্রের জন্য আইপিপি রেটে গ্যাস পেতে সরকারের কাছে আবেদন করে। কিন্তু রেগুলেটরি কমিশন সেই দাবি নাকচ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে তারা হাইকোর্টে গেলেও আদালত তাদের আবেদন নাকচ করে দেন। এরপর সুপ্রিমকোর্টে গিয়েও হেরেছে ইউনাইটেড। একপর্যায়ে সব আইনকানুন উপেক্ষা করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী আদেশে তাদের সেই চাওয়া পূরণ হয়। যদিও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাহী আদেশে ওই পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছে। গত ৭ মার্চ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের চিঠিতে বলা হয়েছে, ইউনাইটেড গ্রুপকে ক্যাপটিভ রেটেই গ্যাসের দাম দিতে হবে। এরপরই বকেয়া আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে তিতাস গ্যাস। দফায় দফায় যোগাযোগ করলেও ইউনাইটেড গ্রুপ সাড়া না দেওয়ায় অবশেষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তবে ইউনাইটেড গ্রুপের হেড অব রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স ও প্রাইভেট সেক্রেটারি শামীম মিয়া গণমাধ্যমকে বলেছেন, তাদের কোনো বিল বকেয়া নেই। তিতাস যে রেটে বিল দাবি করেছে সেটা অযৌক্তিক। তাদের গ্যাস বিল আইপিপি দরেই হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, ইপিজেডে অবস্থিত কারখানায় ইউনাইটেড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

কারাগারে মাদক সরবরাহ করতে গিয়ে নিজেই কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা কারাগারে ১৩ গ্রাম গাঁজা সরবরাহ করতে গিয়ে কারারক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছেন এক ব্যক্তি। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তি কুমিল্লা সদর উপজেলার কাপ্তানবাজার পাক্কার মাথা এলাকার আবদুর রবের ছেলে কামাল হোসেন। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন জানান, আসামি কামাল হোসেন এক দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ সময় দুই কারারক্ষীর সন্দেহ হলে তাকে জিজ্ঞাবাদ ও তার দেহ তল্লাশি করলে গাঁজা পাওয়া যায়। পরে তাকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

চাঁদপুরে ১২ লাখ চিংড়ির রেণু পোনা জব্দ, নদীতে অবমুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায় মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে আনুমানিক ১২ লাখ বাগদা চিংড়ির রেণু পোনা ধরে পাচারের সময় জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। জব্দ চিংড়ি পোনার আনুমানিক মূল্য ৪৫ লাখ টাকা। পরে এসব রেণু পোনা ডাকাতিয়া নদীতে অবমুক্ত করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে এসব তথ্য জানান চাঁদপুর সদর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, গত সোমবার রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাইমচর উপজেলার গরম বাজার এলাকায় কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওই এলাকায় মেঘনা নদী থেকে ধরে আনা বাগদা চিংড়ির পোনা খুলনা ও সাতক্ষীরায় পাচারের সময় জব্দ করা হয়। একশ্রেণির অসাধু জেলে বছরের এই সময়টাতে মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে ছোট জাল দিয়ে বাগদা চিংড়ির রেণু পোনা ধরে সংরক্ষণ করে রাখে। পরিমাণে বাড়লে ট্রাকে করে এসব পোনা চালান করে। অভিযানে কোস্টগার্ডের চিফ পেটি অফিসার এম. শফিকুল ইসলামসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। চাঁদপুর সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুকের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে ড্রামভর্তি এসব চিংড়ি রেণু পোনা কোস্টগার্ড চাঁদপুর স্টেশন এলাকায় ডাকাতিয়া নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

ঝিনাইদহে ধানক্ষেত থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাড়ামারা গ্রামের মাঠ থেকে মোহাম্মদ আলী (৪৫) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে গ্রামের নলবিলের মাঠ থেকে ওই কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। মোহাম্মদ আলী গাড়ামারা গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, ওই গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ আলী গত সোমবার বিকালে বাড়ি থেকে নলবিলের মাঠে যান। রাতে স্থানীয় কৃষকরা তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেন। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। স্থানীয় কৃষক শাজাহান আলী বলেন, আমরা মাঠ থেকে ফেরার সময় দেখি মন্টু মিয়ার ধানের জমিতে মোহাম্মদ আলীর লাশ পড়ে আছে। তার ঘাড় ও নাভির উপরে আঘাতের চিহ্ন আছে। আমরা লাশ দেখে পরিবারে খবর দিলে তারা পুলিশে খবর দেয়। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মোহাম্মদ আলীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি বজ্রাঘাতে মৃত্যু তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চট্টগ্রামে ২ অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীর কুতুবখালী বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, সকালে স্থানীয় লোকজন লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। মরদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, বেড়িবাঁধ এলাকায় সাগরে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয়। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পুকুরে ভেসে উঠলো অজ্ঞাত লাশ: এদিকে চট্টগ্রাম নগরের পাঠানটুলি এলাকার দামুয়া পুকুর থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ বছর। গত সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। ডবলমুরিং থানার ওসি কাজি রফিকুল ইসলাম জানান, লাশ পুকুরে ভেসে উঠলে স্থানীয়রা খবর দেয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

পাবনায় অপহরণের পর গলা কেটে হত্যা, লাশ মিলল রেললাইনে

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় বাদশা হোসেন প্রমাণিক (৫৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে নিজ বাড়ির সামনে থেকে অপহরণের পর গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাত আনুমানিক সোয়া ৯টার দিকে ঈশ্বরদী-খুলনা রেলপথের বাঘইল কলপাড়া সাঁকোর মুখের সামনে থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ঈশ্বরদী রেলওয়ে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার ওসি জিয়াউর রহমান এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত বাদশা উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের যুক্তিতলা পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পাকশী ইপিজেড রোডের মিঠুন স্টোরের মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন। নিহতের ছেলে মিঠুন প্রমাণিক বলেন, গত সোমবার রাত ৮টার দিকে আমার বাবাকে ঈশ্বরদীর তালতলা সাঁড়া গোপালপুর এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি দোকান থেকে অস্ত্রের মুখে চোখ বেঁধে অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যায়। আমরা তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে ঈশ্বরদী থানায় সাধারণ ডায়েরি করে বিভিন্ন এলাকায় খোঁজখবর করতে থাকি। পরে রাতে খবর আসে, বাঘইলের সাঁকোর মুখে রেললাইনের ওপর একটি লাশ পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই গলা কাটা অবস্থায় আমার বাবার নিথর লাশ পড়ে আছে। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী রেলওয়ে পুলিশে খবর দিলে তারা লাশটি উদ্ধার করে। মিঠুন আরও বলেন, আমার বাবা দীর্ঘদিন থেকে মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন। পাশাপাশি তিনি জমি কেনা-বেচার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কিছুদিন ধরে ঈশ্বরদী সাঁড়াগোপালপুর মহল্লার কয়েকজনের সঙ্গে জমিজমার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। আমরা ধারণা করছি, শত্রুতার জেরে অস্ত্রের মুখে তারা বাবাকে অপহরণের পর পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে লাশটি রেললাইনে ফেলে রেখে গেছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে ঈশ্বরদী রেলওয়ে জিআরপি থানার ওসি জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, গত সোমবার রাতে ঈশ্বরদী-খুলনা রেলরুটের বাঘইল সাঁকোর মুখ এলাকার রেললাইন থেকে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি লাশ উদ্ধার করে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানা পুলিশ। সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল মঙ্গলবার সকালে লাশটি পাবনা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে রেলওয়ে থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় ঈশ্বরদী রেললাইন থানায় ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির অভিযোগে সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এতথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা করা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) গঠিত হওয়ায় তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯ ধারার উপধারা (২)-এর বিধান অনুযায়ী এই বরখাস্তের আদেশ কার্যকর করা হয়। সরকারি সূত্রে জানা যায়, কূটনৈতিক পাসপোর্টকে রাতারাতি অর্ডিনারি পাসপোর্টে রূপান্তরসহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়।

কুমিল্লায় পুকুর থেকে নিখোঁজ ২ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার লাসকামে নিখোঁজের একদিন পর পুকুর থেকে দুই স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে লাকসাম পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গুনতি পূর্বপাড়ার একটি পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলো, গুনতি পূর্ব পাড়ার রুবেল মিয়ার ছেলে মো. জিহাদ হোসেন (৭) ও একই এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে সাব্বির হোসেন মহিন (১০)। তারা স্থানীয় গুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত সোমবার দুপুরের পর জিহাদ ও সাব্বির নিখোঁজ হয়। সন্ধ্যার পরও দুইজন বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের লোকজন। রাত পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। গতকাল মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দুজনের লাশ উদ্ধার করেন স্বজনরা। লাকসাম থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) চুমকি বড়ুয়া বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

নেত্রকোনায় ট্রেন থেকে মোবাইল ছিনতাই, আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রেন থেকে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুই ছিনতাইকারীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার মোজাহিদ (২২) ও শেরপুর সদরের ইমন মিয়া (২৫)। মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মোবারক হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় লোকজন, পুলিশ ও ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জগামী আন্তঃনগর হাওর এক্সপ্রেস থেকে এক শিক্ষার্থীর মোবাইল কৌশলে ছিনতাই করে একটি চক্র। ট্রেনটি সকাল ৬টার দিকে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছার পর ওই শিক্ষার্থী পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্টেশন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। প্রথমে মোজাহিদ নামে এক ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যে ইমন নামে অপরজনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ছিনতাইয়ের বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে তাদের কাছ থেকে মোবাইলটি উদ্ধার করে ওই শিক্ষার্থীর কাছে ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মোবারক হোসেন বলেন, আটকরা সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের সদস্য। গফরগাঁও থেকে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠে তারা। সুযোগমতো ওই শিক্ষার্থীর মোবাইলফোন ছিনতাই করে। অভিযোগ পেয়ে দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় পাঠানো হয়েছে।

নোয়াখালীতে ছাত্রীকে অপহরণের মামলায় অভিযুক্ত যুবকের মা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থী এক ছাত্রীকে (১৬) অপহরণের মামলায় অভিযুক্ত আরাফাত হোসেন (২১) নামে এক যুবকের মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নাসরিন আক্তার (৪৫) নামে ওই নারীকে অপহরণ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এর আগে গত সোমবার রাতে বসুরহাট পৌরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ফেনী জেলার দাগনভুইয়া উপজেলার রামনগর গ্রামের আবুল বাসারের স্ত্রী। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, অপহরণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে নাসরিন আক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে উদ্ধার ও বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে। মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ এপ্রিল ওই ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেলে বসুরহাট আবদুল হালিম করোনেশন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে বন্ধুর সহায়তায় তাকে অপহরণ করেন আরাফাত হোসেন (২১)। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে শনিবার কোম্পানীগঞ্জ থানায় আরাফাত হোসেন, তার মা নাসরিন আক্তার ও বন্ধু কাজী সাব্বির হোসেনের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেন। এদিকে আসামির আইনজীবী অ্যাডভোকেট কাওছার ইমাম বলেন, ছেলে-মেয়ে আগেই বিয়ে করেছেন। মেয়ের পরিবার এতে রাজি না হওয়ায় ইচ্ছেকৃতভাবে ছেলের সঙ্গে মেয়ে উধাও হয়ে গেছেন। এখানে অপহরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি আমরা আদালতকে অবহিত করবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকের ওপর

প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নীরব রয়েছে। বিজয়নগর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর থেকেই আসামিরা পলাতক। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বনশ্রীর মেরাদিয়ায় কোরবানির

'মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গায় পশুর হাট বসানো কেন বেআইনি হবে না এবং বিজ্ঞপ্তি থেকে কেন নয় নম্বর কলাম সরানোর নির্দেশনা দেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়। স্থানীয় সরকার সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকার জেলা প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার এবং খিলগাঁও থানার ওসিকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ২১ এপ্রিল ইজারা বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। বিজ্ঞপ্তির নয় নম্বর কলামে 'মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গা' পশুর হাটের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। পরে বনশ্রীর স্থানীয় বাসিন্দা মো.শাহবউদ্দিন শিকদার নয় নম্বর কলামের বৈধতা নিয়ে রিট করেন।

এবার এস আলমের স্টিল ও ব্যাগ

হাসান, এস আলম ট্রেডিং কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ওসমান গনি, এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড, এস আলম ট্রেডিং কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডার শওকত সাদেক হোসেন, শেয়ারহোল্ডার শাহেল্লা রশিদের কাছ থেকে চলতি ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত লভ্যাংশসহ ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ বাবদ ৮১ কোটি ৮০ লাখ ৪৮ হাজার ৪৩০ টাকা বিরানব্বই পয়সা এবং আদায়কাল পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ আদায়ের নিমিত্তে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ (৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। এর আগে, ২৭ এপ্রিল ২১৮০ কোটি টাকা আদায়ে এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন স্টিল মিল, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভোজ্যতেল কারখানাসহ ১১৪৯ শতাংশ জমি এবং এর আগে ২০ এপ্রিল ৯৯৪৮ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে এস আলম গ্রুপের চিনিকলসহ প্রায় ১১ একর সম্পত্তির নিলাম ডাকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির একই শাখা।

আবু সাঈদ হত্যায় সংশ্লিষ্ট ৪

হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের আবাসিকতা বাতিল করা হলো। এ বিষয়ে শহীদ মুখতার ইলাহী হলের প্রভোস্ট মো. কামরুজ্জামান বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা ও আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ড, সিন্ডিকেট এবং হল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে এই চার শিক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো শিক্ষার্থী তিন মাসের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার সিটও বাতিল হতে পারে। তিনি আরও বলেন, জুলাই হত্যাকাণ্ডে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

যুদ্ধের দামামা, ইমরান খানকে মুক্তি

দাবি তাদের। দলটির পার্লামেন্টারি নেতা সিনেটর আলী জাফর বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য একপাশে রেখে এখন দেশের স্বার্থে ঐক্য জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র সঠিক পদক্ষেপ সর্বদলীয় বৈঠক। ইমরান খান এমন বৈঠকে অংশ নিলে পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধড় এমন বার্তা দেওয়া যাবে বিশ্বকে। আর এতে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের মনোভাবকে 'নাৎসি মানসিকতার' সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। আলী জাফর বলেন, ভারত মিথ্যা অভিযোগে পাকিস্তানকে দোষারোপ করছে, অথচ পাকিস্তান নিজেই সন্ত্রাসবাদের শিকার। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর কাশ্মীরে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান এ হামলায় জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে বুধবার দেশটির সঙ্গে ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে ভারত। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় দেশটি। জবাবে সিমলা চুক্তি স্থগিত ও ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। স্থগিত করে দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্যও। এ ছাড়া সিন্ধু নদের পানি ইস্যুতে কড়া বার্তা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা দেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের জেরে ভারতকে হুমকি দেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা ও দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোও। তিনি বলেন, সিন্ধু দিয়ে হয় পানি বইবে, না হয় ভারতীয়দের রক্ত বইবে। পাকিস্তান প্রয়োজনে পারমাণবিক হামলার জন্যও প্রস্তুত আছে বলে ঘোষনা দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ ও রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফ আব্বাসি। অন্যদিকে পেহেলগাম হামলায় জড়িত ও মদতদাতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের খুঁজে বের করব এবং এমন শাস্তি দেব, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। সময় এসেছে সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার। ১৪০ কোটি মানুষের দৃঢ় সংকল্প সন্ত্রাসের মদতদাতাদের চূর্ণ করে দেবে।

রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ২

জানান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এসআই বজলুর রশিদ আরও জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আমরা ওই দুইজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠিয়েছি। নিহত দুজনের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আমরা সিআইডি ক্রাইম সিনকে খবর দিয়েছি। এই বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায়

আদালতগুলোতে একাধিক মামলা বিচারাধীন, যার নিষ্পত্তিতে মাসের পর মাস লেগে যাবে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ও কিছু আইনি প্রতিষ্ঠান ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে। তবে এরই মধ্যে কিছু জেলাস্তরের বিচারকের আদেশকে অমান্য করার মতো উদ্বেগজনক ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। দুর্বল ও পক্ষপাতদুষ্ট কংগ্রেস বর্তমান কংগ্রেস এতটাই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতাও রক্ষা করতে পারছে না। বহু বছর ধরে তারা বাণিজ্য, ফেডারেল সংস্থা ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করেছে। এখন রিপাবলিকান সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্পের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস করছেন না। কংগ্রেসের দ্বিদলীয় সমর্থনে পাস হওয়া টিকটক বিক্রির আইনকেও ট্রাম্প অবজ্ঞা করেছেন। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হলো, তিনি কংগ্রেস অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ অব্যবহৃত রেখে নিজস্ব নীতির পক্ষে 'ইমপাউন্ড' করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা কংগ্রেসের অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

শেষ ভরসা সর্বোচ্চ আদালত এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের লাগাম টানার ভার পড়েছে আদালতের ওপর। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের ওপর। রাজনৈতিক বিশ্লেষক লি ড্রুটম্যান মনে করেন, ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথ খুঁজছেন। বিশেষ কোনো মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যদি তার বিরুদ্ধে রায় দেয়, ট্রাম্প সেই রায় উপেক্ষা করতে পারেনড়্যা সরাসরি সংবিধানের অবমাননা হবে। আগামী মাসে সুপ্রিম কোর্ট জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টা নিয়ে শুনানি করবে। মার্কিন সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, 'যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ বা স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে নাগরিক হবে,' তাই এই মামলায় ট্রাম্পের জয়লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০২৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা টিকে থাকবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাই এ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। যদি ট্রাম্পের নীতির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ও জনগণের অসন্তোষ বাড়ে, তবেই পরিস্থিতি পাল্টানোর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত সংবিধান রক্ষার গুরুদায়িত্ব থাকবে প্রধান বিচারপতি রবার্টস ও তার সহকর্মীদের ওপর। কলমের শক্তি ও ক্ষমতার বিভাজনের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে লড়ে যেতে হবে তাদের।

এলজিইডির প্রধান কার্যালয়সহ

রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণকাজে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, কাজের গুণগতমান বজায় না রাখা, কাজ না করে কিংবা নামমাত্র কাজ দেখিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ। অধিকাংশ অভিযোগ ঠিকাদার ও প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। এর আগে, গত ১৬ এপ্রিল দলিল রেজিস্ট্রেশন, তল্লাশি ও নকল উত্তোলনসহ অন্যান্য কাজে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি এবং ঘুষ দাবিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে দেশের ৩৫ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছিল দুদক। অভিযানে অধিকাংশ অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাতেনাতে ঘুষসহ আটকের ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার এলজিইডি অফিসে দুদক হানা দিয়েছে।

দণ্ডের ১৭ বছর পর আদালতে

ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে-৭ রুদ্ধদ্বার শুনানি হয়। সেখানেও তার জামিন নামঞ্জুর হয়। দুই মামলাতেই জামিন নামঞ্জুরের পর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। একইসঙ্গে আদালত কারাবিধি অনুযায়ী সাবেক এই এমপির ডিভিশন, চিকিৎসা, ব্যক্তিগত গাড়িতে যাতায়াত ও পরোয়ানা ফেরতের আবেদন মঞ্জুর করেন। জানা যায়, কর ফাঁকির অভিযোগ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ২০০৭ সালে তার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করে দুদক। এর মধ্যে কর ফাঁকির মামলায় ২০০৮ সালে পৃথক দুই তিন বছর ও পাঁচ বছর মোট আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। দুই ধারার সাজা একত্রে চলবে বিধায় তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সাজা ভোগ করতে হবে বলে বিচারক রায়ে উল্লেখ করেন। এছাড়া অবৈধ সম্পদের মামলায় ২০০৮ সালে তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। রায় ঘোষণার দীর্ঘ ১৭ বছর পর তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলেন।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের

অপসারণ করে তাকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার স্থলে উপাধ্যক্ষ শাহেলা পারভীনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আয়ন-বায়ন ক্ষমতাসহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগেও আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। "রেল ব্লকেড" কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ২০ এপ্রিল রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবি না মানলে "লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচির হুমকি দেওয়া হয়। পরে ২২ এপ্রিল আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। এরও আগে ১৬ এপ্রিল তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ। পরের দিন ১৭ এপ্রিল রাতে মশাল মিছিল এবং তারপরের দিন ১৮ এপ্রিল কাফনের কাপড় পরে ঢাকায় গণমিছিল করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। দাবির প্রতি অটল অবস্থান এবং ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি ছাত্ররা এখন তাদের দাবি আদায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে চাপ প্রয়োগের পথে হাঁটছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মোহাম্মদপুরে সাঁড়াশি অভিযানে

(২১)। এদের মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ৩ জন, ডাকাতির মামলায় ১ জন, মাদক মামলায় ১ জন, সংঘবদ্ধ ধর্ষণে অভিযুক্ত ৪ জন, দ্রুত বিচার আইনে ১ জন, ডিএমপি মামলায় ২ জন ও অন্যান্য ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান সহকারী পুলিশ কমিশনার মেহেদী হাসান।

প্রবাসীদের অবশ্যই ভোটাধিকারের

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং শুরুতেই তারা প্রবাসীদের ভোটের আওতায় আনতে কীভাবে কাজ করতে চায়, সে বিষয়ে উপস্থাপন করেছে। তারা তিনটি পদ্ধতি আমাদের দেখিয়েছে। প্রথমত অনলাইন পদ্ধতি, এরপর প্রক্সি পদ্ধতি এবং পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি দেখিয়েছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে তিনটি পদ্ধতির সমস্যা রয়েছে। কোনোটির একটু বেশি, কোনোটির একটু কম, মানে ক্রটিমুক্ত কোনো পদ্ধতি নেই। যেমন অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জালিয়াতি করা সম্ভব। রাশেদ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই পোস্টাল পদ্ধতি ছিল, কিন্তুনির্বাচন কমিশন জানিয়েছে এখন পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটে কেউ কখনো ভোট দেয়নি। আমার কাছে মনে হয়েছে তারা প্রক্সি সিস্টেমের ওপর জোর দিয়েছে। যদিও এখানে সিকিউরিটি কনসার্ন রয়েছে। তারপরও এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সব থেকে সহজ এবং মোটামুটি রিলায়েবল হচ্ছে প্রক্সি পদ্ধতি। তিনি বলেন, আমাদের কথা হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই কোটি প্রবাসী রয়েছেন। তারা আমাদের দেশের সম্পদ। এই যে বাংলাদেশ এতটুকু টিকে রয়েছে, অর্থনৈতিক গতিশীলতা রয়েছে, এর একমাত্র কারণ হলো আমাদের প্রবাসীরা, তারা রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ গঠনে তাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। অবশ্যই তাদের ভোটের অধিকারের বাইরে রাখা যাবে না।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে

জন্য এমন সিস্টেম নেই। আমি নিজে দেখেছি অনেক প্রবাসীর পাসপোর্ট নেই। অনেকেই আবার শুধু ভ্রমিত পাসপোর্টে প্রবাসে যায়। তাই শুধু এনআইডি বিবেচনায় নিয়ে প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি যথেষ্ট নয়। কেননা, সবার এনআইডি নেই। তাই পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে। আবার অনেকের কোনোটাই নেই। এই বিষয়গুলোর কী হবে? তিনি বলেন, আমাদের দূতাবাসগুলোর যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর ভরসা করলে ঝুঁকি হবে। কারণ দূতাবাসগুলো তো প্রবাসীদের প্রয়োজনীয় সেবাই দিতে পারে না। কাজেই তাদের কতটুকু কাজে লাগানো যাবে, প্রশ্ন থেকেই যায়। দূতাবাসের সঙ্গে ইসির লোকবল যদি থাকে, সেটা যদি হয় তাহলে ভেরিফাই থাকলে অনেক কাজে লাগবে। তিনি আরও বলেন, আমরা যাদের মর্যাদাবান [illegible]; বছরের পর বছর তারা টাকা পাঠান। টাকা পাঠান শ্রমিকেরা। অথচ মর্যাদা দেওয়া হয় যারা বড় বড় পদে আছেন বা অ্যাম্বাসির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে। তিনি আরও বলেন, এটা ঠিক যে বহু জেলা আছে যেখানে প্রবাসী খুব কম। আবার কিছু জেলা আছে যেখানে এত প্রবাসী যে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করলে অসুবিধা নেই। তারা যদি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থাকেও যদি পাল্টে দিতে পারে, দিক না। সেমিনারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনসহ অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিব আখতার আহমেদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

চমেক শিক্ষার্থী আবিদ হত্যার ১২

মারা যায়। এ ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজ প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে। একাডেমিক কাউন্সিলের সভা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. সেলিম মো. জাহাঙ্গীর অনির্দিষ্টকালের জন্য মেডিকেল কলেজ বন্ধ এবং ছাত্রসংসদ কার্যক্রম স্থগিত ও কলেজ ক্যাম্পাসে সব প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। স্বজনদের অভিযোগ, ছাত্রদলের কমিটি গঠনের চেষ্টা করায় তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতারা হামলে পড়ে পিটিয়েছিলেন আবিদকে। পরে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার বোনের বাসায়। দুদিন পর ২০১১ সালের ২১ অক্টোবর রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার মধ্যম বড়ইতলী গ্রামের মৃত নুরুল কবির চৌধুরীর ছেলে। এ ঘটনায় আবিদের মামা নেয়ামত উল্লাহ বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের ২২ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেন। বিচার শেষে ২০১৯ সালের ১০ জুলাই আবিদ হত্যা মামলার রায়ে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরী সব আসামিকে খালাস দেন। পরে বাদী নেয়ামত উল্লাহ হাইকোর্টে আবেদন করেন।

দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে

প্রতি ঘনমিটারে ৭৯ টাকা ৩৪ পয়সা। ওই হিসাবে গ্যাস অপচয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা বেশি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে রোডম্যাপ তৈরি করেছে। তাতে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সিস্টেম লস সন্তোষজনক মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ওই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কোম্পানিগুলোকে জন্য পুরস্কারের পাশাপাশি ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও রেখেছে জ্বালানি বিভাগ। এদিকে বৈশ্বিকভাবে গ্যাস খাতের সিস্টেম লসের গ্রহণযোগ্য মাত্রা বিতরণ খাতে দশমিক ২০ থেকে দশমিক ৩০ শতাংশ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরনো পাইপলাইন ও লিকেজ বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে আদর্শিক সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয় ২ শতাংশ। যদিও এখন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) বিতরণ কোম্পানিগুলোকে সিস্টেম লসের হার বিবেচনায় ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার তাগিদ দিয়েছে। বিশেষ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সিস্টেম লস অনেক বেশি। তাদের এক বছরের মধ্যে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। গ্যাস খাতের দক্ষতা বাড়িয়ে এ ধরনের অপচয় কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্যাস উৎপাদন-সঞ্চালন ও বিতরণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিস্টেম লস কমিয়ে এনেছে। দেশেও এ খাতে দক্ষতা ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। সিস্টেম লস কমানো গেলে গ্যাস খাতের বিপুল পরিমাণ ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে তিতাসের একটি কোম্পানি তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ জানান, গ্যাসের সিস্টেম লস কমাতে রোডম্যাপ দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। সেখানে সিস্টেম লসের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো মোকাবেলা করেই তিতাস সিস্টেম লস সন্তোষজনক অবস্থানে নামিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, গ্যাসের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে একটা রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি বিতরণ কোম্পানিকে সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে বলা হয়েছে। সিস্টেম লস কমিয়ে আনা কোম্পানিগুলোর জন্য পুরস্কার দেয়া হবে। যারা ব্যর্থ হবে তাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাসের সিস্টেম লসের বড় একটি অংশ অপচয়। এ অপচয় রোধে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। তাছাড়া অভিযান চালাতে ৬ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করবেন।

ঝিনাইদহে গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় আহত ৬

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের মহেশপুরে গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার নস্তি এলাকার একটি ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনের একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এসময় বাসে থাকা অন্তত ছয়জন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আসাদুর রহমান শিহাব বলেন, আহতদের মধ্যে দুজনের চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। দুজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতদের অবস্থা গুরুতর নয়।

কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: সেনা অভিযানে গ্রেপ্তার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় এক কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সেনাবাহিনীর ৪৬ বি-গ্রেডের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত সোমবার রাতে রায়েরবাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- মুস্তাকিম, সুমন, ঝটন এবং রবিন। সেনাবাহিনীর এই কর্মকর্তা বলেন, গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গোয়েন্দা তথ্য নিশ্চিত করে যে, চারজনের একটি চক্র এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে এবং পরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মামলা না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। চক্রটি ছিনতাই, ডাকাতি ও ইভটিজিংসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। তিনি বলেন, পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী সেনা ক্যাম্পের একটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই অপরাধীকে দেশীয় অস্ত্রসহ ভুক্তভোগী পরিবারকে হুমকি দেওয়ার সময় হাতেনাতে আটক করে। পরে অভিযানে বাকি দুইজনকেও আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক মুস্তাকিম, সুমন, ঝটন এবং রবিন তাদের দোষ স্বীকার করেছে বলেও জানান তিনি। ভুক্তভোগী পরিবারকে মোহাম্মদপুর থানায় আইনি সহায়তার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। গ্রেপ্তারদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে স্বীকারোক্তি জবানবন্দিসহ মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে একটি সামুরাই, একটি দেশীয় বড় ছুরি, নগদ তিন হাজার ৩৪০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ঘোড়াঘাটে পুলিশের টহল গাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা, আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে যাত্রীবাহী গাড়ি ভেবে পুলিশের টহল গাড়ি থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা চালানোর সময় দেশীয় অস্ত্রসহ ডাকাত দলের ২ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার মধ্য রাতে ঘোড়াঘাট উপজেলার ধলিহার খাঁ পুকুর এলাকায় হিলি-ঘোড়াঘাট সড়কের নির্মানাধীন ব্রীজের পাশে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাদেরকে আটক করা হয়। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় আটককৃতদের দিনাজপুর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক। আটককৃতরা হলেন, জয়পুরহাট কালাই উপজেলার বিয়ালা এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক(৪৯), একই উপজেলার চাকলামা নিমেরপাড় এলাকার সৈয়দ আলী বাচ্চু ছেলে আজিজার রহমান (৩৮)। ওসি নাজমুল হক বলেন, রাতে হিলি-ঘোড়াঘাট আঞ্চলিক সড়কে পুলিশের একটি দল সরকারি গাড়ি নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন। একই সময় ডাকাতের একটি দল উপজেলার ধলিহার খাঁ পুকুর এলাকায় নির্মানাধীন ব্রীজের পাশে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশের গাড়িটি ওই এলাকায় আসলে সাধারণ পাবলিকের গাড়ি মনে করে গতিরোধ করে ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল। এসময় পুলিশ দেখে তারা পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাদের মধ্যে ধাওয়া দিয়ে ২ জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র। আটক দুই ডাকাতের স্বীকারোক্তিতে এঘটনায় জড়িত পলাতক আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার ইমদাদুলের নামে বিভিন্ন থানায় ১২ টি এবং আজিজারের নামে দুই ডাকাতির মামলা আদালতে চলমান আছে।

মোচিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে মুন্না ও আতিয়ার নির্বাচিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত রোববার অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে বেসরকারী ফলাফলে মাহফুজুর রহমান মুন্না সহ-সভাপতি ও আতিয়ার রহমান সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার রাশিদুল ইসলাম জানান, গত রোববার চিনিকলের অভ্যান্তরে ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের ফলাফলে সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মাহফুজুর রহমান মুন্না আনারস প্রতিকে (২১০ ভোট) পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম আতিকুর রহমান চশমা প্রতিকে (১২৫ ভোট) ও মশিউর রহমান স্বপন চেয়ার প্রতিকে পেয়েছেন (১৪০ ভোট)। সাধারন সম্পাদক পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে আতিয়ার রহমান গরুর গাড়ী প্রতিকে (৩৭৬ ভোট) পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম আতাউল হক জেহাদ ছাতা প্রতিকে পেয়েছেন (২৯ ভোট) ও দেবাদিদেব ভট্টাচার্য্য মাছ প্রতিকে পেয়েছেন (৭৯ ভোট)। এ নির্বাচনে ৯ টি সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন, এমরান হোসেন ফুটবল প্রতিকে(৪০৬ ভোট), কামরুজ্জামান টুটুল মোমবাতী প্রতিকে (৩৮২ ভোট), জাহিদুল ইসলাম দোয়াত কলম প্রতিকে(৩৪৭ ভোট), ফাইজুর রহমান আম প্রতিকে(৩৭২ভোট), মাসুদুর রহমান উড়োজাহাজ (৩৩০ ভোট), মিলন বিশ্বাস দেওয়াল ঘড়ি(৪০০ ভোট), রফিকুল ইসলাম টেলিভিশন(৩৪৪ ভোট), সাহাদ আরী মোরগ(৩৫৯ ভোট) ও সাহার আলী বাস (৩৭০ ভোট) পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

কালীগঞ্জে চিত্রা নদী পুনঃখননের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী চিত্রা নদী অনেক আগেই তার নাব্যতা হারিয়েছে। অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে যাওয়ায় নদীটি এখন সংকটে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিত্রা নদী পুনঃখনন ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনার দাবিতে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লিন রিভার বাংলাদেশ (সিআরবি) ও ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশ (ওয়াইসিবি) এর ঝিনাইদহ জেলা শাখা কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি করেন। গত রোববার কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপিটি প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ূথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলা প্রধান ও ক্লিন রিভার বাংলাদেশের ঝিনাইদহ ডিস্ট্রিক্ট ক্যাপ্টেন ফাওজুর রহমান সাবিত, সিআরবি ডিস্ট্রিক্ট কো-ক্যাপ্টেন তানভীর হোসেন মুন্না, কো-ক্যাপ্টেন দ্বীপ কুমার সাহা, ওয়াইসিবি ইয়ূথ এম্বাসাডর সোহান আহমেদ প্রমুখ। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব দেদারুল ইসলাম আশ্বাস্ত করে বলেন, ইতিমধ্যে নদী রক্ষার জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, নদী পুনরায় খনন করে নদীর দখল অংশ উদ্ধার করা হবে।

পাকুন্দিয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রের ছবি তোলায় সুপারের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় চলমান দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছবি তোলার অভিযোগে মো. আবদুল হালিম (৪৮) নামের এক মাদরাসা সুপারকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় তাকে ২০০ টাকা জরিমানাও করা হয়। তিনি চকদিঘা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার বলে জানা গেছে। গত রোববার উপজেলার মঙ্গলবাড়িয়া কামিল মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, গত রোববার মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিনে ইংরেজী ১ম পত্র পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা চলাকালে উপজেলার চকদিঘা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মো. আবদুল হালিম বিনা অনুমতিতে একটি কক্ষে প্রবেশ করে তার মুঠোফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে দ্রুত কেন্দ্রের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত অন্যান্য শিক্ষকগণ তাকে আটক করে। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মামুন সরকার উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাদণ্ড দেন। এ বিষয়ে পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিল্লাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দৌলতপুরে জাতীয় আইন সহায়তা দিবস পালিত

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জাতীয় আইন সহায়তা লিগ্যাল এইড দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় দৌলতপুর চৌকি আদালতের উদ্যোগে এ উপলক্ষে ব্যানার সহ একটি বর্ণাঢ্য র?্যালি উপজেলা বাজার প্রদক্ষিন শেষে এক সমাবেশে মিলিত হয়। দৌলতপুর চৌকি আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহফুজ আলী খান, সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট নিজাম উদ্দিন, সাংবাদিক মোঃ সাইফুল ইসলাম (শাহীন), এডভোকেট শামসুল হক খান। এতে আইনজীবী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দৌলতপুরে পাট বোঝাই চলন্ত ট্রাকে আগুন, ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পাটবোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের শান্তিনগর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাহেরমাদি থেকে পাটবোঝাই ট্রাকটি সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। পথে শান্তিনগর মাঠের মধ্যে পৌঁছালে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ট্রাকে আগুন দেখতে পেয়ে আশপাশের মানুষ চিৎকার শুরু করে। বিষয়টি টের পেয়ে ট্রাকচালক দ্রত গাড়িটি থামান। স্থানীয় লোকজন প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে সুদুর ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে পাটবোঝাই ট্রাকটি (কক্সবাজার ট-১১-০১০৫) সৈয়দপুর যাচ্ছিল। অগ্নিকান্ডে প্রায় দশ লাখ টাকার পাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানা গেছে। রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক তারের স্পার্ক থেকে ট্রাকে থাকা পাটে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে ট্রাক ও পাটের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পোরশায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন

স্টাফ রিপোর্টার : "দ্বন্দ্বে কোন আনন্দ নাই, আপস করো ভাই লিগ্যাল এইড আছে পাশে, কোনো চিন্তা নাই "প্রতিপাদ্যের আলোকে নওগাঁর পোরশায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন উপলক্ষে রালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রালি শেষে উপজেলা হলরুমে এক আলেঅচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফ আদনান। এসময় সহকারি কমিশনার (ভ'মি) নাবিলা ফেরদৌস, থানা ফিসার ইনচার্জ আবু বকর সিদ্দিক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল হক টিটু, সমাজসেবা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম সহ সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আগৈলঝাড়া ৫ কিলোমিটার সড়কের বেহালদশা, চলাচলে দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের আগৈলঝাড়ায় একটি রাস্ত দীর্ঘদিনেও সংস্কার না হওয়ায় উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের জনসাধারণের চলাচলে একমাত্র সড়কটি চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে তাদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। ৫ কিলোমিটার এই রাস্তার জন্য হাজার হাজার মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে এলাকার হাজারো কৃষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ সর্ব পেশার মানুষ চলাচল করে। পাকা রাস্তা নির্মাণ করা না হলে বর্ষা মৌসুমে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকবে না। এরইমধ্যে সড়কটির বিভিন্ন স্থানের পাথর ও পিচ উঠে কাঁচা সড়কে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের পয়সারহাট সংলগ্ন ব্রিজ থেকে বাগধা ইউনিয়নের আমবৌলা গ্রাম হয়ে সাতলা ইউনিয়নে সাতলা ব্রিজ পর্যন্ত সড়কটি প্রয়া দেরযুগ পূর্বে এই সড়কাট পাকাকরণের কাজ করেছিল। সড়কের বিভিন্ন স্থানের পাথর ও পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় খানা-খন্দের ও গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকস্থানে মনে হচ্ছে এটি পাকা সড়ক নয়, কাঁচা সড়ক। ঝুঁকিপূর্ণ ওই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজারও মানুষ, স্কুল-কলজের শিক্ষার্থীরা ধূলা-বালির মধ্যেদিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। ওই সড়ক দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে পথচারীরা। স্থানীয় মশিউর রহমান সোহেল ও সজল দত্ত জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি সংস্কার না করায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সড়কের কিছু অংশে ইট থাকলেও একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী। সড়কটির অবস্থা খুবই নাজুক। এমন দুরাবস্থাপূর্ণ সড়ক পুরো উপজেলায় আর নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সড়কটি মেরামতের জন্য অনুরোধ জানান। এ সড়কটি যেন দেখার কেউ নেই। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে হাজার হাজার লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করেতেগিয়ে লোকজন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পথচারী ইলিয়াস হোসেন জানান, সড়কটির এমন পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসায় বেশ ক্ষতি হচ্ছে। যানবাহন না চলায় তাদের বাড়তি ভাড়া গুনতে হয়। অন্য সড়ক দিয়ে অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে সময়ও লাগছে বেশি। এদিকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের। কারণ তাদের দীর্ঘ ভাঙা পথ পাড়ি দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। ওই সড়কে চলাচলকারী শিক্ষার্থী জান্নাত আক্তার বলেন, সড়কটির বেশির ভাগ স্থানই ভেঙ্গে গেছে ধুলার কারণে জামা নষ্ট হয়েযায়, স্কুলে যেতে খুবই কষ্ট হয়। আমরা চাই সড়কটি দ্রুত মেরামত করে দেওয়া হোক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী রবীন্দ্র চক্রবর্তী জানান, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট সংস্কার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সড়কটি রিপাইরিং (মেরামত) এর জন্য আমরা হেডকোয়ার্টারে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আমরা আশা রাখি শীঘ্রই ব্যবস্থা হবে।

বড়াইগ্রামে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বড়াইগ্রামের মৌখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যাকডেটে স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তিনজন কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি নির্ধারিত সময়ে আবেদন করেননি, এমন প্রার্থীকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাতিল করা আওয়ামীলীগ আমলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সই জাল করে গোপনে এসব কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষকসহ একটি চক্র। এ ব্যাপারে ইউএনও'র কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। জানা যায়, গত ৯ এপ্রিল বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী পদে নাজমুল হাসান, নৈশ প্রহরী পদে রুবেল রানা এবং নিরাপত্তা কর্মী পদে জোবায়ের হোসেন যোগদান করেন। কিন্তু এসব কর্মচারী পদে কবে কোথায় নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে তা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীসহ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ বেশির ভাগ সদস্য জানেন না। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় দৈনিক ভোরের ডাকসহ একটি স্থানীয় পত্রিকায় বিদ্যালয়ের তিনটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে সময় প্রার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাইও করা হলেও নানা কারণে নিয়োগ দিতে না পারায় বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। পরে ২০২৪ সালের ৪ আগষ্ট একই পত্রিকায় পুন: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ৫ আগষ্ট সরকার পতনের পর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব ইউএনওকে দেয়া হলে ওইসব পদে আর নিয়োগ হয়নি। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনজনের কাছ থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে ২০২৩ সালের মেয়াদোত্তীর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ব্যাকডেটে সভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সই জাল করে এসব পদে নিয়োগ দেন। এ ঘটনা জানাজানি হলে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীসহ স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পৌর আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বকুল বলেন, ২০২৪ সালের দুই জানুয়ারী পরীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে কিছু কারণে তারা প্রায় ১৬ মাস পরে যোগদান করেছেন। এ সময় আগেই নিয়োগ দেয়া হলে আবার পুন: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক চাপে দিয়েছিলাম। কিন্তু নিয়োগ দেয়া পদে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি। ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য শাহীন আলম বাকি জানান, প্রথমে বিজ্ঞপ্তি দিলেও নানা কারণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। এ জন্য পুন: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পরে সরকার পতন হওয়ায় সে নিয়োগও হয়নি। কিন্তু এখন শুনছি, যে নিয়োগ ও যোগদান নাকি হয়ে গেছে। এমনকি সে সময় আবেদনই করেনি, এমন দুজনকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কবে কিভাবে এসব নিয়োগ দেয়া হলো তা আমরা জানি না। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির তৎকালীন সভাপতি আল আজাদুল বারী ওরফে আজাহার ফকির বলেন, আমি এসব নিয়োগের ব্যাপারে কিছু জানি না। ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। কিভাবে এসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়েছি। লিখিত জবাব পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ডোমার সাবেক চেয়ারম্যান ও আ'লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর ডোমার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত তোফায়েল আহমেদ ডোমার উপজেলার পশ্চিম বোড়াগাড়ী গ্রামের মৃত শওকত আলীর ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বটতলী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোনের স্বামী ও বিএনপি দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নির্বাচনী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে ওই বছর ২৩ ডিসেম্বর রফিকুল ইসলামের নির্বাচনী জনসভা ও গাড়িবহরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে তিনটি মাইক্রোবাস ও ২২টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও পোড়ানোর মাধ্যমে প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০২৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ওই ঘটনার জেরে ডোমার উপজেলার আওয়ামীলীগের ৩১ জন নেতাকর্মীসহ অজ্ঞাত আরও দুই থেকে তিনশ জনকে আসামী করে মামলা করেন জোড়াবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি রবিউল ইসলাম। এ মামলার ৩ নং নামীয় আসামী ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বটতলী বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

নাঙ্গলকোট হোমনাবাদ আদর্শ ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ স্থায়ী বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ঢালুয়া হোমনাবাদ আদর্শ ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ মীর জাহাঙ্গীর আলমকে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে স্থায়ী বরখাস্ত করা হয়েছে। জানা যায়, নাঙ্গলকোট উপজেলার ঢালুয়া হোমনাবাদ আদর্শ ডিগ্রী কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি এডভোকেট শাহজাহান সাজুর স্বাক্ষরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয় মীর জাহাঙ্গীর আলম অধ্যক্ষ পদে যোগদানের সময় কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায়, ল্যাব সহকারী প্রবাসী জাকির হোসেনের বেতন-ভাতা অবৈধ ভাবে উত্তোলন করে আত্মসাৎ, কলেজের বিভিন্ন আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা কমিটির নিকট উপস্থাপন না করতে পারায়, কলেজের গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড পত্র নিজের কাছে রেখে প্রশাসনিক বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও স্বেচ্ছাচারিতা অভিযোগে জাহাঙ্গীর আলমকে অধ্যক্ষ পদ হতে স্থায়ী ভাবে বরখাস্ত করা হয়। নোটিশে আরো উল্লেখ করা হয় অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীরকে বিভিন্ন সময় দুর্নীতির কারণে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হলেও সে কারণ দর্শানোর জবাব দিতে পারে নাই। এবং তার দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাকে প্রথমে অস্থায়ী ভাবে বরখাস্তের নোটিশ প্রদান করা হয়। নোটিশের কোন জবাব না দেওয়ায় ৮এপ্রিল এডহক কমিটি সভাপতি এডভোকেট শাহজাহান চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। অধ্যক্ষ কারণ দর্শানোর কোন জবাব না দেয়ায় এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেয়ায় ২০এপ্রিল এডহক কমিটির সভায় সকল অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে স্থায়ী বরখাস্ত করা হয়। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ মীর জাহাঙ্গীরকে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। এডহক কমিটির সভাপতি এডভোকেট শাহজাহান বলেন, নিয়োগকালীন কাম্য অভিজ্ঞতা, ল্যাব সহকারীর বেতন-ভাতা উত্তোলন, কলেজ ফান্ড থেকে অবৈধ ভাবে টাকা উত্তোলন সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে অধ্যক্ষ মীর জাহাঙ্গীরকে স্থায়ী ভাবে বরখাস্ত করা হয়।

সম্পাদকীয়

ওয়াসার পানিতে দূষণ
নিরাপদ পানি সরবরাহে ব্যবস্থা নিন

বহুদিন ধরে ঢাকা ওয়াসার পানিতে ময়লা, দুর্গন্ধ ও নানা জীবাণু থাকার বিষয়টি আলোচনায় থাকা সত্ত্বেও এ সমস্যার সমাধান না হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। জানা যায়, প্রায় দুই মাস ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ সমস্যা বিরাজ করছে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের দাবি, ঢাকা ওয়াসার পানি দূষিত নয়; ময়লা, দুর্গন্ধ বা পোকা নিজ নিজ বাসার রিজার্ভারের কারণে হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ অতীতেও এমন দাবি করেছে। অনেক গ্রাহক ওয়াসার কথামতো পানির ট্যাংক পরিষ্কার করেও কোনো ফল পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ওয়াসার সরবরাহ করা পানিতে ময়লা ও নানা জীবাণুযুক্ত উপাদান পাওয়ার ঘটনায় জনমনে উদ্বেগের সঞ্চার হবে, এটাই স্বাভাবিক। ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ করা পানিতে ময়লা পাওয়ায় অধিকাংশ নগরবাসী ওয়াসার পানি পান করা ছেড়ে দিয়েছেন। এ পানি দিয়ে কেবল বাসাবাড়ির ধোয়ামোছা, রান্না ও গোসলের কাজ সারছেন। স্বল্প আয়ের মানুষ বাধ্য হয়ে এ পানিই নানা কাজে ব্যবহার করছেন। রাজধানীর কোনো কোনো এলাকায় দিনের বেশির ভাগ সময় পানি পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মের দুঃসহ গরমে এমন পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার জন্য সংকটময় এ সময়েও নাগরিকরা নিয়মিত ওয়াসার পানির মূল্য পরিশোধ করছেন। সেই পানিই যদি জীবাণুবাহী হয়, তা মেনে নেওয়া যায় না। এমন মানহীন সেবা প্রদানের দায় কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে না। এতদিনের পুরোনো এ সংকটের কেন সমাধান হচ্ছে না, এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দূষিত পানি ব্যবহারে নানা রোগব্যাধি হতে পারে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর'বি) তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, সায়েদাবাদ, শনির আখড়া, মোহাম্মদপুর, টঙ্গী ও উত্তরা-এসব এলাকা থেকেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ডায়রিয়া রোগী এ হাসপাতালে ভর্তি হয়। এ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা থেকেও রাজধানীতে সরবরাহকৃত পানির মানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। রাজধানীর প্রায় শতভাগ মানুষের পানির চাহিদা পূরণ করে ঢাকা ওয়াসা। পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানিকে কর্তৃপক্ষ 'নিরাপদ' বললেও প্রতিদিন নানাভাবে তা দূষণের শিকার হচ্ছে। অনেকে পানি ফুটিয়ে পান করলেও তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হওয়ায় নগরবাসী নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশুদ্ধ পানির সংকট মোকাবিলায় মানুষ যে বিকল্প উৎসের সন্ধান করবে, তারও উপায় নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোতলজাত ও কনটেইনারে সরবরাহকৃত বিশুদ্ধ পানির নামেও চলে প্রতারণা। যারা বোতলজাত পানি কিনে দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়, তাদের কী হবে? বস্তুত রাজধানীতে পানি পরিশোধন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়লেও স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে এটি এখনো বিলাস পণ্য হিসাবেই বিবেচিত। এ অবস্থায় ঢাকা ওয়াসা রাজধানীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা। রাজধানীতে অপরিকল্পিত সড়ক খোঁড়াখুঁড়ির সময় সুয়ারেজ ও পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও পানি দূষিত হয়। কাজেই পানির লাইন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা ওয়াসার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। বস্তুত এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সেবার মান হতাশাজনক। এ অবস্থার উত্তরণে কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম ঢেলে সাজাতে হবে

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষিত বেকার যুবক চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কারিগরি জ্ঞান থাকলে দেশ-বিদেশে চাকরির সুযোগ পেয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারত। এ জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্মসংস্থানের বৈশ্বিক গতি প্রকৃতির অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বিশ্বের চাকরির বাজার আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অনেকে মনে করছেন বর্তমানের অনেক চাকরির অস্তিত্ব শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই পরিবর্তনের পেছনে প্রধান দুটি কারণের কথা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তন্মধ্যে একটি হলো-নতুন প্রযুক্তির উত্থান বা অটোমেশন এবং অন্যটি হলো সবুজ ও টেকসই অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত নতুন নতুন প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি শ্রম বাজারে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি সার্বিক অর্থনীতি উন্নয়নে সাহায্য করবে বটে তবে একদিকে যেমন অনেক কর্মসংস্থানের খাত তৈরি হবে তেমনি অনেক কর্মসংস্থানের খাত হারিয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গবেষকদের মতে, আগামী পাঁচ বছরে বর্তমান চাকরির বাজার প্রায় এক চতুর্থাংশ বদলে যাবে। সুতরাং বৈশ্বিক এ পরিবর্তনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও উচিত হবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারদের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে সফলতা অর্জনের জন্য নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনকারী কর্মমুখী তথা কারিগরি শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং এর সক্ষমতা বাড়ানোর উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা রয়েছে বিধায় কর্মমুখী তথা কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মমুখী শিক্ষা শিক্ষিতদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং তাদেরকে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলে। এই শিক্ষার কাজ হলো জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তিকে সুদৃঢ় করা। কর্মমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের সুপ্ত গুণাবলিকে বিকশিত করে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এর মতে, 'কর্মমুখী শিক্ষা হলো এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীদের জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে ও কর্ম পেতে সাহায্য করে'। সারা বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারিগরি শিক্ষাকে। উন্নত অনেক দেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হারও বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে চাকরি না পেয়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন শিক্ষার্থীরা। কারিগরি শিক্ষার্থীদের যে-সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখানো হচ্ছে, তা গত শতাব্দীর। তাই কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম পুরোপুরি ঢেলে সাজানো উচিত।

বেকারত্ব দূর করতে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে

শিক্ষা হচ্ছে এমন জ্ঞান ও দক্ষতা যার মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার প্রতি, জাতিজনদের প্রতি এবং চারপাশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে'। কিন্তু এতে সকল মানুষ সফল হয় না। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অনেকের জীবন। মানুষ অমানুষের মত আচরণ করে, দুঃখকষ্ট সহ্য করে, অন্যের অনিষ্ট করে, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হয়। নিজের কর্মের সংস্থান করতে পারে না। সমাজে সৃষ্টি হয় কর্মহীন বেকার। বাংলাদেশের মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়। উচ্চশিক্ষা যখন চাকরির নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয় তখন সার্বিকভাবে সেই শিক্ষার্থীর ভেতর হতাশা বিরাজ করে। অথচ উচ্চ শিক্ষিত হয়ে তার মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো চাকরি পাওয়ার ইচ্ছা থাকাই স্বাভাবিক। বৈশ্বিক পরিস্থিতি এই সংকটকে আরো তীব্র করে তুলেছে। যে হারে বা যে সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতি বছর লেখাপড়া শেষ করে কাজের বাজারে যুক্ত হয় তার অনুপাতে দেশে চাকরির বাজারে তৈরি হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষা চাকরির নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। এক সময় যেমন ভাবা হতো যে, লেখাপড়া শেষ করলেই অন্ততপক্ষে একটা চাকরি [illegible], আজ আর সেই ধারণা নেই। লেখাপড়া শেষ করাটাই বরং অনেক বেশি সহজ। বিপরীতে চাকরি পাওয়াটা সোনার হরিণের থেকেও বেশি কিছু। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ (বিবিএস) বিভিন্ন সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন চিত্র। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষিত তরুণরা বেকার থাকায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি সম্পদের অপচয় হচ্ছে। ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। বেকারত্ব বর্তমান সময়ে দেশের একটি বড় ও জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শিল্পায়নের অভাব, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব, সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার সমন্বয়হীনতা, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির উন্নয়নের অভাব, কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার অভাবের কারণেই দিনকে দিন বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা ছাড়া দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বেকারত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রথম সারির দিকে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটির মতো। এত বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন জাতীয়ভাবে উদ্যোগ নেওয়া, শিল্পকারখানা স্থাপন করে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত করা।

কাশ্মীর : সবচেয়ে সুন্দর কারাগার

রাজু আহমেদ

কাশ্মীর বর্তমান বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য তথা সেনা বেষ্টিত স্থান। সংখ্যার বিচার ও সেনা জনতার আনুপাতিক হিসাবে দুইয়ের নিচে কোনোভাবেই যাবে না। একটা খেলনা বন্দুক নিয়েও আপনি সেখানে বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক লুকিয়ে চলতে পারবেন। সম্ভবত সেখানে ১৫ জন নাগরিকের জন্য একজন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা। তাদের তল্লাশি চৌকি এবং চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। মন্দ কিছু করার চিন্তা করতে দেরি কিন্তু সেখানে গ্রেফতার হতে বিলম্ব হয় না। অথচ সেখানে আতঙ্কবাদীরা এত অস্ত্রশস্ত্র, আরডিএক্স বোমা এবং অন্যান্য এতকিছু নিয়ে গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে সফল হামলা চালালো কীভাবে? সন্দেহ হয় না? তবে সন্দেহের চেয়েও মৃতদেহগুলো বিশ্ব বিবেকের সামনে আরও প্যাথেটিক বাস্তবতা। মৃতদের তালিকা দেখুন। সাধারণ পর্যটকদের সংখ্যা খুব কম। সরকারি অফিসার, গোয়েন্দা দলের সদস্য, নৌবাহিনীর সদস্য এবং বিদেশি পর্যটক- ইতালি এবং ইসরাইলের নাগরিক- সন্দেহ দানা বাঁধে না? মাত্র একজন স্থানীয় নাগরিক, সে আবার মুসলমান। ২৬ লাশের বিপক্ষে দুইশত ষাট লাশ পড়লে নাকি এ আগুন নিভবে- স্বয়ং শুভেন্দুর ঘোষণা। সংশয়বাদীরা বলছে, পরিবর্তিত ওয়াক্‌ফ আইন টিকিয়ে রাখতে প্রাণ দিতে হলো ২৮ জন নিরীহ ভারতীয়কে। সবখানে পাপের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয় নির্দোষ মানুষকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাশের সারি যে কত দীর্ঘ হবে তা স্রষ্টা জানে! কী নির্মমভাবে সাধারণ মানুষকে হতাহত করা হলো। ধিক্কার ও নিন্দা জানাই এমন বর্বরতাকে। মানুষের দয়ামায়া এভাবে কমে গেলো কীরূপে? জঙ্গিদের টার্গেট কখনোই সাধারণ মানুষ নয়। জঙ্গিদের সব সময় টার্গেট থাকে সামরিক স্থাপনা ও সামরিক বাহিনী। মোদিজী যখন সৌদিতে ঠিক তখন হামলা হলো কাশ্মীরে। সহমর্মিতা জানায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং ইজরায়েল। পাশে আছি সে কথা দৃঢ়ভাবে জানায় ট্রাম্প। অথচ এই ত্রয়ীর হাতে সবচেয়ে বেশি রক্ত লেগে আছে। প্রত্যেকটি নিরীহ প্রাণের জন্য মানুষের প্রাণ কাঁদে। যাদের জিহ্বায় প্রতিবেশীদের রক্তের স্রোত তাদের মায়াকান্না দেখলে সন্দেহ আরও প্রবল হয়। ট্রাম্প গাজায় বিশ্রামাগার নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন অতীতে। এবার তবে কাশ্মীরে হবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় রিসোর্ট? মুসলিম নিধনের আরেকটি ব্যাটেল গ্রাউন্ড সম্পূর্ণ প্রস্তুত? হিটলারও নাৎসিদের চোখে ছিল শান্তিবাদী দেবতা। ফ্যাসিস্টদের কাছে মুসোলিনি ছিলেন ঈশ্বর। খুনিরাও খুন হওয়াদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েই হত্যা করে। পৃথিবীর বুক এখন বুলেটের কাছে রোজ বিদ্ধ হচ্ছে। পৃথিবীর বৃন্ত থেকে খসে পড়ছে অগণিত প্রাণ। পৃথিবীর প্রত্যেকটা হত্যা নিন্দনীয়। সবচেয়ে দাগি আসামীরও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। মৃত্যু পথযাত্রীর জানা উচিত- তার মরণের কারণ। দায়ীদের ধরে ধরে বিচার হোক। প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ করা হোক। সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম নাই, জাত নাই কিংবা দেশও নাই। জিহাদিস্টরা এতোটা বেকুব না যে হিন্দু ধর্ম জিজ্ঞেস করে, কালেমা শুনে তারপর হত্যা করবে। এসব আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে মানাতো। 'খান'রা সব সময় সন্ত্রাসী। পৃথিবীবাসী গুজরাটের কসাইকে, খুনি নেতানিয়াহুকে, রক্তচোষা বুশকে একবারও সন্ত্রাসী বলবে না। অতীতে কখনোই বলেনি। ভারতে এবার ভয়ংকর ধর্মীয় দাঙ্গা হওয়ার শঙ্কা আছে। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা চরমে উঠলেও পাল্টাপাল্টি হামলা হবে না। এখানে দুদেশই চরম চতুর। মুখের যুদ্ধ বাকবিতণ্ডা পর্যন্তই। ভারতে আরও আরও মসজিদ গুঁড়ানো হবে, হামলা হবে ওয়াক্‌ফ এস্টেটে। জীবন যাবে আরও কতিপয় ভারতীয়দের। রক্তস্নাত হবে রাজপথ। পৃথিবীর সর্বত্রই সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এটা সারাবিশ্বে সংক্রমিত হবে। কাউকে খুনি সন্ত্রাসী ঘোষণা করা যত সহজ, প্রমাণ করা তত সহজ নয়। সন্দেহের শত্রু সত্যকে তাড়িয়ে বেড়াবে। পাশের রাষ্ট্র পাকিস্তান ও চীন আছে- তাই দায় দেওয়া যাবে। কাউকে দায় চাপিয়ে দিলেই বাহবা মিলবে। লাশের হিসাব মিলবে না কখনোই। দশকের পর দশক কাশ্মীরীদের সাথে যা হয়েছে তার প্রত্যেকটাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। স্বাধীন মানুষকে এমনভাবে শৃঙ্খলায়িত করে রাখলে তাদের বুকে বিদ্রোহের বারুদ জ্বলে ওঠা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় বইছে রক্তের নহর। কাউকে লোভ পেয়ে বসলে সভ্যতা তাকে মুক্ত করতে পারে না। কাশ্মীর পৃথিবীর ভূস্বর্গ হয়েও কারাগারের ভাগ্য বরণ করেই সামনে যাবে। গাজার পরে মানবিক বিশ্বকে কাশ্মীরের জন্য কাঁদতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

লেখক: রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক

ব্রিটেনের বাংলাদেশি সংগঠন : সুদৃঢ় করছে সামাজিক বন্ধন

ফারুক যোশী

পরিবেশ-প্রতিবেশ, শিল্প-সংস্কৃতি, আবহমান ঐতিহ্য প্রভৃতি নিয়েই আমাদের চারপাশ। আমরা যখন দেশ ছেড়ে অভিবাসী হই, তখনও আমাদের প্রজন্ম সেই পেছনেই ফিরে তাকাই বার বার। রাজনীতি, সামজিক মূল্যবোধ, কিংবা শিকড়ের সন্ধানটাই যেন হয়ে উঠে তখন আমাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। মাতৃভূমির অস্থিতিশীল রাজনীতির চালচিত্র আমাদের অনেকের রাতের নিদ্রাকে যেমন করে ব্যাহত, ঠিক তেমনি দেশের উন্নয়নে কিংবা বিশ্ব গণমাধ্যমে দেশের ইতিবাচক ইমেজে প্রবাসী মানুষগুলো হয়ে উঠে উৎফুল্ল। রক্তাক্ত পথ বেয়ে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর যখন কেউ আঘাত করে, একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা যখন স্বাধীনতার স্তম্ভগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, তখন ঘৃণা আর ক্ষোভে একজন সমাজ সচেতন নাগরিককে ক্ষুব্ধ করে তোলে। পয়লা বৈশাখকে যখন মৌলবাদীরা আঘাত করে, তখন নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ার যেমন শত শত কণ্ঠে সারা পৃথিবীকে জানান দেয় বাংলাদেশের আবহমান ঐতিহ্যের বার্তা, ঠিক তেমনি ব্রিটেনের শহরে শহরে সংক্ষুব্ধ বাংলাদেশি দলবেঁধে গান গায়, বেজে উঠে তখন বাঙালির চিরচেনা অনুরণন। এই অনুরণনেই মানুষ জেগে উঠে, ক্ষুব্ধ হয়, দ্রোহী হয় কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি ঘৃণা থেকেই একজন অভিবাসীও প্রতিবাদী হয়, হয় সত্যের সন্ধানে বিদ্রোহী মানুষ। এই অভিবাসী বাংলাদেশিরা তাদের নিজেদের আবাসস্থলটাও এভাবেই বানিয়ে নিয়েছে যেন নিজস্ব একটা জন্মভূমি, ছোট করে বললে বলতে হয় নিজস্ব গ্রাম। বাংলাদেশের বাইরে প্রথম ওল্ডহ্যাম থেকে শুরু করে লন্ডন কিংবা কার্ডিফ কিংবা ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে তাইতো গর্ব নিয়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গৌরবের স্থায়ী শহিদ মিনার। বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশিদেরই অর্জনের গৌরবময় নিজস্ব ভবন- বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনগুলো। বছরের বিভিন্ন সময় বলতে গেলে প্রতি মাসেই ব্রিটেনের শহরে শহরে জমে উঠে আসর। বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলোতে জেগে উঠে বাংলাদেশি কমিউনিটি, এতে পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়, গল্প হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে কোলাহল। ইন্টারনেট দুনিয়ার এই সময়ে ব্রিটেনে বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর এই প্রভাব বলতে হবে তথ্যপ্রবাহের বাইরেও সামাজিক বন্ধন মজবুত কিংবা সুদৃঢ় করার একটা বড় মাধ্যম। এছাড়াও বাংলাদেশি অধ্যুষিত শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন শহর-জেলা-উপজেলা এমনকি গ্রামের নাম নিয়ে নিজের এলাকার জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠন। সংগঠনগুলো এখানে যে শুধুই সংস্কৃতির কর্ষণ করছে, তা-ই নয়। এখানকার জীবন সংগ্রামে অধিকাংশ সার্থক মানুষগুলো তাইতো তাদের শেকড়ের অন্য দিকটাও দেখে। দেশকে এই প্রবাসে তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের এলাকা নিয়েও স্বপ্ন বুনে একেকজন প্রবাসী, এবং সেই স্বপ্নের সফল পরিণতির দিকেও আগায় তারা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এমনকী নিজস্ব উদ্যোগে নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিমধ্যে। শুরুতেই উল্লেখ করেছি, অভিবাসী বাংলাদেশিদের সমাজবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবার সফলতার কথা। একটা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয়েই এই সংগঠনগুলো কাজ করে যাচ্ছে। কেননা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, গণসচেতনতা, সুনাগরিকত্ব তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যেই সামাজিক সংগঠনগুলো এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি মানুষের মাঝে দায়িত্ববোধটা আরও ব্যাপক হওয়াটাই স্বাভাবিক। যা এখানকার বাংলাদেশি জনগোষ্ঠির মাঝে বিস্তৃত হতে থাকে আজ থেকে অর্ধশতকেরও বেশি আগে এই দেশে আমাদের অভিবাসন ভিত্তি পাওয়ার সেই শুরু থেকেই। যা চলছে এখনও আগের মতই। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। নেতৃত্ব মানুষের একধরনের মোহ। বাংলাদেশের মানুষের মাঝে এ ব্যাপারটা বিভিন্ন সময় বিভেদেরও সৃষ্টি করেছে। একেকটা সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। শুধু নেতৃত্বের কারণেই জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন সংগঠন কখনো-বা একই নামে, সামান্য শব্দ পরিবর্তন করে। কোনো কোনো সময় অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাই অনেকেই সংগঠনের বিস্তৃতি নিয়ে সমালোচনা করছেন, যা স্বাভাবিকও। কিন্তু আমার কাছে সেভাবে মনে হয় নি। কারণ প্রত্যেকটা সংগঠনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে একেকটা লক্ষ্য এবং আদর্শকে সামনে রেখেই। এমনকী কোনো সংগঠন যখন বিভক্তও হয়, তখনও একটা লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষগুলো। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। এবং একটা প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম তখন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এলাকার উন্নয়নের কাজ তখন প্রতিযোগিতামূলক ভাবেই শুরু হয়। সংগঠনগুলোর মধ্যে সমালোচনা যদিও থাকে, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে রক্তাক্ত হয় না কখনো এ কমিউনিটি। আর সেই হিসেবে যে কোনো সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকে আমি উন্নয়নের আরেক ধাপ এগিয়ে যাবার মাপকাঠি হিসেবেই দেখি। পৃথিবী যতই প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে, ততই যেন বিশেষত কিশোর-তরুণ এমনকি শিশুরাও আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে। সামাজিক বন্ধনে ভাটা পড়ছে। বন্ধুত্ব-বন্ধন যেন মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের কি-বোর্ডের আঙ্গুলে পিষ্ট হতে চলছে ক্রমশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের শব্দাচারই হয়ে যাচ্ছে যোগাযোগের সংস্কৃতি। একটা যান্ত্রিক তারুণ্য আমাদের অর্থনীতিতে আনছে ক্রমশই পরিবর্তন, সারা বিশ্বেই রাজনীতির প্রবাহও যেন হয়ে গেছে এই সোশ্যাল মিডিয়াই। এই প্রবাহে পশ্চিমা দেশের রাজনীতি যেমন প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশগুলোর রাজনীতিতেও ঝড়ের মত ধাক্কা দিয়ে যায়, নিয়ে আসে বড় ধরনের পরিবর্তন। যা বাংলাদেশেই দেখেছি গত কয়েক মাস আগে। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিতে যদিও আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন, পাশাপাশি যুগের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেন আমরা হারাচ্ছি আমাদের চিরচেনা শৈশব কিংবা যৌবন। যুগের এই আবাহনকে কেউই হয়ত অবজ্ঞা করতে পারছে না, কিন্তু তারপরও জীবনাচারে গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজটাকে ধরে রাখা কোনো অলীক গল্প নয়। বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরিগুলো একসময় শিল্প-সংস্কৃতি কর্ষণের মাঠ ছিল, আড্ডায় গমগম করতো এসব পাঠাগারগুলো।

সে জায়গাটা এখনও কি আছে, এ প্রশ্ন আমরা আমাদেরকেই করতে পারি। ব্রিটেনের সমাজেও পাঠাগারগুলোতে আগের মত শুধুই গ্রন্থ বিষয়ক কাজ করে না, জনসাধারণকে লাইব্রেরিমুখি করতে কিছু সামাজিক কার্যক্রমও চালানো হয় এতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এরকম উত্তাল সময়ে ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটিতে আছে একটা ভিন্ন চিত্রও। কমিউনিটিতে গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে চলার একটা স্পৃহা আছে, অন্তত কিছু মানুষের উদ্যোগে সংগঠিত হয় বাংলাদেশি মানুষগুলো। সেজন্য আমি আগেই উল্লেখ করেছি, কিছু বাংলাদেশিদের উদ্যোগে বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এরকম সংগঠনগুলোকে অনেকেই ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করলেও এই অভিবাসে এর একটা ব্যাপক ইমপ্যাক্ট যে আছে, তা অস্বীকার করি কীভাবে। বছরের বিভিন্ন সময় বলতে গেলে প্রতি মাসেই ব্রিটেনের শহরে শহরে জমে উঠে আসর। বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলোতে জেগে উঠে বাংলাদেশি কমিউনিটি, এতে পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়, গল্প হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে কোলাহল। ইন্টারনেট দুনিয়ার এই সময়ে ব্রিটেনে বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর এই প্রভাব বলতে হবে তথ্যপ্রবাহের বাইরেও সামাজিক বন্ধন মজবুত কিংবা সুদৃঢ় করার একটা বড় মাধ্যম। লেখক : ব্রিটেনপ্রবাসী কলামিস্ট।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও নারীর অগ্রযাত্রা

শাহানা হুদা রঞ্জনা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে নারী অধিকার রক্ষায় বিশদ সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন। 'সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের পথে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ' শিরোনামের প্রতিবেদনে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনে যা যা সুপারিশ করেছে, তা নিঃসন্দেহে নারীর অগ্রযাত্রার পথে সহায়ক। অভিন্ন পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সব ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করার সুপারিশ করেছে কমিশন। এছাড়া আছে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। নারীবিদ্বেষী বয়ান, বক্তব্য ও ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা। শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা। সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটি দেওয়ার সুপারিশ। নারীর স্বার্থরক্ষায় ও নারী উন্নয়নে যতোটাই ইতিবাচক সুপারিশ করা হোক না কেন, ইতোমধ্যে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিল চেয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ। অবিলম্বে নারীবিষয়ক সুপারিশমালা বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় সুপারিশমালা তুলে ধরা হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো অনেকক্ষেত্রে নির্ধারণ করবে যে আমরা কতটা নিবো, আর কতটুকু নিবো না। যদিও ইসলাম নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে কিন্তু সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই ভাইরা বোনকে বঞ্চিত করে। প্রয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথেও কথা বলা যেতে পারে। যারা "ধর্ম গেল" বলে শঙ্কিত থাকেন, তাদের বুঝতে হবে সময়ের আবর্তে অনেক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় মতবাদ ও আইনি নিয়ম কানুন পরিবর্তন করা হয়েছে। যারা এই কমিশনে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, এদেশের নারী আন্দোলনের সাথে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁরা জানেন এদেশে নারীর পক্ষে একটি কথা বলা মাত্র পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ে এর বিরোধিতা করার জন্য। সেই হিসাব অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক দলগুলো যে কমিশনের বিলোপ চাইবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এরপরেও দাবি জানিয়ে যেতে হবে। বহুবছর ধরে নারী আন্দোলন কর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে নারী অধিকারের কথা বলে যাচ্ছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে বিভিন্ন তরফ থেকে দাবিদাওয়া উত্থাপিত হচ্ছে। কাজেই নারী সমাজও মনে করেছেন সংস্কারটা হয়তো এখনই হবে। কিন্তু আদতে কী তাই হবে? মনে রাখা দরকার এই সরকারের সাথে জড়িয়ে আছে ধর্মভিত্তিক দলগুলো, যারা মুহূর্তেই সব সুপারিশ 'ইসলাম বিরোধী' বলে নাকচ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সংস্কার কমিশনকেই বাতিল করতে বলছেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ইউনূস সরকার কতটা কী করতে পারবেন, তা সহজেই অনুমেয়। নারী কমিশনের দেয়া প্রতিটি দাবিই সমর্থনযোগ্য। কারণ বিভিন্ন সময়ে আমরা দেশে একটি সিভিল ল' এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। অনেক মুসলিম দেশেই তা আছে। যারা ইচ্ছা করবেন, তারা সিভিল ল' অনুযায়ী কাজ করবেন। সেই কারণেই অভিন্ন পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সব ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করার সুপারিশের পাশাপাশি সব সম্প্রদায়ের জন্য আইনটিকে ঐচ্ছিক রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হক যোগ করে বলেন, 'অভিন্ন পারিবারিক আইনের বিষয়ে একটা সিভিল অপশন থাকা দরকার। আমরা রাতারাতি প্রচলিত পারিবারিক আইন বাদ দিতে পারব না।' তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য অনেক কিছু করতে চায় না। এই সরকারের স্বার্থ নেই। এই সরকারই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন। কিন্তু এখানেই মূল প্রশ্ন, এই সরকার ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে আমলে না নিয়ে আদৌ এই সংস্কার করতে পারবে কিনা? ২০১৯ এর আইনগত সহায়তা দিবসের অনুষ্ঠানে 'পুত্র' বা 'কন্যা'র পরিবর্তে আইনে শুধু 'সন্তান' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তৎকালীন সরকার প্রধান। তাতে করে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে সন্তানের লৈঙ্গিক পরিচয় নিয়ে ভাবার দরকার হবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে মনে হল আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুর কথা। আবদুল মতিন খসরুর সাথে নিউজের প্রয়োজনেই দু'একবার কথা হয়েছিল, ১৯৯৬ সালে ভোরের কাগজে কাজ করার সময়। সেসময়ে ওনার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম উত্তরাধিকার আইন নিয়ে। ঐ সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে কেন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমানভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দেয়ার বিধান কায়েম করেন না? সরকার তো পারিবারিক আইনে অনেক ধরনের প্রগতিশীল পরিবর্তন এনেছেন। উনি উত্তরে বলেছিলেন, "নানা কারণে আমাদের হাত পা বাঁধা। তাই চাইলেও সরকার এরকম ইতিবাচক একটি পরিবর্তন আনতে পারবে না। আমার নিজের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মনেপ্রাণে চাই দু'জনকে সমানভাগে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যেতে। বাবা হিসেবে দু'জনকে সমান ভালোবাসি। কিন্তু আমারও হাত পা বাঁধা। পারছি কই উত্তরাধিকার আইনে কোনো পরিবর্তন আনতে বা সিভিল ল' এর অপশন চালু করতে।" - উনি এই কথাগুলো বলেছিলেন সাক্ষাৎকারের বাইরে। আওয়ামী লীগ সরকার যখন ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল, তখন নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ এর ৭.২ অনুচ্ছেদে বাবার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই হয়তো সরকার একটি আইন পাস করতে পারতো বা নীতি গ্রহণ করতে পারতো। তারা তখন সেটা করতে করেনি বা করতে পারেনি। বোঝাই যায় সরকার এত বড় ঝুঁকি নিতে চায়নি। শুধু যে ইসলামিক দলগুলো সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলেছে, তা নয়। হিন্দু ধর্মীয় নেতারাও সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার ও তালাকের অধিকার নিয়ে কথা বলতে নারাজ। ২০০৮/৯ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত এমন বিরোধিতাই দেখেছি। এমনকি সুশীল সমাজের হিন্দু সদস্যের একটা অংশ এই দাবির প্রতি অনাস্থা জানিয়েছিলেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে কাজ করার সময় একটা গ্রুপ এই দুটি ইস্যু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মহাজোটসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে হুমকির মুখে পড়েছিল। কাজেই সংস্কার কমিশন যে আশা নিয়ে সুপারিশমালা জমা দিয়েছেন, সেই আশা কতটা পূরণ হবে কে জানে। অতীতের দিকে যদি দেখি তাহলেও দেখবো ইতিবাচক ফলাফল হতে হতে হয়নি। "২০০৪ আমাদের পেতে হলো বিএনপি-জামাত সরকারের সময়কার নারী উন্নয়ন নীতির দ্বিতীয় খসড়া। তৎকালীন সরকার উত্তরাধিকার আইনে ও ভূমির উপর নারীর অধিকারের অংশটি কেটে দিয়েছিল। আমরা তৃতীয় খসড়াটি পেয়েছিলাম ২০০৮ সালে। সে যাক, অনেক জল ঘোলা হয়েছে এই নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে। এমনকী কেয়ারটেকার সরকার পর্যন্ত আলেমদের নিয়ে কমিটি করেছিলেন নীতিটি যাচাই-বাছাই করার জন্য। ফলে একদিন নীতিটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সবসময়ই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নারী উন্নয়ন নীতিতে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিয়ে নীরবতা প্রদর্শন করেছে।" (সূত্র: দি ডেইলি স্টার, নিবন্ধ: প্রফেসার ড. কাবেরি গায়েন) মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠনগুলো বরাবরই উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে আসছে। তারা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল, আমরা সবসময় বলছি, দুই সন্তানই যথেষ্ট। সেখানে কারো যদি দুটিই কন্যা সন্তান হয়, তখন সেই পরিবার কী করবেন? কাজেই সবকিছুই বাস্তবতার নিরিখে ভাবতে হবে। সেজন্যই বারবার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে পিতার অর্জিত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যেন শরীয়া আইনের অপব্যবহার করা না হয়। আমরা শরীয়া আইন মেনে চলবো, সেই সাথে এমন কোন উপায় বের করতে হবে, যেন ইসলামি আইনের নাম ব্যবহার করে নারীকে কেউ স্বামী ও পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। যদিও ইসলাম নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে কিন্তু সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই ভাইরা বোনকে বঞ্চিত করে। প্রয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথেও কথা বলা যেতে পারে। যারা "ধর্ম গেল" বলে শঙ্কিত থাকেন, তাদের বুঝতে হবে সময়ের আবর্তে অনেক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় মতবাদ ও আইনি নিয়ম কানুন পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা জানি "ইসলাম মানে ইনসাফ"। এই সত্যটি মানতেই হবে। শুধু মুসলমানদের জন্য না, একটি ইউনিফর্ম আইন হওয়া দরকার, সব ধর্মের মানুষের জন্য। বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশেই সিভিল ল' আছে, আবার শরীয়া আইনও আছে। যে পরিবার, যেভাবে সুবিধা পাবেন, তারা সেভাবেই সম্পত্তি ভাগ করবেন। সংবিধান ও আইনগত কাঠামো বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সুপারিশের মধ্যে আরও কয়েকটি ইতিবাচক প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকারের জন্য বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইন এবং মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের সম্পত্তিতে ৫০ ভাগ নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ধারা ১৭ (১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ের সুযোগ রাখা) বাতিল করা, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করাসহ আরো কিছু সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার না করা, অহেতুক নারীর প্রসঙ্গ টেনে নারীবিদ্বেষী বয়ান বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই দুটি ইস্যু নিয়ে বলতে হয়, নারী প্রায় সবার কাছেই ভোগ্যপণ্য। বিভিন্ন দ্বিতীয় শ্রেণির গণমাধ্যম নিউজ নয়, ভিউজ দিয়ে চলে। আর ভিউজ বাড়াতে ব্যবহার করা হয় নারীকে। অনেক নারী নিজের অবস্থান পোক্ত করার জন্য, আয় করার বা কাজ পাওয়ার জন্য ভোগ্যপণ্য হতে রাজি থাকেন। অন্যদিকে নারী বিদ্বেষী বয়ানই তো বয়ানের মূল উপজীব্য। 'নারীর পেট পাঙাস মাছের পেটির মতো', 'পর্দা ছাড়া নারী ছেলা কলার মতো', নারী বিদ্বেষী এ ধরনের কথা না বললে জলসা জমে না। এইসব আসরে ধর্মের প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত বয়ান যতোটা না মানুষ শোনে, এর চাইতেও বেশি আগ্রহ থাকে নারী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যে। এখন পরিস্থিতি বয়ান ব্যবসায়ীদের আরো অনুকূলে চলে গেছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ধারা ১৭ (১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ের সুযোগ রাখা) বাতিল করার যে দাবি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে, তা মঞ্জুর হওয়া অসম্ভব। দেশে ২০২০ সাল থেকে বাল্যবিবাহ বাড়ছেই। গত নয় মাসে প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে বাল্যবিবাহ বহু বেড়ে গেছে। গ্রামেগঞ্জে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েদের বাল্যবিয়ে ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি। সরকার ভোটদানের বয়স ১৬ করার কথা ভাবছেন, সেখানে বাল্যবিয়ের বয়স ১৮ থাকে কীভাবে? আর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিটিও কতটা কার্যকর হবে, তা বুঝতে পারছি না। ৩/৪ বছর আগে টাঙ্গাইলে ১৩ বছরের একজন কিশোরী মধ্যবয়স্ক স্বামীর সহবাসের বলি হয়ে নিহত হয়েছিল। এরকম আরো অসংখ্য ঘটনা আছে, যেখানে মেয়েরা স্বামীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অথচ পরিবার, সমাজ একথা মানতেই চায় না। তারা মনে করেন, স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে যখন, যেমন ইচ্ছা ভোগ করার। স্বামী আবার ধর্ষণ করে কীভাবে? এ অপরাধ হতেই পারে না। এই ভুল ধারণা থেকে পরিবার ও সমাজকে সরিয়ে এনে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়টি খুব কঠিন। ধর্মভিত্তিক দলগুলো মনে করছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোয় ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক পারিবারিক বিধানকে চরমভাবে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা হয়েছে। সুপারিশে থাকা 'অভিন্ন পারিবারিক আইন' এর মাধ্যমে সব ধর্মের নারীদের বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করার নামে ইসলামের বিধানকে বাতিল করে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা বলেও মনে করছে। অভিন্ন পারিবারিক আইন তৈরির প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটি। অন্যদিকে এই সরকারের উপর ভরসা রেখে নারী সংস্কার কমিশন সুপারিশ পেশ করেছে, দেখি সরকার কার কথা শোনে?

লেখক: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলাম লেখক।

প্রয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথেও কথা বলা যেতে পারে। যারা "ধর্ম গেল" বলে শঙ্কিত থাকেন, তাদের বুঝতে হবে সময়ের আবর্তে অনেক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় মতবাদ ও আইনি নিয়ম কানুন পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা জানি "ইসলাম মানে ইনসাফ"। এই সত্যটি মানতেই হবে। শুধু মুসলমানদের জন্য না, একটি ইউনিফর্ম আইন হওয়া দরকার, সব ধর্মের মানুষের জন্য। বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশেই সিভিল ল' আছে, আবার শরীয়া আইনও আছে। যে পরিবার, যেভাবে সুবিধা পাবেন, তারা সেভাবেই সম্পত্তি ভাগ করবেন। সংবিধান ও আইনগত কাঠামো বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সুপারিশের মধ্যে আরও কয়েকটি ইতিবাচক প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকারের জন্য বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইন এবং মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের সম্পত্তিতে ৫০ ভাগ নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ধারা ১৭ (১৮ বছরের কম

ড্রোন হামলায় সিরিয়ায় আহত ৮: গণমাধ্যম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী গ্রামে ড্রোন হামলায় আটজন আহত হয়েছেন। বৈরুত থেকে এএফপি এ খবর জানায়। লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, হাওশ আল-সায়েদ আলীর সীমান্তবর্তী গ্রামে 'বিস্ফোরকবাহী ড্রোন বিস্ফোরণে' উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হারমেলের আটজন সিরীয় শরণার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, 'গুলির শব্দ শোনার পর'লেবাননের সেনাবাহিনী সেখানে অতিরিক্ত সেনা পাঠিয়েছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপ লেবাননের সীমান্তের কাছে হোমস প্রদেশের কুসাইর এলাকায় সিরিয়ার সেনা অবস্থানগুলোতে কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে। এদিকে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের উৎস লক্ষ্য করে হামলা চালায়।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'আমরা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের জন্য লেবাননের সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করছি এবং লেবাননের সেনাবাহিনীর অনুরোধে আগুনের উৎসগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা বন্ধ করেছি। এর আগে এক সংঘর্ষে ১০ জন নিহত হওয়ার পর সীমান্ত নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলায় লেবানন এবং সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা গত মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

মার্চের শুরুতে সিরিয়ার নতুন সরকার হিজবুল্লাহকে লেবাননের ভূখণ্ডে তিনজন সেনা সদস্যকে অপহরণ করে হত্যা করার অভিযোগ এনেছিল। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী যারা সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল। লড়াইয়ে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পরবর্তী আন্তঃসীমান্ত সংঘর্ষে সাতজন লেবাননি নিহত হয়। লেবানন এবং সিরিয়া ৩৩০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করে নেয় যা পণ্য, মানব এবং অস্ত্র চোরাচালানের জন্য কুখ্যাত।

তৃতীয়বারের মতো ইরানিদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মার্কিন দূত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বন্ধু স্টিভ উইটকফ টানা তৃতীয় সপ্তাহে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন। পরস্পরের মধ্যে একটি নতুন পরমাণু চুক্তির খোঁজে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি জানায়, উইটকফ, যিনি ট্রাম্পের বৈশ্বিক দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, গত শনিবার রোমে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে বৈঠক করেন। উভয় পক্ষ সেখানে অগ্রগতির দাবি করে কারিগরি দলের মধ্যে আলোচনার আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আজ শনিবার ওমানে অনুষ্ঠেয় কারিগরি আলোচনায় উইটকফ নিজেই উপস্থিত থাকবেন। এখানেই তিনি গত ১২ এপ্রিল আরাগচির সঙ্গে প্রথমবার বৈঠক করেছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস সাংবাদিকদের বলেন, 'পরবর্তী আলোচনা আজ শনিবার ওমানে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটা হবে কারিগরি দলের প্রথম বৈঠক।' তিনি আরও বলেন, 'বিশেষ দূত উইটকফও সেখানে উপস্থিত থাকবেন।' মার্কিন পক্ষের কারিগরি আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতিগত পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান মাইকেল অ্যান্টন। তিনি একজন রক্ষণশীল চিন্তাবিদ, যিনি পারমাণবিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী বক্তব্যের জন্য বেশি পরিচিত। কোনো ধরনের কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই উইটকফকে ট্রাম্প এই দায়িত্বে নিয়োগ দেন। এরপর তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, যদিও ইসরাইলের হিজবুল্লাহবিরোধী নতুন হামলার কারণে সেই যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ে।

ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ বন্দুক হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নতুন করে উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত একতরফাভাবে 'সিন্ধু পানি চুক্তি' স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। জবাবে ইসলামাবাদ হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এ ধরনের পদক্ষেপ 'যুদ্ধ ঘোষণার শামিল' এবং তার জবাব দেওয়া হবে 'সকল ধরনের প্রচলিত ও অপ্রচলিত (অর্থাৎ পরমাণু) শক্তি দিয়ে'। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি গত বুধবার চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ।

পাকিস্তানের কড়া প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এনএসসি) গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, পানি হচ্ছে দেশের 'জীবনরেখা', যা ২৪ কোটিরও বেশি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। তাই পানির প্রবাহ বন্ধ করা হলে তা 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর জবাবে পাকিস্তান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। এনএসসি বৈঠকের পর জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সিন্ধু পানি চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের পানিপ্রবাহ বন্ধ বা ভিন্ন দিকে সরানোর যে কোনও প্রচেষ্টা এবং নদীর নিচু তীরবর্তী অঞ্চলের অধিকার হরণকে 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং জাতীয় শক্তির সম্পূর্ণ পরিসরে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার জবাব দেওয়া হবে।' বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের সিদ্ধান্ত শুধুই প্রতীকী নয়ড়যদি বাস্তবে কোনও বাঁধ, জলাধার বা পানি আটকানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, তবে পাকিস্তান তা সামরিক হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে, এমনকি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউ কেউ। **পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ইঙ্গিত?** বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের সিদ্ধান্ত শুধুই প্রতীকী নয়ড়যদি বাস্তবে কোনও বাঁধ, জলাধার বা পানি আটকানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, তবে পাকিস্তান তা সামরিক হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে, এমনকি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউ কেউ। একজন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক বলছেন, 'যদি ভারত কোনও জলাধার বা বাঁধ তৈরি করে যা পাকিস্তানের পানির অধিকার হরণ করে, তাহলে পাকিস্তান সামরিক শক্তি দিয়ে তা ধ্বংস করবেড়এমনকি তা পরমাণু হামলা করে হলেও।'

ক্যাম্বোডিয়া সফর শেষে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে থাই প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন শিনাওয়াত্রা একটি সরকারি সফর শেষে ক্যাম্বোডিয়া থেকে ফিরে আসার পর উচ্চ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে গতকাল শুক্রবার জানিয়েছেন দেশটির সরকারি মুখপাত্র। ব্যাংকক থেকে এএফপি জানায়, সপ্তাহের শুরুতে দুই দিনের সফরে কাম্বোডিয়া যান পেটংতার্ন। সফরকালে তিনি কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং অনলাইন প্রতারণা ও বায়ুদূষণসহ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। দুই নেতা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জোট আসিয়ানকে ব্যবহার করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনাও বিবেচনা করেন। সরকারি মুখপাত্র জিরায়ু হুয়াংস্যাপ এক বিবৃতিতে জানান, 'প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর উচ্চ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন।'তিনি আরও জানান, শুক্রবারের প্রধানমন্ত্রীর সব কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে বা তার ডেপুটিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসবের মধ্যে ই-কমার্স সিইও ক্রিস ফেং এবং সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকও ছিল। প্রধানমন্ত্রীর স্বামী পিদক সুকসাওয়াস ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরিতে প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালের বিছানায় বিশ্রামরত অবস্থায় দেখা যায়। তিনি সেখানে ক্যাপশনে লেখেন, 'তুমি কারও কথা শুনলে না। তোমার শরীরই এখন তোমায় সাবধান করে দিয়েছে যে, তুমি আর নিতে পারছো না।' থাই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরটি ছিল থাইল্যান্ড ও ক্যাম্বোডিয়া মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণ নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের কোয়েটার কালাত এলাকায় রাস্তার পাশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে এখন পর্যন্ত অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। নিহতের মধ্যে দুইজনই নারী। এ ছাড়া এতে আহত হয়েছে আরও পাঁচ জন। গতকাল শুক্রবার দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। লেভিস (প্রাদেশিক আধাসামরিক বাহিনী) কর্মকর্তারা বলেছেন, রাস্তার পাশে রাখা আইইডি দিয়ে বৃহস্পতিবার এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এটি একটি গাড়িকে আঘাত করে। নিহতরা হচ্ছেন, আব্দুল্লাহ, গুল বানু, খাইর এবং বিবি হাসীনার এক কন্যা। আহতরা হচ্ছেন, আলি জান, মুহাম্মহ হায়াত, মির গুল, ইজ্জত খান এবং মুহাম্মদ আসলাম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে লেভিসের একটি দল পৌঁছেছে। এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে এবং হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এখন ক্যালিফোর্নিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ব অর্থনীতির র‍্যাংকিংয়ে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে মার্কিন অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যুরোর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া এখন জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির স্থান দখল করেছে। ২০২৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার মোট দেশজ

উৎপাদন (জিডিপি) দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১০ ট্রিলিয়ন ডলারে, যেখানে জাপানের জিডিপি হয়েছে ৪ দশমিক০১ ট্রিলিয়ন ডলার। ফলে ক্যালিফোর্নিয়া এখন কেবল যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানির পেছনে রয়েছে। গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এ সাফল্যের প্রশংসা করে বলেন, 'ক্যালিফোর্নিয়া শুধু বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে নাড় বরং গতিপথ নির্ধারণ করছে।' তবে এই উন্নয়নযাত্রা সামনে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্ক করে দেন তিনি। নিউসম অভিযোগ করেন, বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের 'বেপরোয়া শুল্কনীতি' ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের উচ্চ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে কথা বলেছেন এবং আইনি লড়াইও শুরু করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প উৎপাদন, কৃষি, প্রযুক্তি খাত ও বিনোদন শিল্পে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রভাব বিশাল। এর পাশাপাশি দেশটির দুটি সবচেয়ে ব্যস্ত সমুদ্রবন্দর লং বিচ ও লস অ্যাঞ্জেলেসড়এ রাজ্যেই অবস্থিত। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া প্রায় সব পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মেক্সিকো ও কানাডার ক্ষেত্রে শুল্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশ। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে, যার ফলে চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় চীনও মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি বর্তমানে ২৯ দশমিক ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার, চীনের ১৮ দশমিক ৭৪ ট্রিলিয়ন ডলার এবং জার্মানির ৪ দশমিক ৬৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তুলনামূলকভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার উচ্চ বলে উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। জাপানের অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশটির নিম্ন জন্মহার এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি। এর ফলে শ্রমশক্তির ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং সামাজিক সেবায় ব্যয় বেড়েছে। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, জাপানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও কমে আসতে পারে এবং দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়াতে সময় নিতে পারে। গভর্নর নিউসম বলেন, 'আমরা এই অর্জনকে উদযাপন করছি বটে, কিন্তু আমাদের এই অগ্রগতি যেন অনিশ্চয়তায় পড়ে না যায়, সেটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতিই জাতির শক্তির ভিত্তিড়এটিকে রক্ষা করা জরুরি।'

বিনোদন

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় সপ্তাহেও চলছে 'বরবাদ' ঝড়

বিনোদন ডেস্ক : গত ১৮ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে চলছে শাকিব খানের 'বরবাদ'। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই সেখানকার বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বেশ সাড়া ফেলে। এমন সাফল্যের মধ্যে দ্বিতীয় সপ্তাহে নতুন কিছু স্টেটে চলছে 'বরবাদ', সেখানেও ছবিটি রয়েছে বেশ দাপুটে অবস্থানে। পরিবেশক এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর সিইও বদরুদ্দোজা সাগর এ তথ্য জানিয়েছেন। বলেন, 'ওয়াশিংটন ডিসি, লস এঞ্জেলেস, আটলান্টা, ফ্লোরিডা, মায়ামিতে নতুন করে চলছে 'বরবাদ'। আসলে আমরা যে থিয়েটারগুলোতে দিচ্ছি সবগুলো থেকে প্রত্যাশিত বিজনেস পাচ্ছি, আশা রাখছি আগামীতেও দর্শকদের উপস্থিতি এমনই থাকবে।' বাংলা সিনেমা নিয়ে আশা প্রকাশ করে তিনি জানান, এর আগে অনেক বাংলা সিনেমা নর্থ আমেরিকায় বহু থিয়েটারে রিলিজ করলেও ব্যবসা হয়নি। এতে করে বাংলা সিনেমার দুর্নাম হয়েছে। বড় বড় সিনেমা চেইনগুলোর ধারণা বাংলা সিনেমাই বক্স অফিস ফ্লপ! কিন্তু 'বরবাদ'যেখানে চলছে, সবখানে বেশ ভালো চলছে। শাকিব খান ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ওপার বাংলার ইধিকা পাল, যীশু সেনগুপ্ত। দেশের বাজারে ছবিটি ব্যাপক সাফল্যের পর আমেরিকার পাশাপাশি কানাডা ও ইতালিতেও ঝড় তুলেছে।

মস্কোতে বিশেষ স্বীকৃতি পেলো 'মাস্তুল'

বিনোদিন ডেস্ক : মস্কোতে আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৪৭তম আসরের সমাপনী অনুষ্ঠান। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য 'স্পেশাল মেনশন অ্যাওয়ার্ড (জুরি)' জিতেছে বাংলাদেশি সিনেমা 'মাস্তুল'। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার সকালে ছবির নির্মাতা নূরুজ্জামানের হাতে এই প্রশংসাপত্র তুলে দেয় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি। এদিন রাতেই বসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৪৭তম আসরের সমাপনী অনুষ্ঠান। এর আগে সকালে 'ফার্স্ট প্রাইজ' অনুষ্ঠানে স্পেশাল মেনশন অ্যাওয়ার্ড জেতে 'মাস্তুল'। মস্কো থেকে এ বিষয়ে নির্মাতা বলেন, 'মস্কোতে মাস্তুল-এর প্রিমিয়ারে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছি।

আবারও শার্লক হোমস চরিত্রে ফিরছেন হেনরি কেভিল

বিনোদন ডেস্ক : নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিনেমা সিরিজ 'এনোলা হোমস'। এর তৃতীয় কিস্তিতে সুপারম্যান খ্যাত অভিনেতা হেনরি কেভিল আবারও ফিরছেন শার্লক হোমস চরিত্রে। মিলি ববি ব্রাউনের সাথে একত্রে তিনি আগের দুই সিনেমাতেও ছিলেন। তৃতীয় পর্বেও তাকে দেখা যাবে সেই পরিচিত রহস্যময় শার্লকের ভূমিকায়। হেনরি কেভিল ছাড়াও এই নতুন সিনেমায় ফিরছেন লুইস প্যাট্রিজ (টিউকসবারি), হেলেনা বোনহ্যাম কার্টার (ইউডোরিয়া হোমস), হিমেশ প্যাটেল (ড. জন ওয়াটসন) এবং শ্যারন ডানকান-ব্রুস্টার (মোরিআর্টি)। জানা গেছে, সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছে এপ্রিল মাসে। এবারের কাহিনী এগোবে মাল্টায়। সেখানে এনোলা এমন এক জটিল ও বিপজ্জনক মামলার মুখোমুখি হবে যা তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। পূর্বের দুই কিস্তির পরিচালক ছিলেন হ্যারি ব্র্যাডবিয়ার। তার পরিবর্তে এবার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন 'বয়েলিং পয়েন্ট'খ্যাত ফিলিপ বারান্তিনি। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন জ্যাক থর্ন। হেনরি কেভিল বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে। তবে 'এনোলা হোমস ৩'-এ তার প্রত্যাবর্তন তার ভক্তদের মাঝে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। রহস্যপ্রেমীদের জন্য এই সিনেমা হতে যাচ্ছে আরও এক স্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার।

বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে 'জাট'

বিনোদন ডেস্ক : ব্যর্থতার গ্লানি দূর করে রুপালি জগতে ভালো সময় পার করছেন বলিউড অভিনেতা সানি দেওল। 'গদর টু' সিনেমার মাধ্যমে বক্স অফিস ব্যর্থতার দায় মোচন করেছেন এই অভিনেতা। গত ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত নতুন সিনেমা 'জাট'। গোপীচাঁদ মালিনেনি নির্মিত 'জাট' সিনেমার ট্রেইলার মুক্তির পরই প্রশংসা কুড়ায়। ভারতের সাড়ে পাঁচ হাজার পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছে এটি। মুক্তির পর দর্শক-সমালোচকদেরও প্রশংসা পাচ্ছে। বলিউড হাঙ্গামা জানিয়েছে, পয়সা উসুল হওয়ার মতো সিনেমা এটি। পাঁচে রেটিং দিয়েছে সাড়ে তিন। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে বিতর্কে জড়ালেও বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছে সিনেমাটি। স্যাকনিল্কের তথ্য অনুসারে, মুক্তির প্রথম দিনে 'জাট' সিনেমা আয় করে ৯.৫ কোটি রুপি। ১৪ দিনে ভারতে আয় করেছে ৯০ কোটি রুপি (গ্রস)। বিদেশে আয় করেছে ১২.২৫ কোটি রুপি। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১০২.২৫ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৪৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকার বেশি)। ১০০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমা 'জাট'। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, এ সিনেমার জন্য সানি দেওল নিয়েছেন ৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক। এর আগে তিনি 'গদর টু' সিনেমার জন্য পেয়েছিলেন মাত্র ৮ কোটি রুপি।

অর্থাৎ মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ছয় গুণের বেশি পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন সানি দেওল। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমায় সানি ছাড়াও অভিনয় করেছেন– রণদীপ হুদা, রেজিনা ক্যাসেন্দ্রা, বীনিত কুমার সিং, সায়েমি খের, জগপতি বাবু, অজয় ঘোষ প্রমুখ। 'গদর টু' সিনেমার পর সানি দেওল বক্স অফিসের সাফল্য ধরে রেখেছেন। 'জাট টু' নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন নির্মাতারা। সিনেমা নিয়েও তার ব্যস্ততা বেড়েছে। বর্তমানে তার হাতে পাঁচটি সিনেমার কাজ রয়েছে। এ তালিকায় রয়েছে– 'লাহোর ১৯৪৭', 'বর্ডার টু', 'রামায়ণ', 'সাফার', 'জাট টু'।

এবার আবুধাবি মাতাবেন জেনিফার লোপেজ

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন গায়িকা, মডেল ও অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজ। গান, অভিনয় অথবা কনসার্ট নিয়ে অনেকদিন ধরে নেই খবরের শিরোনামে। তবে এবার জানা গেল এ বছরের জুলাই মাসে আবুধাবিতে কনসার্ট করবেন তিনি। আবুধাবি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ধনী দেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী শহর। শহরটি আবুধাবি সেন্ট্রাল ক্যাপিটাল ডিস্ট্রিক্টের আসন, আবুধাবি আমিরাতের রাজধানী শহর এবং দুবাইয়ের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর। শহরটি একটি টি-আকৃতির দ্বীপে অবস্থিত। সেখানে ২৯ জুলাই, ইতিহাদ অ্যারেনার ইয়াস আইল্যান্ডে পারফর্ম করবেন জেনিফার। যাতে থাকবে চোখ ধাঁধানো আতশবাজির খেলাও। এটি হবে মধ্যপ্রাচ্যে জেনিফারের একমাত্র শো। যার টিকিট এরই মধ্যে অনলাইনে ছাড়া হয়েছে। এই কনসার্টের সর্বোচ্চ টিকিট মূল্য রাখা হয়েছে ১ হাজার ৯৫ দেরহাম। এদিকে মার্কিন পপ তারকা ও অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজের ২০২৪ সালে এক মাস আগে ঘোষণা দেওয়ার পরও সাতটি কনসার্ট বাতিল করা হয়। টিকিট বিক্রির কোম্পানি টিকিটমাস্টারের বরাতে খবরটি নিশ্চিত করে মার্কিন গণমাধ্যম ভ্যারাইটি।

সাংবাদিকদের সমালোচনায় স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তি পেয়েছে স্বস্তিকা মুখার্জি অভিনীত টালিউড ছবি 'দুর্গাপুর জংশন'। এই ছবিতে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বললেন অভিনেত্রী। স্বস্তিকা মুখার্জি বলেন, 'আমার সত্যিই মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা বাড়ার আগে সাংবাদিকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। খবর খুঁজতে হতো, তখন সব কিছু আঙুলের ডগায় উপস্থিত থাকত না। তখন তারা অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন। কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে সব অনেক বদলে গেছে। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিকটা জানার বদলে আমরা এখন সব তথ্য ফোন থেকেই পেতে চাই। এখন যেটা নেই, সেটা হল ফ্যাক্ট চেক। সবই এখন শোনা যাচ্ছে বলে চালানো হয়।' স্বস্তিকা মুখার্জি আরও বলেন, 'সাংবাদিকদের উচিত ফ্যাক্ট চেক করা যে আদৌ ঘটনাটা ঘটেছে কিনা।

ভক্তদের সুখবর দিলেন আরিফিন শুভ

বিনোদন ডেস্ক : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে পর্দার আড়ালেই ছিলেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভ। শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'-এ কাজ করার পর থেকেই একরকম তাকে আর অভিনয়ে দেখা যায়নি। আড়ালেই চলে যান এ নায়ক। শেখ মুজিবের চরিত্রে অভিনয় করে বেশ সমালোচিতও হয়েছিলেন এ অভিনেতা। এমন চড়াই-উতরাই মুহূর্ত কাটানোর পর হঠাৎই আরিফিন শুভকে অ্যাকশন অবতারে দেখে চমকে গেলেন সবাই। এতদিন নায়কের প্রত্যাবর্তনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন ভক্তরা, তা স্পষ্ট হলো সামাজিক মাধ্যমে একটি ট্রেইলার প্রকাশ্যে আসার মধ্য দিয়ে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ১৯ সেকেন্ডের সেই ট্রেইলার রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছে নায়কের ভক্তদের মনে। আর এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। ট্রেইলার দেখার পর দর্শকদের দাবি– এবার একটা সুপার-ডুপার কামব্যাক হতে চলেছে অভিনেতা আরিফিন শুভর। আসছে কোরবানির ঈদে 'নীলচক্র' সিনেমা দিয়ে ফিরছেন শুভ। যেখানে এই অভিনেতার বিপরীতে থাকছেন মন্দিরা চক্রবর্তী। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে আমেরিকান ফিল্ম মার্কেটে বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়েছিল সিনেমাটির, এবার এটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে দেশের প্রেক্ষাগৃহে। এরপর থেকেই অধীর আগ্রহে আছেন ভক্তরা। এমন সময়েই সেই ঝলকে ধামাকা দিয়ে বসলেন আরিফিন শুভ, যেখানে নায়ককে দেখা যায় পুরো ধুন্ধুমার এক অ্যাকশন অবতারে। এদিকে ট্রেইলার প্রকাশের পর বিস্তারিত কিছু তথ্য আড়াল রাখেন আরিফিন শুভ। নায়ক শুধু জানিয়ে দিলেন– 'আসিতেছে'। নেটিজেনদের অনেকের মনে প্রশ্ন– আরিফিন শুভর নতুন কাজ, তবে কি তার আসন্ন চলচ্চিত্র 'নীলচক্র' এর দৃশ্য এটি?

মন্তব্যের ঘরে নায়ককে 'শুভকামনা' জানাতে ভোলেননি ভক্তরা। আবার অনেকেই শেয়ার করে নায়কের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে বিনোদন জগতের অনেক তারকাও তাকে শুভকামনা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, নির্মাতা মিঠু খানের নির্মাণে 'নীলচক্র' সিনেমা অভিনয় করেছেন মন্দিরা ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, খালেদা আক্তার কল্পনা, শাহেদ আলী, প্রিয়ন্তী ঊর্বী, মাসুম রেজওয়ান প্রমুখ।

পেহেলগাম হামলার প্রতিবাদে শো বাতিল করলেন অরিজিত সিং

বিনোদন ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা ভারত। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডসহ বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারাও শোক ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। এবার এই ঘটনার প্রতিবাদে এক অনন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরিজিত সিং। সবসময়ই ভিন্নধর্মী প্রতিবাদে বিশ্বাসী অরিজিত সিং কথা না বলেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। যেমনটা করেছিলেন কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায়- গানে গানে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ভক্তরা সেখানেই খুঁজে পেয়েছিলেন তার অনুভবের প্রকাশ। এবারও পেহেলগাম হামলার প্রতিবাদে সরাসরি একটি বড় শো বাতিল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, আগামীকাল রোববার চেন্নাইয়ে অরিজিতের একটি লাইভ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তবে পেহেলগাম ঘটনার নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানটি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা জানায়, কাশ্মীরের ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণে শিল্পী ও আয়োজক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামীকাল রোববার চেন্নাইয়ে এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, যারা এই কনসার্টের টিকিট কিনেছিলেন, তাদের সবাইকে পুরো অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ এই হামলার ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, এতে ২৬ জন পর্যটক নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ও আহতরা সবাই ভ্রমণকারী বলে জানা গেছে।

বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপপ্রবাহ। এর মধ্যেও থেমে নেই দিনমজুরদের কাজ। ইট ভাঙার কাজ করছেন দুই শ্রমিক। গয়েশপুর, পাবনা।

কালীগঞ্জে জারবেরা ফুল চাষে সফল কৃষি উদ্যোক্তা শামিম

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : জারবেরা ফুল চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা শামিম হোসেন। এ বছর তিনি প্রায় ১২ বিঘা জমিতে এই ফুল চাষ করছেন। তার দেখাদেখি এলাকার অনেক তরুণ যুবক ফুল চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তরুণ এই কৃষি উদ্যোক্তার ফুল চাষের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা। কৃষক শামিম হোসেন কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। ২০১২ সালের দিকে পড়াশোনার পাশাপাশি অল্প কিছু জমিতে এই ফুল চাষ দিয়ে শুরু করলেও এখন তিনি ১২ বিঘা জমিতে জারবেরাসহ কয়েকটি জাতের ফুল চাষাবাদ করছেন। এখানে স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে ভাবে ৬ জনের। তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা শামিম হোসেন জানান, ২০১৫ সালের দিকে পড়াশোনার পাশাপাশি ২ বিঘা জমি নিয়ে গাদাফুল চাষের মাধ্যমে ফুল চাষে যুক্ত হন। তিনি ফুল কেনা বেচার ব্যবসা শুরু করেন। এখন তিনি বিদেশী জারবেরা, মামফুল, গাদাফুল, চন্দ্রমল্লিকা ফুলসহ প্রায় ১২ বিঘা জমিতে চাষাবাদ করছেন। শামিম হোসেন জানান, ফুল চাষ যেমন লাভজনক তেমন ঝুকিপূর্ণ চাষ। ফুল চাষ এবং ফুল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বলিডাঙ্গা বাজারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন। গত ২-৩বছর আগে ফুল চাষ বাড়ানো ও ব্যবসার জন্য তিনি আশার আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ফুল চাষ প্রকল্পের আওতায় ৪ লাখ টাকা ঋণ সহযোগিতা নিয়ে জারবেরা ফুল চাষ শুরু করেন। সেই বছর ফুল চাষ ভাল হলে ওই ৪ লাখ টাকা পরিশোধ করে আরো সাড়ে ৪ লাখ টাকা ঋণ সহযাগিতা গ্রহন করে ফুলের চাষ বাড়ান। জারবেরা আড়াই বিঘা, গাদা আছে চার বিঘা, মল্লিকা ৪ বিঘা, মামফুল আছে ২০ শতাংশসহ প্রায় ১২ বিঘা। এক বিঘা জমিতে জারবেরা ফুল চাষ করতে আনুমানিক প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ হয়। ফুল ভাল হলে এখান থেকে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা বিক্রি করা সম্ভব। একটি জমি থেকে ৩ বছর জারবেরা ফুল সংগ্রহ করা যায়। তিনি আরো জানান এক বিঘা গাদা ফুল চাষ করতে খরচ হয় ৪০ হাজার টাকার মতো। এখান থেকেএক বছরে লাভ পাওয়া যায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

কালীগঞ্জে বোস জুয়েলার্সে দুর্ধষ চুরি

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের মধুগঞ্জ বাজারে বোস জুয়েলার্স স্বর্ণের দোকানে দুর্ধষ চুরি সংঘঠিত হয়েছে। চোর চক্রের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের পেছনের দেওয়াল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ দেড় লাখ টাকাসহ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। কালীগঞ্জ থানার ওসি এবং পৌর ব্যবসায়ি সমিতির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে চোরেদের ওয়াল কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি কাচি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে রাত দেড়টার দিকে ওই চুরির ঘটনাটি ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বোস জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী অলোক বোস জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিষ্ঠান খুলে দেখেন জিনিসপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। সিন্দুক লোহার আলমারী ও ক্যাশ ড্রয়ার খোলা। দোকানের পেছনে গিয়ে দেখেন দেওয়াল কাটা। রাত দেড়'টার দিকে চোরেরা তার দোকানের পেছনের দেওয়াল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। করোনার পিপি গায়ে জড়িয়ে মুখোশ পরিহিত চোরেরা প্রথমেই দোকানের সিসি ক্যামেরা বিচ্ছিন্ন করে।

সালথায় আওয়ামী সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

নগরকান্দা, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের সালথায় আওয়ামী সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপি নেতা কর্মীদের পাশে দাঁড়ালেন গণমানুষের নেতা ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান । মুরুটিয়া মিয়া বাড়ী চত্বরে আওয়ামী সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপি নেতা কর্মীদের মাঝে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ এর পক্ষ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সাধারন সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমানের দেওয়া আর্থিক সহায়তা তুলে দেন নগরকান্দা ও সালথা বিএনপির নেতৃবৃন্দ। সালথা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে ও নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফের সঞ্চালনায় আর্থিক সহয়তা বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি আলিমুজ্জামান সেলু, সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, সালথা উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি শাহীন মাতুব্বর, মাঝারদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, বিএনপি নেতা রেজাউল হক সিরাজ মোল্লা, মশিউর রহমান, হুমায়ুন কবির, ওলামা দল নেতার মজিবর রহমান, মাওলানা শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে বিএনপির ইফতার মাহফিলে অংশ গ্রহন করায় ক্ষুব্ধ হয়ে গত ৩ রা এপ্রিল মাঝারদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আফসার মাতুব্বরের সমর্থকরা স্থানীয় বিএনপি নেতা মিন্টু মিয়ার বাড়ি সহ বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাংচুর করে এবং দুটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বাজারে বিক্রির জন্য বাড়িতে বসে কাসুন্দি বানাচ্ছেন এক নারী। বালিয়াডাঙ্গী, ডিক্রির চর, ফরিদপুর।

জলবায়ু মোকাবেলায় দক্ষিণাঞ্চলের সাত জেলায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

বরিশাল প্রতিবেদক : উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ হট স্পটগুলোতে উপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তির ওপর সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন এবং বিস্তারিত প্রকৌশল অঙ্কনের জন্য "বরিশাল অঞ্চলের সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর দিনব্যাপী বৈধতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বরিশাল জোনের আয়োজনে নগরীর বান্ধ রোডস্থ গ্র্যান্ড পার্ক হোটেলের সভা কক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধানঅতিথি ছিলেন জিওবি'র ডিপিএইচই অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এহেতেশামুল রাসেল খান। গতকাল শুক্রবার সকালে প্রেরিত ই-মেইল বার্তায় জানা গেছে, বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে ও বাংলাদেশ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (জিওবি), বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া পরিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (এআইআইবি) সহযোগিতায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আরডাব্লিউএসএইচএইচসিডি'র প্রকল্প পরিচালক মো. তবিবুর রহমান তালুকদার। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিসেবা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই'র অধীনে ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে একজন টিম লিডার এবং পানি সরবরাহ প্রকৌশলী বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আরডব্লিউএসএইচএইচসিডি প্রকল্পের ডিপিডি তাসনিম তামান্না। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংক ঢাকার টিটিএল রোকেয়া আহমেদ, ডিপিএইচই বরিশাল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এসএম শহীদুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন, আরডাব্লিউএসএইচপি এসডি-২০'র কর্মকর্তা আবুল কাশেম মজুমদার, আহমেদ সালমান হায়দার, ফাহাদ মো. ফরহাদুল ইসলাম, ড. তানভীর আহসান, সোহেল মাসুদ, দেলোয়ারুজ্জামান, শিশির চৌধুরী, মনোয়ার আলী প্রমুখ। দিনব্যাপী কর্মশালায় দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি ও শরীয়তপুর জেলার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন প্রতিবেদনের বৈধতা তুলে ধরেন।

পিরোজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পিবিপ্রবি) কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো জিএসটি গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত বাণিজ্য অনুষদ 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

দেশের ২১টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দে 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা চলাকালে পিরোজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম একাডেমিক ভবনের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পিবিপ্রবি উপাচার্য জিএসটি গুচ্ছভুক্ত ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়ায় এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সমপন্ন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে আগামী ০২ মে 'খ' ইউনিট ও ৯ মে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা প্রতিবাদে মানববন্ধন

পিরোজপুর প্রতিনিধি : দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার মজলুম সম্পাদক ও প্রকাশক মাহমুদুর রহমান এর বিরুদ্ধে মেঘনা গ্রুপ চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে পিরোজপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে। আমার দেশ পাঠক মেলার আয়োজনে স্থানীয় টাউন ক্লাব রোডে এ মানববন্ধন রচিত হয়। ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনকালে অংশগ্রহনকারী বক্তারা বলেন মাহমুদুর রহমান প্রকৃত দেশ প্রেমিক নির্ভিক সাংবাদিক। তিনি তার পত্রিকায় পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী দোসরদের দুর্নীতি, দেশের টাকা লুন্ঠন ও পাচারের তথ্য নির্ভর সংবাদ প্রকাশ করছেন। মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ৭১ টিভির মালিক মোস্তফা কামালের ১ লাখ কোটি টাকা পাচার বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আমার দেশে খবর প্রকাশিত হওয়ায় মাহমুদুর রহমান ও পত্রিকার কয়েক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। বক্তারা বলেন আওয়ামী স্বৈরাচারের দোসর একটি স্বার্থান্বেষী মহল মাহমুদুর রহমান ও তার পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করতে ওই ঘৃন্য কাজ করেছে। মিথ্যা মামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তারা অবিলম্বে মামলা প্রত্যারের দাবী জানান এবং দেশের অর্থ পাচারকারী মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। মানববন্ধনে পিরোজপুর প্রেসক্লাবের সহসভাপতি খেলাফত হোসেন খসরুর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহবায়ক শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, জিয়া নগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান শহীদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পুত্র মাসুদ সাঈদী, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লাভলু, বিএনপি নেতা সাবেক ভিপি সাইদুল ইসলাম কিসমত, আমার দেশ প্রতিনিধি পিরোজপুর প্রেসক্লাব সভাপতি এস এম রেজাউল ইসলাম শামীম, প্রেসসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার মুনিরুজ্জামান নাসিম, সাংবাদিক খালিদ আবু, জেলা ছাত্র দলের সিনিয়র সহসভাপতি সজীব, সালাউদ্দিন কুমার তালুকদার প্রমুখ।

কালীগঞ্জে তুষ কাঠ তৈরির কারখানার কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সরকারি মাহাতাব উদ্দিন ডিগ্রী কলেজের দক্ষিণ সীমানা ঘেষে তুষের কাঠ তৈরির কারখানার কালো ধোয়ায় চরমভাবে পরিবেশ দুষত হচ্ছে হচ্ছে। একই সাথে কারখানাটির ধোঁয়ায় পাশের আবাসিক এলাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ব্যাপক ভাবে দূষিত হচ্ছে। এ কারখানাটির পাশেই রয়েছে কাঁচা বাজার, উপজেলা পরিষদ, পোস্ট অফিস, মসজিদ, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও সরকারি কলেজ। পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ও ছাড়পত্র ছাড়াই আবাসিক এলাকায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে দীর্ঘদিন ধরে এই কারখানাটি চালু রেখেছেন নান্টু সাহা নামের স্থানীয় একজন ব্যবসায়ির। সরকারি নিয়ম নীতি না মেনে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তিনি এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন। প্রতিনিয়ত কারখানাটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চালু থাকে। এ সময় কারখানার উপর থাকা ছাওনির টিন খোলা অবস্থায় রেখে বের করা হয় ধোঁয়া। কারখানার চুল্লির সাথে থাকা চোঙ দিয়ে প্রতিনিয়ত ধোয়া বেরকরা হয় ওই ধোয়া সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে কলেজ ক্যাম্পাস ও তার আশেপাশের এলাকা। কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং এলাকাবাসী শ্বাসকষ্টসহ নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। কলেজ ক্যাম্পাসের দক্ষিণ পাশে দুইটি ভবনের পেছনে কারখানাটি অবস্থিত সেখান থেকে নির্গত কালো ধোয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত চরম বিপাকে পড়ছেন। এ ব্যাপারটি মৌখিক ভাবে কারখানা মালিককে একাধিকবার অবগত করা হলেও কোনো লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রচণ্ড রোদে কাবু মানুষ থেকে শুরু করে প্রাণিকূল। গরুর বাছুরকে ছাতা দিয়ে আড়াল করে ভ্যানযোগে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। কুন্দারহাট, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

মেঘনায় জাটকাসহ চাটাই জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : মেঘনা নদীর জেলার হিজলা উপজেলা অংশে গতকাল শুক্রবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে ছয় মন জাটকা ও পাঙ্গাসের পোনা নিধনের চাটাই জব্দ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও হিজলা কোস্ট গার্ডের সদস্যরা যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হিজলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আলম জানান, জব্দকৃত জাটকা বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদরাসায় বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি চাটাই পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শৈলকুপায় জরাজীর্ণ ভবনে চলে জমি রেজিস্ট্রির কাজ

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ভবনের ছাদের অধিকাংশ স্তানে খসে পড়েছে পলেস্তার। বেড়িয়ে পড়েছে রড। সামান্য বৃষ্টিতেই ফাটল ধরা ছাদ থেকে পড়ছে পানি। খসে পড়ছে পোকায় খেয়ে নষ্ট করা দরজা- জানালা সহ অন্যান্য উপকরণ। জানালার গ্রিলগুলোও মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। এমন অব-'ার মধ্যে চলছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা সাবরেজিস্টার অফিসের কার্যক্রম। একদিকে ভাঙা ভবন, অন্যদিকে সেবা নিতে আসা শত শত মানুষের দীর্ঘ লাইন, এ যেন দুর্ভোগের চুড়ান্ত পর্যায়। এভাবেই প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন কর্মকর্তারা। আর সেবা নিতে এসে হয়রানি আর ভবন ভাঙার ভয়ে ফিরে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে পুরাতন এই ভবনের পাশেই ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ভবন। তবে দীর্ঘদিনেও তা হস্তান্তর করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সাবরেজিস্টার অফিস কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন ভবনে এখনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়নি। শেষ হয়নি পানি সঞ্চালন, টয়লেট নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ কাজ। বাদ রয়েছে রংয়ের কাজও। কর্মকর্তাদের রুমে শুধুমাত্র কয়েকটা টেবিল আর হাতলওয়ালা চেয়ার ছাড়া ব্যবহারের জন্য অন্য কোন আসবাবপত্র দেওয়া হয়নি। সেবা প্রত্যাশীরা বলছেন 'ভয় নিয়ে জমি রেজিস্ট্রির কাজ করতে আসেন তারা। বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে পানি পড়ে। ভবন ভাঙার ভয়তো আছেই। সরকার কোটি টাকা খরচ কওে নতুন ভবন বানালেও দুর্ভোগ কমেনি। চালু হয়নি নতুন ভবন। ' সাবরেজিস্টার অফিসের কর্মকর্তারা বলছেন, 'ফাইল রাখার জায়গা নেই। পুরোনো আসবাবপত্র ভাঙাচোরা। লোডশেডিংয়ে জেনারেটরের ব্যব-'া নেই। বৃষ্টির পানি পড়ে সকল ফাইল ভিজে যায়। এই অবস্থায় শত শত মানুষকে সেবা দেওয়া যেন যুদ্ধের মতো। ' সেবা নিতে আসা বকশীপুর গ্রামের রহমত আলী বলেন, 'পুরাতন ভবনে জায়গা কম, তা-ও ভাঙাচোরা। যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। ভয়ে থাকতে হয় সবসময়। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয়। ' দামুকদিয়া গ্রামের মাসুদ মোল্লা বলেন, 'সরকার এত টাকা দিয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করলেও এখনও তা চালু হয়নি। ফলে দিন দিন দুর্ভোগ বাড়ছে। আমরা চায় দ্রুত নতুন ভনবটি চালু করা হোক। 'মোতালেব হোসেন নামে এক জন জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে বলেন, 'এই কার্যালয়ে সেবা নিতে এলে ভয়ে থাকতে হয়।

স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, ধর্ষক গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার বানারীপাড়া পৌর শহরের দক্ষিণ নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে প্রায় ২৭ ঘন্টা আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক আসামি শোভন মিস্ত্রিকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। সত্যতা নিশ্চিত করে বানারীপাড়া থানার ওসি মো. মোস্তফা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে ঢাকার দোহার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে শোভন মিস্ত্রিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার সকালে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। গ্রেপ্তারকৃত শোভন উপজেলার সদর ইউনিয়নের আলতা গ্রামের বাবুল মিস্ত্রির ছেলে। এজাহারে জানা গেছে, ওই ছাত্রীকে তাদের পৌর শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভাড়াটিয়া বাসার সামনের পাকা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চালক শোভন মিস্ত্রি।

পাকুন্দিয়ায় ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবি

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় সুখিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড (ঠুটারজঙ্গল) বিএনপির নবগঠিত কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা। উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সকল অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের আয়োজনে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তব্য দেন, সুখিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল আলম তাহের, ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি আ. কাদির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম স্বপন, সাবেক ইউপি সদস্য ফিরোজ আহমেদ, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সাফির উদ্দিন, আ.কদ্দুছ, ইউনিয়ন যুবদল নেতা আ. কাইয়ুম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সুখিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ঠুটারজঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রকাশ্যে কমিটি ঘোষণা করার কথা থাকলেও সুখিয়া বাজারে বসে অর্থের বিনিময়ে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশে করণীয় শীর্ষক সেমিনার

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : প্রত্যোকটা ধর্মেই রয়েছে শান্তির বাণী ও অসামপ্রদায়িকতা বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। তিনি বলেন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সকলের প্রত্যোকটা ধর্মের বাণী চর্চাসহ অন্তরে ধারন করা উচিৎ। কারন ধর্মীয় বাণীগুলো বুকে ধারন করে চলতে পারলে সমাজে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ কমে আসবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মাইনী হলরুমে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের আয়োজনে এবং মোনঘরের ব্যবস্থাপনায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধনী বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এসব কথা বলেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ভবেশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূখ্য আলোচক ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান, মং সার্কেল রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী, সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট বোর্ডের ট্রাষ্টি রাজিব কান্তি বড়ুয়া। সেমিনারে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্যামল মিত্র চাকমা প্রমুখ। পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাধের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার জনগনের যে ক্ষতি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে সম্ভাবনাময় কাপ্তাই হ্রদকে কাজে লাগাতে হবে। কারন কাপ্তাই হ্রদ বর্তমানে আমাদের জন্য স্বর্ণের মতো।

তাই ২৪ সালের পরবর্তী সম্ভাবনাময় কাপ্তাই হ্রদসহ পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগাতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাহাড়ের পর্যটন, কাপ্তাই হ্রদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি সেক্টরকে এগিয়ে নিতে তিনি জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন সেমিনারসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের আহবান জানান। পার্বত্য উপদেষ্টা আরো বলেন, পার্বত্য এলাকাকে উন্নয়নের আওতায় আনতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে আমাদের নিজেদের গাফিলতির জন্যই অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম এগুচ্ছেনা। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি বিভাগ এই অঞ্চলে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে।

বাতাসে গাছ থেকে সয়াবিন আলাদা করে নিচ্ছেন কৃষক। দৌলতখান, ভোলা।

রোনালদোর দল লা লিগা থেকে অবনমিত

স্পোর্টস ডেস্ক : রোনালদোর মালিকানাধীন দল রিয়াল ভায়াদোলিদ রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে ৫-১ গোলে হেরে লা লিগা থেকে অবনমিত হয়েছে। ব্রাজিলিয়ান বিশ্বকাপজয়ী তারকার মালিকানায় গত সাত বছরে এটি ভায়াদোলিদের তৃতীয় অবনমন। ভায়াদোলিদের সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার মুখে শোনা যাচ্ছে, রোনালদো ক্লাবটি বিক্রি করার আলোচনা চালাচ্ছেন। সমর্থকদের মতে, ব্রাজিলিয়ান তারকা ক্লাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না। গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনুপস্থিত থেকেছেন। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা ভায়াদোলিদ তাদের শেষ ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতে হেরেছে। গোল পার্থক্য দাঁড়িয়েছে মাইনাস ৫৭। বেটিসের বিপক্ষে এই বড় হারের মধ্য দিয়ে ভায়াদোলিদের লা লিগা অধ্যায় আপাতত শেষ হলো। এউ অস্থির মৌসুমে তারা দুইজন কোচকে বরখাস্ত করেছে। ফেব্রুয়ারিতে সাবেক ভায়াদোলিদ খেলোয়াড় আলভারো রুবিও দায়িত্ব নেওয়ার আগে দিয়েগো কোক্কা ও পাওলো পেজোলানোকে ছাঁটাই করা হয়। ভায়াদোলিদ ২০২০-২১ ও ২০২২-২৩ মৌসুমেও অবনমিত হয়েছিল, তবে উভয়বারই পরের মৌসুমে শীর্ষ লা লিগায় ফিরে এসেছিল। রুবিও ম্যাচ শেষে জানান, "অজুহাত দিতে পারি না। আমরা প্রথম বিভাগের মান অনুযায়ী খেলতে পারিনি। আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, আমরা ঠিকভাবে কিছু করতে পারিনি। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং মর্যাদার সঙ্গে মৌসুম শেষ করতে হবে।"ঘরের মাঠ বেনিত ভিয়ামারিয়াতে বেতিস বড় ব্যবধানে জিতে পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে অবনমনের বাকি দুইটি স্থান এখনো নিশ্চিত হয়নি। ১৯তম স্থানে স্থানে থাকা লেগানেস বৃহস্পতিবার গিরোনার বিপক্ষে স্টপেজ টাইমে মুনির এল হাদ্দাদির গোলে ১-১ ড্র করে এক পয়েন্ট পেয়েছে। লেগানেস ১৯তম মিনিট থেকে এক খেলোয়াড় কম নিয়ে খেলেছে। তারা এখন ১৮তম স্থানে থাকা লাস পালমাসের থেকে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। অবনমন অঞ্চলের বাইরে থাকা আলাভেসের থেকে চার পয়েন্ট দূরে। সেভিয়া ১৫তম স্থানে রয়েছে, তারা ১-০ ব্যবধানে হেরেছে অষ্টম স্থানে থাকা ওসাসুনার বিপক্ষে। যারা ৩২তম মিনিট থেকে এক খেলোয়াড় বেশি নিয়ে খেলেছে। টানা নয় ম্যাচে জয়হীন থাকার পর ওসাসুনা এখন টানা তিনটি ম্যাচ জিতেছে। অন্যদিকে সেভিয়া টানা ছয় ম্যাচে জয় পায়নি।

অ্যানফিল্ডে শিরোপা নিশ্চিত করার মিশনে লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামীকাল রোববার অ্যানফিল্ডে টটেনহাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে লিভারপুল। নিশ্চিতভাবে এদিন গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ করবেন অলরেড ভক্ত-সমর্থকরা। তাদের সামনে যেন প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা নিশ্চিত করা যায়, সেই চিন্তাই করছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। টটেনহামের বিপক্ষে হার এড়ালেই রেকর্ড ছোঁয়া ২০তম লিগ ট্রফি নিশ্চিত করবে স্লটের দল। আর এক পয়েন্ট পেলেই চার ম্যাচ হাতে রেখে চ্যাম্পিয়ন হবে তারা। লিভারপুল এর পরের লিগ ম্যাচ খেলবে চেলসির মাঠে। তাই ঘরের মাঠেই শিরোপা জেতার একটা চাপ আছে, স্বীকার করলেন স্লট। গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদেরকে স্লট বলেছেন, 'এটা একটা বড় দায়িত্ব। শেষবার ক্লাব লিগ জিতেছিল কোভিডের সময়। তাই সবাই রোববারের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে।' পাঁচ বছর আগে রেডরা সবশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ওইবার অ্যানফিল্ডের দর্শকশূন্য মাঠে ট্রফি হাতে নেয় তারা। এবার ক্লাবের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষণটা সামনে থেকে দেখতে চান ভক্ত-সমর্থকরা। স্লট বললেন, 'আমরা জানি এখনও কাজ বাকি। আমাদের অন্তত একটি পয়েন্ট চাই। আমাদের ভক্তরাও তা জানে। তারা যখন স্টেডিয়ামে আসবে তখন সম্ভাব্য সেরা সমর্থন আমাদের দেবে, যেভাবে তারা পুরো মৌসুম দিয়েছে।

ভারতে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো পিএসএলের

স্পোর্টস ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে কূটনৈতিক অঙ্গন ছাড়িয়ে ক্রীড়াঙ্গনেও। এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন পর্যটক। হামলার পর ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয়েছে। যার সরাসরি প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে খেলাধুলার অঙ্গনে। ভারতের জনপ্রিয় ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম 'ফ্যানকোড' ঘোষণা দিয়েছে তারা ২০২৫ সালের পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) এর সম্প্রচার ভারতে স্থগিত করেছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ফ্যানকোড এক বিবৃতিতে জানায়, "পেহেলগামে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং জাতীয় আবেগকে সম্মান জানিয়ে আমরা পাকিস্তানভিত্তিক এই প্রতিযোগিতার সম্প্রচার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আনচেলত্তির সঙ্গে আলোচনায় বসছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন

স্পোর্টস ডেস্ক : দরিভাল জুনিয়রকে বরখাস্ত করার পর ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ কে হচ্ছেন, তা নিয়ে তুমুল আলোচনা। এ প্রশ্নের উত্তর জানতে মুখিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা; কিন্তু নেইমার, ভিনিসিয়ুসদের সঠিক প্রশিক্ষককেই খুঁজে পাচ্ছে না ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। তারা সেই প্রথম থেকেই লেগে আছে রিয়াল মাদ্রিদের ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তির পেছনে। তাকেই কোচ হিসেবে চাই ব্রাজিল ফুটবল কর্মকর্তাদের। দরিভালকে বিদায় করার পর সৌদি ক্লাব আল হিলালের কোচ জর্জ হেসুসকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয়াটা মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাকেই বেছে নিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। তবে জর্জ হেসুসকে ঠিক মনে ধরছে না দেশটির ফুটবল কর্মকর্তাদের। এ কারণে তারা আরেকটু সময়ক্ষেপন করতে চায়। কার্লো আনচেলত্তিকে আরেকটু বোঝাতে চায়। এ কারণে ইএসপিএন জানিয়েছে, কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে আবারও আলোচনা শুরু করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আনচেলত্তির চুক্তি ২০২৬ এর জুন পর্যন্ত। কিন্তু ২০২২ বিশ্বকাপের পর তিতে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব ছাড়লে তখন থেকে আনচেলত্তিকে কোচ হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে আসছিলেন ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এডনাল্ডো রদ্রিগেজ।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের কাছে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে হারের পর মাদ্রিদে আনেচলত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। আবার লা লিগায়ও খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই রিয়াল। সব মিলিয়ে মাদ্রিদে তার ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যদিও আনচেলত্তি জানিয়েছেন, রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ তৈরি হয়নি এবং চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। তবে, আনচেলত্তির সামনে এখন সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের কোপা ডেল রে ফাইনাল। যেখানে বার্সেলোনার মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) খুব নিবিড়ভাবে এই ম্যাচটি পর্যবেক্ষণ করছে। এখানে যদি বার্সার কাছে রিয়াল হেরে যায়, তাহলে এই মৌসুমটা পুরোপুরি শিরোপাশূন্য কাটাতে হবে তাদেরকে। সে ক্ষেত্রে রিয়ালে আনচেলত্তির অবস্থান আরও নড়বড়ে হয়ে যাবে। এ সুযোগটাই নিতে চায় ব্রাজিল। আনচেলত্তিকে যখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'এটা নিয়ে এখন কথা বলার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমরা এ নিয়ে মৌসুমের শেষে আলোচনা করবো। তবে একটি সূত্র ইএসপিএনকে বলেছে, 'এরই মধ্যে আনচেলত্তির প্রতিনিধি এবং সিবিএফের প্রতিনিধির মধ্যে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে।

আইসিসি ইভেন্টেও পাকিস্তানের সাথে খেলতে অনিচ্ছুক ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০০৮ সালের পর থেকে বন্ধ ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। দুই দলের দেখা হয় শুধু বিশ্বকাপের মতো আসরে। তবে এবার সেই বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চায় না ভারত। জম্মু-কাশ্মীরের ঘটনার পর পাকিস্তানের সাথে একই গ্রুপে যাতে তাদের না রাখা হয়, এজন্য

আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিসিআই- এমন গুঞ্জন উঠেছে। সেক্ষেত্রে আইসিসির আয়েও ভাঁটা পড়বে। কারণ এখনও ক্রিকেটে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। আইসিসির ইভেন্টগুলোতে ভারত ও পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখার চেষ্টা দীর্ঘদিনের। সামনে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ, আগামী বছর পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। নারী বিশ্বকাপ হবে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে, আবার টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখার সম্ভাবনা ছিল। এমনকি যুব বিশ্বকাপেও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে রাখা হয় একই গ্রুপে। বিসিসিআই তাদের চিঠি পাঠানোর দাবিকে সত্য নয় দাবি করলেও এসিসি ইভেন্টেও ভারত পাকিস্তানের সাথে খেলতে আগ্রহী হবে না বলে কোথাও কোথাও দাবি করা হয়েছে। এ বছরই ভারতে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় দেওয়া পাকিস্তানের শর্ত অনুযায়ী তারা ভারতের মাটিতে খেলবে না, ম্যাচ আয়োজন করতে হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। ক্রিকবাজ দাবি করেছে, শেষপর্যন্ত এশিয়া কাপ পুরোটাই নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হতে পারে। এমনকি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের জেরে এশিয়া কাপ পিছিয়েও যেতে পারে। সব কিছুই নির্ভর করছে আগামী দিনে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক কেমন থাকে- তার ওপর।

চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে বিদায়ের শঙ্কায় ইন্টার মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক : কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে লিওনেল মেসিরা হার দেখলো। বি. সি প্লেসে গত বৃহস্পতিবার রাতে ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপস ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামিকে। ২৫তম মিনিটে পেদ্রো ভিতেরপাসে ব্রায়ান হোয়াইট লিড এনে দেন। মায়ামি কিপার অস্কার উসতারিকে ৮৪তম মিনিটে পরাস্ত করেন সেবাস্তিয়ান বেরহল্টার। প্রায় এক বছর আগে মায়ামির রেগুলার সিজনে হোয়াইটক্যাপসের বিপক্ষে খেলতে মেসি ভ্যানকুভারে না যাওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন হাজারো ভক্ত। গত বৃহস্পতিবার রাতে তার খেলা দেখতে ৫৩ হাজারের বেশি দর্শক ছিলেন বি. সি প্যালেসে। স্ট্যান্ডে অনেকেই মেসির জার্সি পরে ছিলেন। তবে আর্জেন্টাইন তারকার পায়ে বল যেতেই তাকে দুয়ো দিয়েছেন কেউ কেউ। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক শুরু থেকে খেললেও গোলের দেখা পাননি। আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন স্বাগতিক দলের খেলোয়াড়রা। ফ্রি কিকেই সীমাবদ্ধ ছিল তার প্রভাব। ২৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়ার তার স্পট কিক গোলবারের ওপর দিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে তার একটি ফ্রি কিক প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে সহজেই কিপারের হাতে জমা পড়ে। আগামী বুধবার ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে হবে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ। দুই লেগ মিলে বিজয়ী দল আগামী ১ জুন ফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রুজ আজুল কিংবা টাইগার্স উনালের।

আইটি

৩০০ কোটি জি-মেইল অ্যাকাউন্ট রয়েছে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে

আইটি ডেস্ক : ব্যক্তিগত কিংবা অফিসিয়াল কাজে মেইল ব্যবহার করছেন সবাই। অনেকেই অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া বা মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম থেকে মেইলকে বেশি নিরাপদ মনে করেন। তবে এবার হ্যাকারদের নিশানায় জি-মেইল। স্প্যাম থেকে ভাইরাস হামলার মতো নানা বিপদ সব সময়ই অস্থির করে রাখে ব্যবহারকারীদের। এবার জানা গেল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ৩০০ কোটি জি-মেইল অ্যাকাউন্ট। এর পেছনে আছে 'ফিজিং স্ক্যাম'। গুগল এই ঝুঁকির কথা স্বীকারও করে নিয়েছে। সুতরাং জি-মেইল অ্যাকাউন্ট যারা ব্যবহার করেন, তারা সতর্ক না থাকলেই বড় বিপদ ধেয়ে আসবে তাদের দিকে। সম্প্রতি এক সফটওয়্যার ডেভেলপার নিক জনসন এক্স হ্যান্ডলে তার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। জানিয়েছেন, তিনি একটি মেইল পান হড়-ৎবঢ়ষু@মড়ড়মষব.পড়স থেকে। সেখানে জানানো হয় যে তার গুগল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একটি সমন জারি করা হয়েছে। একটি লিঙ্কও দেওয়া হয়েছিল, যা দেখতে হুবহু গুগল সাপোর্ট পেজের মতো। কিন্তু তা একটি জাল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। যা গুগলেরই প্ল্যাটফর্ম ংরঃবং.মড়ড়মষব.পড়স-এ 'হোস্ট' করা আছে। অর্থাৎ হ্যাকাররা মাথা খাটিয়ে এমনভাবে বিষয়টা সাজিয়েছে যে,

লিঙ্কটি আসল বলেই মনে হবে। তবে ব্যবহারকারীদের জন্য এই মেইলগুলো যে নকল তা বোঝা মুশকিল। কারণ এগুলোর ডমেইন একেবারে আসল মেইলের মতোই। ফলে ফাঁদে পা দিয়ে অনেক ব্যবহারকারী বিপদে পড়ছেন। বিশেষজ্ঞরা ব্যবহারকারীদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো সন্দেহজনক ইমেল এলে সেখানে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। গুগল বা ওই জাতীয় কোনও সংস্থার মেল এলে সতর্ক হয়েই পদক্ষেপ করুন। যদি গুগলের পক্ষ থেকে কোনো অ্যালার্ট আসে সেক্ষেত্রে গুগলের ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা অ্যাপ খুলে নিজে লগইন করুন।

ওপেনএআই-এর টার্গেট এবার ক্রোম?

আইটি ডেস্ক : গুগলের জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার 'ক্রোম' কিনে নিতে চায় ওপেনএআই। অনুসন্ধান বাজারে গুগলের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে এটি হতে পারে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন–এমনটাই মনে করছে চ্যাটজিপিটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে চলমান গুগলের অ্যান্টিট্রাস্ট মামলার শুনানিতে ওপেনএআই-এর প্রধান পণ্য কর্মকর্তা নিক টার্লি এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যদি গুগলকে তাদের ক্রোম ব্রাউজার বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে ওপেনএআই সেটি কিনে নিতে প্রস্তুত। টার্লির মতে, গুগলের অনুসন্ধান ও বিজ্ঞাপন বাজারে আধিপত্য শুধু এআই উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, পুরো ইন্টারনেট ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপেনএআই মনে করে, ক্রোমের মতো একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম কিনে নিয়ে তারা ব্যবহারকারীদের জন্য এআই-ভিত্তিক নতুন ধরনের সার্চ অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবে। বর্তমানে ওপেনএআই নিজেদের চ্যাটজিপিটি মডেলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করলেও, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাদের এখনো গুগলের মতো সক্ষমতা অর্জন হয়নি। টার্লি জানিয়েছেন, এখনো চ্যাটজিপিটি প্রায় ৮০ শতাংশ সার্চ প্রশ্নের জবাব নিজস্ব প্রযুক্তিতে দিতে অক্ষম। গুগলের বিরুদ্ধে মার্কিন বিচার বিভাগ অভিযোগ এনেছে–তারা বিভিন্ন মোবাইল নির্মাতার সঙ্গে এমন চুক্তি করেছে। যার ফলে গুগলের সার্চ, ক্রোম ও জেমিনি এআই অ্যাপ নতুন ফোনে ডিফল্ট হিসেবে থাকে।

এআর চশমা নিয়ে আসছে অ্যাপল

আইটি ডেস্ক : অগমেন্টেড রিয়ালিটি (এআর) প্রযুক্তির চশমা নিয়ে আসছে প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল। মূলত মেটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ও এআর বাজারে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপলের সিইও টিম কুক এই এআর চশমা প্রকল্পকে কোম্পানির ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। এমনকি এই প্রকল্পের সঙ্গেই এখন তার বেশিরভাগ সময় ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত। জানা গেছে, চশমাটি হালকা ও আরামদায়ক হবে, যাতে ব্যবহারকারী সারাদিন পরিধান করতে পারেন। প্রযুক্তির দিক থেকে এটি হবে আধুনিক, টেকসই ও ইউজার-বান্ধব। মেটা এরই মধ্যে রে-ব্যান স্মার্ট গ্লাসের দুটি প্রজন্ম বাজারে এনেছে এবং উন্নত এআর হার্ডওয়্যার তৈরি করছে। তবে অ্যাপলের লক্ষ্য, আরও উন্নত অপটিকস, স্মার্ট সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন ও পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির দিক দিয়ে বাজারে নেতৃস্থানীয় একটি পণ্য তৈরি করা। এআর চশমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কিছু বড় চ্যালেঞ্জের কথাও জানিয়েছে সূত্র। বিশেষ করে হাই-রেজল্যুশন ডিসপ্লে, কম্প্যাক্ট চিপসেট, ছোট অথচ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং প্রাইভেসি ইস্যু–এগুলো এখনও অ্যাপলের গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। চশমায় মিডিয়া ক্যাপচার ফিচার যুক্ত হবে কিনা, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি প্রতিষ্ঠানটি।

এআর চশমার পাশাপাশি অ্যাপল ভিশন প্রো হেডসেটের নতুন, হালকা ও অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী সংস্করণ তৈরির কাজ করছে। বর্তমান ভিশন প্রো-এর দাম ৩ হাজার ৪৯৯ ডলার হলেও, নতুন মডেলের দাম আরও কমানো হবে বলে ধারণা করছে ব্লুমবার্গ। এছাড়া অ্যাপল ওয়াচ ও এয়ারপডসের নতুন সংস্করণেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকি কিছু ডিভাইসে ভবিষ্যতে ক্যামেরা ফিচার যুক্ত হতে পারে বলেও জানা গেছে।

ফ্রিল্যান্সারদের আশার আলো– বাংলাদেশে পেপাল চালুর ইঙ্গিত

আইটি ডেস্ক : বাংলাদেশে বহুল প্রতীক্ষিত পেপ্যাল সেবার চালু হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র–এমন ইঙ্গিতই মিলেছে সম্প্রতি। সরকারি উচ্চপর্যায়ের সূত্রগুলো বলছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট জায়ান্ট পেপ্যালের সঙ্গে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম আলোচিত উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স শিগগিরই বাংলাদেশে তাদের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা চালু করতে যাচ্ছে। আর সেই সেবাকে ঘিরেই দোহায় অনুষ্ঠিত আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং স্পেসএক্সের গ্লোবাল এঙ্গেজমেন্ট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট লরেন ড্রেয়ার। বৈঠকে ড্রেয়ার উল্লেখ করেন, "পেপ্যালও ইলন মাস্কের আরেকটি প্রতিষ্ঠান। এটি স্পেসএক্সের ডিজিটাল কার্যক্রমকে বাংলাদেশে আরও কার্যকর করতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "পেপ্যাল আমাদের অন্যতম সুসংগঠিত ও কার্যকরী ডিজিটাল ফিনান্স প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে স্পেসএক্সের ইন্টারনেট সেবার লেনদেন বাংলাদেশে আরও সহজ ও নিরাপদ হবে।" লরেন ড্রেয়ার জানান, "আমরা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমি আমার টিমকে নির্দেশ দিয়েছি মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশে স্পেসএক্সের সেবা চালুর জন্য প্রস্তুত থাকতে।" ইউনূস বললেন "মানুষ দিন গুনছে!"ড. ইউনূস এসময় বাংলাদেশের জনগণের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশে এটি একটি বড় খবর। মানুষ দিন গুনছে। সময় এলে আমরা তা উদযাপন করবো বড় পরিসরে।"

নতুন সিকিউরিটি ফিচার আনলো হোয়াটসঅ্যাপ

আইটি ডেস্ক : সারাদিন মোবাইল ফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সবাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে হোয়াটসঅ্যাপ। অফিসের কাজ হোক কিংবা ব্যক্তিগত আলাপ–সবকিছুতেই এখন হোয়াটসঅ্যাপের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই চ্যাটের গোপনীয়তা রক্ষা করাটাও খুব জরুরি। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই এবার নতুন আরেকটি ফিচার নিয়ে হাজির হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন সেই ফিচারটি হলো–'অ্যাডভান্সড চ্যাট প্রাইভেসি'। গোপনীয়তা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাবে এই ফিচারটি। **কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার?** প্রথমে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি আপডেট করতে হবে। এরপর সেটিংসে গিয়ে 'অ্যাডভান্সড চ্যাট প্রাইভেসি' অপশনটি খুঁজে পাবেন। এটি অন করলে, কেউ আর আপনার গ্রুপ চ্যাট কিংবা ব্যক্তিগত চ্যাট এক্সপোর্ট করতে পারবে না।

এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আইন প্রণয়ন করবে আরব আমিরাত

আইটি ডেস্ক : নতুন আইন তৈরি এবং পুরোনো আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। বিশ্বে এই প্রথম কোনো দেশ সরাসরি আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় এআইকে সম্পৃক্ত করছে। এ উদ্যোগকে আমিরাতের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইউএই সরকার ইতোমধ্যে এই খাতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো এ প্রকল্পকে 'এআই-চালিত আইন প্রণয়ন' নাম দিয়েছে। যেখানে অন্য দেশগুলো সরকার পরিচালনায় এআইকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করছে, সেখানে আমিরাত আইন প্রণয়নের মতো স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে এআইকে অংশীদার করার পরিকল্পনা করছে। দুবাইয়ের শাসক ও দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম বলেছেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এই নতুন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আমাদেরকে আরও দ্রুত, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরভাবে আইন তৈরি করতে সহায়তা করবে।"

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে মন্ত্রিসভা সম্প্রতি 'রেগুলেটরি ইন্টেলিজেন্স অফিস' নামের একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। সংস্থাটি এআই-ভিত্তিক আইন প্রণয়নের বিষয়টি তদারকি করবে। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় এআইকে কার্যকরভাবে যুক্ত করতে দেশটি একটি বিশাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলছে। এতে থাকবে ফেডারেল ও স্থানীয় আইন, আদালতের রায় এবং সরকারি সেবার বিস্তারিত তথ্য। এর মাধ্যমে এআই বিশ্লেষণ করে নিয়মিত আইন সংস্কারের পরামর্শ দিতে পারবে। শেখ মোহাম্মদ আশা প্রকাশ করে বলেন, "এআই ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ৭০ শতাংশ পর্যন্ত দ্রুততর হবে।" তবে বিশেষজ্ঞরা এই উদ্যোগকে যেমন যুগান্তকারী হিসেবে দেখছেন, তেমনি সতর্কতাও জানিয়েছেন। কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক রনি মেডাগলিয়া একে 'সাহসী পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এই উদ্যোগে এআইকে সহ-আইনপ্রণেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। অন্যদিকে গবেষকরা বলছেন, প্রশিক্ষণ ডেটায় পক্ষপাত থাকতে পারে, ব্যাখ্যাগত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং ভুল তথ্য দেওয়ার ঝুঁকিও থেকে যায়। এজন্য এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও মানবিক তদারকির ওপর জোর দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।